চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 261 Monday, 21 August, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৬১ সংখ্যা ❋ ৩ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ। রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে উদ্ধার রক্তমাখা হাতুড়িও। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রবিবার এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো এক কিশোর। জখম তার বাবা মা। বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা ধীন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

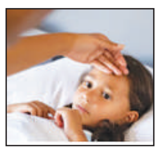

ডেঙ্গির ভাইরাসবাহী এডিস মসা কামড় দেওয়ার পরে একটি সুস্থ শিশুর শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করবে। ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কলকাতা লিগে বড় ধাক্কা খেল মোহন বাগান। রবিবার সার্দান সমিতির বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হেরে গেল সবুজ মেরুন দল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বেহাত হয়ে যাওয়া সরকারি জমি চিহ্নিত করে তা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার শহরের বেহাত হয়ে যাওয়া সরকারি জমি চিহ্নিত করে তা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বেআইনিভাবে জবরদখল থাকা সরকারি জমিগুলিকে চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরেই এ রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর শহরের একাধিক জায়গায় বেআইনিভাবে দখল হওয়া সমস্ত জমি চিহ্নিত করতে সেখানে সাইনবোর্ড লাগানোর কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই শহরের ৫২ টি সরকারি জমিতে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে বলে ভূমি দফতর সূত্রে জানা গেছে। এই জমিগুলি কলকাতার ১০৭,১০৮ এবং ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। জানা গিয়েছে, এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সরকারি জমি রয়েছে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে ২৬ টি জমি রয়েছে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪ টি এবং ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৭ টি সরকারি জমি রয়েছে। এরমধ্যে একাধিক জমি জবরদখল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আবার বেশ কিছু জমি বেআইনিভাবে জবরদখল হয়ে গিয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে গিয়ে সরকারি জমিগুলিকে চিহ্নিত করে তাতে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। পাশাপাশি জমির চরিত্রও চিহ্নিত করা হয়েছে। ভূমি দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, জমিগুলি দখলমুক্ত করে সেগুলি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে। এদিকে, বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট রাখতেও সম্প্রতি পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। সেক্ষেত্রে জলাভূমি ভরাটের কোনও অভিযোগ পেলেই কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পরেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরাও কোন পদক্ষেপ না করলে তাদেরকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া অন্যায়ভাবে কেউ জমির চরিত্র বদল করলেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার দায় এড়াতে পারে না ঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রাজ্য সরকারকে ভৎর্সনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে যাদবপুরের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে মুখ খুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ’ইউজিসি-র নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দফতর দায় এড়াতে পারে না। ভারত বিরোধী শক্তিকে দমন করতে রাজ্য সরকারকেই পদক্ষেপ করতে হবে।’ রবিবার নিউ মার্কেট সর্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গাপুজো সমিতির খুঁটি পুজোতে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেঃদ্র প্রধান। সেখানেই এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গ উঠলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। যার নাম গোটা দেশে। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে সেখানে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা, শচীন পাইলট এবং থারুরও পেয়েছেন জায়গা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডব্লিউসি) গঠনের ঘোষণা করেছেন, যা দলের শীর্ষ সিদ্ধান্ত

গ্রহণকারী সংস্থা। এতে জায়গা পেয়েছেন শশী থারুর ও শচীন পাইলটও। দুজনই প্রথমবারের মত এতে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে সিডব্লিউসি সদস্য ৩৯ জন, ১৮ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত, নয়জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য ছাড়াও পদাধিকারবলে সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এই কমিটি। সিডব্লিউসি-তে মল্লিকার্জুন খাড়গে ছাড়াও, সোনিয়া গান্ধী, ডক্টর মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, এ কে অ্যান্টনি, অম্বিকা সোনি, মীরা কুমার, দিগ্বিজয় সিং, পি চিদাম্বরম, তারিক আনোয়ার, লাল থানহাওলা, মুকুল ওয়াসনিক, আনন্দ শর্মা, অশোক চৌহান, অজয় মাকেন, চরণজি সিং চান্নি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভঢরা, কুমারী সেলজা, গাইখাংগাম, এন রঘুবীর রেড্ডি, শশী থারুর, তাম্রধ্বজ সাহু, অভিষেক মনু সিংভি, সালমান খুরশিদ, জয়রাম রমেশ, জিতেন্দ্র সিং, রণদীপ সিং সুরজেওয়া, জিতেন্দ্র সিং দীপক বাবরিয়া, জগদীশ ঠাকুর, জিএ মীর, অবিনাশ পান্ডে, দীপদাস মুন্সি, মহেন্দ্রজি সিং মালভিয়া, গৌরব গগৈ, সৈয়দ নাসির হুসেন, কমলেশ্বর প্যাটেল এবং কেসি ভেনুগোপাল। স্থায়ী আমন্ত্রিত বীরাপ্পা মইলি, হরিশ রাওয়াত, পবন কুমার বানসাল, মোহন প্রকাশ, রমেশ চেন্নিথালা, বি কে হরিপ্রসাদ, প্রতিভা সিং, মনীশ তেওয়ারি, তারিক হামিদ কারা, দীপেন্দ্র সিং হুডা, গিরিশ রায় চোদনকার, টি সুব্বারামি রেড্ডি, কে রাজু, চন্দ্রকান্ত হান্দোর, মীনাক্ষী নটরাজন, ফুলো দেবী নেতাম, দামোদর রাজা নরসিংহ এবং সুদীপ রায় থুরম্যান। বিশেষ আমন্ত্রিত-পল্লম রাজু, পবন খেড়া, গণেশ গোডিয়াল, কোডিকুনিল সুরেশ, যশোমতি ঠাকুর, সুপ্রিয়া শ্রীনেট, প্রণিতি শিন্ডে, অলকা লাম্বা, বংশী চাঁদ রেড্ডি। পদাধিকারবলে সদস্য শ্রীনিবাস বিভি সভাপতি আইওয়াইসি, নীরজ কুন্দন সভাপতি এনএসইউআই, নেট্টা ডি’সুজা সভাপতি, মহিলা কংগ্রেস সেবাদলের প্রধান সংগঠক লালজি দেশাই। ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডাঃ এ চেল্লাকুমার, ভক্ত চরণ দাস, ডাঃ অজয় কুমার, হরিশ চৌধুরী, রাজীব শুক্লা, মানিকম ঠাকুর, সুখবিন্দর রন্ধাওয়া, মানিকরাও ঠাকরে, রজনী প্যাটেল, কানহাইয়া কুমার, গুরদীপ সপ্পল, শচীন রাও, দেবেন্দ্র যাদব, মনীশ চতরথ।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুতে গ্রেফতার আরও এক প্রাক্তনী

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২০ আগস্ট ঃ যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন আরও এক প্রাক্তনী। ঘটনার রাতে (৯ আগস্ট) যাদবপুর মেন হোস্টেলের গেট আটকে পুলিশকে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শনিবার রাতে যাদবপুরের প্রাক্তনী জয়দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করে যাদবপুর থানায় পুলিশ। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কাঁদরা স্টেশন রোডের কাছে

। পরিবারের কেউই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে এধরনের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তাঁদের ছেলে। তবে যদি সত্যিই ছাত্রমৃত্যু বা পুলিশকে বাধা দেওয়ার মতো ঘৃন্য কাজের সঙ্গে জয়দীপের যোগাযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তার কঠোর শাস্তি চান বাবা বংশীলাল ঘোষ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ বিষয়ের ছাত্র জয়দীপ ২০২১ সালে যাদবপুর থেকে পাস করে। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে। একসময় চায়ের দোকানে কাজ করতেন জয়দীপের বাবা বংশীলালবাবু। পরে বাড়ি লাগোয়া মিষ্টির দোকান খুলেছেন। অর্থের অভাবে নিজে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু দুই ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ছেলেরাও বাবার স্বপ্ন অনেকাংশ পূর্ণ করেছেন। বড় ছেলে শুভদীপ যাদবপুর থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। নেটও পাস করেছেন। আপাতত টিউশন করেন। আপাতত দুই ভাই যাদবপুর থানার অন্তর্গত বিক্রমগড়ে আলাদা বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তাঁদের মা উত্তরাদেবী দীর্ঘদিন ধরে নার্ভের অসুখে ভুগছেন। একেবারে শয্যাশায়ী। ছেলেদের ভাড়াবাড়ি বা মেসে রেখে তাঁর চিকিৎসা করানো হত। ৯ আগস্টের রাতের ঘটনা সম্পর্কে জয়দীপ বাড়িতে জানিয়েছিলেন বলে দাবি বাবা বংশীলাল ঘোষের। তিনি বলছেন, হস্টেলে খারাপ ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রটির যাতে ভাল চিকিৎসা হয়, তার জন্য হাসপাতালেও নিয়েছিলেন জয়দীপ। বাবার সঙ্গে নিয়মিত কথা হত ছেলের। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চান বলেও বাবাকে জানিয়েছিলেন জয়দীপ। গত ১৭ আগস্ট কেতুগ্রামের বাড়িতে ফিরেছিলেন। কিন্তু ১৮ আগস্টও ফের কলকাতায় ফিরে আসেন। কারণ সংবাদমাধ্যম মারফত তিনি জানতে পারেন, পুলিশ তাঁকে ডাকতে পারে। এরপর ১৯ আগস্ট রাতে ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানতে পারেন বংশীলাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ছেলে কোনওভাবেই এধরনের কাজে যুক্ত থাকতে পারে না। আর যদি সত্যিই যোগসাজশের প্রমাণ মেলে তাহলে ছেলের কড়া শাস্তি হোক। জয়দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাদবপুর এলাকার বিক্রমগড়ে ভাড়া থাকা সত্ত্বেও হস্টেলে বেআইনিভাবে প্রায়শই থাকত সে । ঘটনার রাতে নিজেই কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গেট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ। রাতে হস্টেলে ঢুকতে দেওয়া হয় পুলিশকেও। জয়দীপের গ্রেফতারের পর যাদবপুরকাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে হেনস্তা করা হয়েছিল। সেই সময় জয়দীপ ঘোষ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এমনকী, ছাত্র আন্দোলনের একেবারে সামনের সারির সদস্য ছিলেন তিনি। এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য প্রাক্তনী জয়দীপের আনাগোনা ছিল হস্টেলেও। তবে কি সত্যিই পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত শান্তশিষ্ট জয়দীপ? উত্তর খুঁজছে কেতুগ্রামের কাঁদরা এলাকার বাসিন্দারা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনির্দিষ্টাকালের জন্য বন্ধ অমরনাথ যাত্রা!

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাস্তার হাল বেহাল। অনন্তনাগ জেলার পহলগাম এবং গন্দারবল জেলার বলতালের রাস্তা দিয়ে আর অমরনাথের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই কারণে আগামী ২৩ আগস্ট থেকে সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকবে এই রুটের অমরনাথ যাত্রা।

চলতি বছর গত পয়লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল এবারের অমরনাথ যাত্রা। ৬২ দিনের দীর্ঘ এই যাত্রা আগামী ৩১ আগস্ট চাদি মোবারক দিয়ে শেষ হওয়ার কথা। যে রাস্তা দু’টি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই রাস্তা দিয়েই চাদি মোবারক পালনে এগিয়ে যান পূণ্যার্থীরা। কিন্তু ২৩ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পথ বন্ধ থাকবে বলে পহলগামের অন্য রুট ধরে সেই যাত্রা সম্পন্ন হবে। অমরনাথ শ্রিন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, লাগাতার বৃষ্টি আর দুর্যোগে ওই দুই রুটের রাস্তার অবস্থা বেহাল। ফলে ওই পথ ধরে তীর্থযাত্রীরা এগোলে, তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। সে কারণেই অতি তপরতার সঙ্গে ওই রাস্তা মেরামতির দায়িত্ব নিয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তাই আগেভাগেই যাত্রীদের এই পথ বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া হল। চলতি বছর ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ ৪০ হাজারেরও তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেন। তবে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে লাগাতার প্রবল বর্ষণের কারণে বহু পূণ্যার্থী গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। এমনকী রাস্তায় ধস নামার কারণে প্রাণও হারিয়েছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে তাই যাত্রার শেষে আর তীর্থযাত্রীদের নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না কর্তৃপক্ষ।

ভাইজ্যাকে ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু

মৃতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ দক্ষিণ কলকাতার এক কিশোরী নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়েছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের ভাইজ্যাকে। সেখানেই বেসরকারি হস্টেলে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় তার। ১৭ বছরের রীতিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা শুকদেব সাহা। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গিয়েছিলেন রীতির নেতাজি নগরের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখা করেন রীতির বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রীতির বাবার ফোনে কথা বলিয়েছিলেন তিনি। ফোনে সহযোগিতার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রীতির বাবা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন রীতি সাহার বাবা। অরূপ বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন। মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা অভিযোগ জানান তিনি। এই ফোনের বিষয়ে রীতির বাবা শুকদেব বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য সরকারে তরফে তদন্ত

করানোর কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন বলে আমার বিশ্বাস। মেয়ের রহস্যমৃত্যু নিয়ে তিনি বলেছেন, আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। খুন করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। কে বা কারা কেন খুন করল তা আমি জানতে চাই। এর বিচার চাইছি। রীতি সাহার বাবার সঙ্গে দেখা করে অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, হস্টেলগুলোতে অরাজকতা চলছে। মেধাবী পড়ুয়ারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা মেয়ে কত আশা নিয়ে পড়তে গিয়েছিল। তাঁকে খুন করা হয়েছে। এর জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হতে হল। এর বিচার চাই। আমরা সমস্ত সহযোগিতা করব। আমাদের সরকারও ব্যবস্থা নেবে।

আমেরিকায় চিকিৎসা সেরে কলকাতায় অভিষেক, বিমানবন্দরে বাবার সঙ্গে দেখা গেল আজানিয়াকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে এলেন তৃণমূল নেতা তথা সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের চিকিৎসা করাতে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। এদিন কলকাতা ফিরলেন তিনি। রবিবার সন্ধ্যেয় কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন। সঙ্গে দেখা গেল মেয়ে আজানিয়াকে। ২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। চোখে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই চিকিৎসা চলছে বিদেশে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বাল্টিমোরের হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সেসময়ও তিনি প্রায় ২৫ দিন ছিলেন আমেরিকায়। চলতি বছর ২৭ জুলাই সস্ত্রীক দুবাইয়ে রওনা দেন অভিষেক। সেখান থেকে আমেরিকা যান তিনি চিকিৎসার জন্য। সেখানে থাকাকালীন একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন

অভিষেক। চিকিৎসা সেরে রবিবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে নামলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে ছিল কালো টি শার্ট। মেয়ে আজানিয়ার হাত ধরে বিমানবন্দরের বাইরে দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। হাত দেখিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভাল আছেন। তবে যাদবপুর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। তাঁর এই বিদেশ যাওয়া নিয়ে বিরোধিরা কম আলোচনা করেন নি। এদিন অবশ্য তাদের কাউকেই সেই ভাবে কোনও মন্তব্য করতে দেখা গেল না। তবে তাঁকে যে এই নিয়ে শুনতে হবে তা তিনিও ভালো করে জানেন। বিজেপি কোনও ভাবেই তাঁকে বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুকথা না শুনিয়ে থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত সমালোচনা তো করেই তার ওপরে রাজনৈতিক ভাবে তাদের বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তবে তা উত্তর অবশ্য তারা দুজনেই দেন। দলের তরফে তাদের মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়। এদিন বিমানবন্দরে দলের তেমন লোককে দেখা যায়নি, তবে তাঁর বেশ কিছু ঘনিষ্টরা ছিলেন।

ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ ছাত্রমৃত্যু নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হল অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য। গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বুদ্ধদেব সাহুকে অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শনিবার রাতেই রাজভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিঃদুমাত্র আলোচনা না করেই এভাবে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করেনি রাজ্য সরকার। এই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য। সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। গত ৯ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে বাংলা প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য। পুলিশ তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ছাত্র ও প্রাক্তনী-সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। নেপথ্য উঠে আসছে হস্টেলের র‍্যাগিং তত্ত্ব। এই পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহেই রাজভবনে ডেকে যাদবপুরের সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনঃদ বোস। আর তারপর শনিবার গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাহুকে তিনি অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন। নির্দেশ পেয়ে দায়িত্ব বুঝে নিতে রবিবারই ক্যাম্পাসে পৌঁছে যান বুদ্ধদেব সাহু। জানান, সংকটকালে দায় নেওয়াটাও কর্তব্য এবং তিনি সবদিক দেখেশুনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে কাজ করবেন। তবে বুদ্ধদেব সাহুর এভাবে নিয়োগ নিয়ে ফের রাজভবনের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারের। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। সোমবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হতে পারে। এনিয়ে সদ্য নিযুক্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাহু সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল’-কে প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানিয়েছেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। কিছু বলবও না। কারণ, আমার নিয়োগকর্তা মাননীয় আচার্য অর্থা রাজ্যপাল। যদি সেই নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাতে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়োগ কর্তাই নেবেন। আমি কাজে যোগ দেব, যেমন কথা আছে। সোমবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে তার প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার যদি কারোও কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে তার ফল ভোগার জন্যও তৈরি থাকা উচিত সকলের। একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ুর অভিনেতা-বিধায়ক এস ভে শেখরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় মহিলা সাংবাদিকদের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৮ সালের ১৯ এপ্রিল ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন তিনি। মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছিল ওই পোস্টে। মামলা চলাকালীন মাদ্রাজ হাই কোর্টের তরফে বলা হয়েছিল, অভিনেতা-বিধায়কের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করা যাবে না। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দারস্থ হন এস ভে শেখর। শুনানির সময়ে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, ঘটনার দিন চোখে ওষুধ দিয়েছিলেন তাঁর মক্কেল। সেই জন্যই ওই পোস্টে কী লেখা আছে সেটা না দেখেই শেয়ার করে ফেলেছিলেন।

আইনজীবী আরও দাবি করেন, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিতর্কিত পোস্টটি সরিয়ে ফেলেন অভিনেতা-বিধায়ক। তার দু’দিন পর চিঠি লিখে মহিলা সাংবাদিক ও মিডিয়ার প্রত্যেকের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। মাদ্রাজ হাই কোর্টেও একই সওয়াল করেছিলেন শেখরের আইনজীবী। তবে আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। এখানে পোস্ট করার অর্থ ধনুক থেকে তির বেরিয়ে যাওয়া। তাই সচেতনভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা দরকার।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কমল, বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ জন। শবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৬৮ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,২০৬জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ২২,৯৪০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ৭৩৮ জন করোনার টিকা নেওয়ায় কোভিডে টিকা প্রাপকের সংখ্যা বো ২২০,৬৭,৬১,০৯৪-তে পৌঁছেছে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক রাজীব, টুইটে দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ রাজীব গান্ধীই ভারতে তথ্য ও প্রযুক্তির বিপ্লব এনেছিলেন। তিনিই হলেন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে এই বার্তাই টুইট করলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে । তিনি বলেন, রাজীব ছিলেন ভারত মায়ের মহান সন্তান। দেশের অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগানো প্রকৃত নেতা। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মুখ হিসেবে তুলে ধরে বিজেপি। এদিনের মন্তব্যে কার্যত সেই দাবিকেই খণ্ডন করলেন খাড়গে। রবিবার ছিল রাজীব গান্ধীর ৭৯তম জন্মদিন। এদিন সকালে দিল্লিতে রাজীবের সমাধি বীরভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজীব-পত্নী সনিয়া গান্ধী ও মেয়ে প্রিয়ঙ্কা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। অন্যদিকে লে-তে রাজীবের জন্মদিন পালন করেছেন পুত্র কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সকালেই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেন খাড়গে। সেখানেই রাজীবকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক বলেন তিনি।

খাড়গে লেখেন, রাজীব গান্ধী ছিলেন ভারত মায়ের মহান সন্তান। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন, যিনি লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন। আজ সম্ভাবনা দিবসে তাঁর বিশাল

অবদানকে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক। কারণ তা একুশ শতকের ভারতকে চালিত করেছিল। এর পরেই কংগ্রেস সভাপতি লেখেন, তিনি দেশে টেলিকম এবং আইটি বিপ্লব এনেছিলেন। কার্যত রাজীবকেই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক হিসেবে তুলে ধরেন খাড়গে। উল্লেখ্য, গেরুয়া শিবির মোদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার জনক হিসেবে তুলে ধরে। ২০১৫ সালে ডিজিটাল ইন্ডিয়া নামে একটি সরকারি প্রকল্পও চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যদিকে রাজীবের আমলেই টেকনোলজি মিশন তৈরি করেছিল দেশ। সেই সময়েই দেশে টেলিফানের এসটিডি এবং আইএসডি (ইংটারন্যাশনাল ট্রাঙ্ক ডায়ালিং) চালু হয়। চালু হয় পাবলিক কল অফিস। যদিও নিজের টুইটে বিজেপি বা মোদিকে আক্রমণ করেননি কংগ্রস সভাপতি। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজীবের অবদান তুলে ধরেন তিনি। উলটো দিকে এখনও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেনি গেরুয়া শিবির।

রাজ্য সরকার মূলত রাজ্যের জনঘনত্বের নিরিখে জেলার সংখ্যা বাড়াতে চাইছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার মূলত রাজ্যের জনঘনত্বের নিরিখে জেলার সংখ্যা বাড়াতে চাইছে। চলতি মাসে হওয়া শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে জনবিন্যাস সহ অনেক গুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করতে একটি মন্ত্রী গোষ্ঠী গঠন করেছেন। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ওই মন্ত্রী গোষ্ঠীতে রয়েছেন । তাঁরা আঞ্চলিক আবেগ, জনবিন্যাস, স্থানীয় ইস্যু-সহ একাধিক বিষয়ের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট তৈরি করবে । মন্ত্রী-গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করেছেন। যার ভিত্তিতে বীরভূম ও হাওড়ার বড় জেলাগুলিকে বিভাজিত করা হতে পারে । যতদূর জানা যাচ্ছে, এই মন্ত্রী-গোষ্ঠী কমপক্ষে ১০ থেকে ১২টি জেলা বৃদ্ধির পক্ষে । সেক্ষেত্রে কোন কোন জেলা বিভাজিত হয়ে এই নতুন জেলা হতে পারে তার একটা খসড়া তাঁরা প্রস্তুত করছেন। মন্ত্রী-গোষ্ঠী জেলা বিন্যাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে । তাই এখন অপেক্ষা ছাড়া কিছুই নেই।

লাদাখে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। গত শনিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা শোকার্ত করেছে গোটা দেশবাসীকে। শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

পাকিস্তানে বাস ও পণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের পিন্ডি ভাট্টিয়ানের কাছে ফয়সালাবাদ মোটরওয়েতে করাচি থেকে ইসলামাবাদে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে পণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। পণ্যবাহী গাড়ির মধ্যে ডিজেল ড্রাম ছিল। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে।জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আহতদের পিন্ডি ভাট্টিয়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের পরপরই বাসটিতে আগুন ধরে যায়। আশপাশের লোকজন বাসের জানালা ভেঙে যাত্রীদের নামানোর চেষ্টা করে। দুর্ঘটনায় উভয় গাড়ির চালকও নিহত হয়েছেন।

গোরখপুরে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ

গোরখপুর, ২০ আগস্টঃ উত্তরপ্রদেশের সহজনওয়ান থানা এলাকার বড়াইপাড় গ্রামে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ। গত শনিবার রাতে আতশবাজির কারখানায় হঠাই এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে কারখানার আশপাশে এলাকা কেঁপে ওঠে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে কারখানাটি ধবংসস্তূপে পরিণত হয়। তবে বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের বা আহত হওয়ার খবর নেই। দমকলের কর্মীরা এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।কারখানার পাশেই একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার রয়েছে বলে জানান গ্রামবাসী। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা কারখানার বাইরে ছিলেন তাই বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ অফিসার সাহানজাওয়ান মহেন্দ্র মিশ্র বলেন, কারখানার মালিক ইমতিয়াজের কাছে আতশবাজি তৈরির লাইসেন্স রয়েছে। দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এন্টি ড্রাগ স্কোয়াড গড়ার আহ্বান

বিলোনিয়া, ২০ আগস্ট ঃ নেশার বাড়বাড়ন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা জুড়ে। নেশার কড়াল গ্রাসে আতলে তলিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়ার যুবসমাজ। নেশা মুক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা গড়তে এগিয়ে এল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি । এমর্মে প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক হল দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়ার পিতাস কালিবাড়ির মুক্তমঞ্চে।বৈঠকে আগত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ সংস্কারকরা তাদের আলোচনায় নেশা মুক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান রাখেন। এই বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার মিহির ভট্টাচার্য বলেন নেশার অতলে তলিয়ে যাওয়া যুবসমাজকে রক্ষা করতে সমাজের সকল অংশের নাগরিককে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।শুধু পুলিশ প্রশাসনের উপর তাকিয়ে থাকলে কিছুতেই এই নেশা থেকে রক্ষা পাবে না দক্ষিণ জেলার মানুষ। এলাকায় এলাকায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নেশা সেবনকারী ও নেশা বিক্রেতাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এই এন্টি ড্রাগ স্কোয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে । আগামী দিন দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়াকে নেশা মুক্ত

রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি ট্যুইট করে রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ট্যুইট করে লেখেন, আমি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।এছাড়াও রবিবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি'র সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও অন্যান্য নেতারা।

আম আদমি পার্টি নিশ্চয়তা দেয়, তা পূরণও করেঃভগবন্ত মান

রায়পুর, ২০আগস্ট ঃ আম আদমি পার্টি নিশ্চয়তা দেয় এবং তা পূরণও করে। জোর দিয়ে বললেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা ভগবন্ত মান। শনিবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে টাউনহলের এক কর্মসূচিতে তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দল ইশতেহার জারি করে। এক পক্ষ ১ লক্ষ চাকরি লিখলে, অন্য দল উল্লেখ করে ২ লক্ষ। একটি দল ইশতেহারে ৫ কেজি দরে চাল দেওয়ার কথা বলে এবং অন্য পক্ষ লেখে ৪ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে। কিন্তু, আপ ইশতেহার জারি করে না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় না। আপ গ্যারান্টি দেয়, যা পূরণও করে।পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান আরও বলেছেন, পাঞ্জাবে আপ-এর গ্যারান্টি পূরণ হয়েছে। কর্মসংস্থানের নিশ্চযতায়, পাঞ্জাবে ৩১,৯১০ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। ফ্রি বিদ্যুতের নিশ্চযতাই বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দেয়, এখানেও শূন্য বিদ্যু বিল আসবে। পাঞ্জাবের ৯০ শতাংশ মানুষের বিল শূন্য হয়ে গেছে।

বামপন্থীদের বিরোধিতা ও সিদ্ধার্থ রায়ের স্তুতি তথাগতের টুইটে

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ ফের চরম বামপন্থীদের বিরোধিতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সমর্থন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।গত শনিবার টুটারে তিনি লেখেন, 'স পথে উপার্জন করলে বুর্জোয়া', এই বিষ বাঙালিদের মধ্যে কমিউনিস্টরা ঢুকিয়েছে, এই জাতীর উন্নতি কীভাবে হবে?শুধু রাজ্যপালের বিলাসিতা শুনে জিহাদিদের মাথার শিরা দপ দপ করতে আরম্ভ করেছে !আমরা এত চটি চাটলাম, এত খুনখারাপি করলাম, প্রাপ্তি শুধু সন্ধ্যেবেলা একটা চোলাইয়ের পাউচ ! বেকার বলে মেয়েগুলো পর্যন্ত কাছে ঘেঁষে না!দু'দিন বাদে যখন লিভার পচে বুড়িয়ে যাব তখন কি হবে ?নকশালমাওবাদীরা একটা গৃহযুদ্ধ লাগাতে চাইছিল। খুন যারা হয়েছে তাদের মধ্যে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল, তাদের নিজেদের লোক ছিল, সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছাপোষা লোক, যেমন ইস্কুলমাস্টার, মাঝারি চাষি, এরাও ছিল। এরকম উপাতকে নির্মমভাবে নিকেশ করতে হয়, শুচিবায়ুর জায়গা নেই।আহা, আমি তো সিদ্ধার্থ রায়কে মহাপুরুষ প্রমাণ করতে বসিনি ! তার নকশাল দমনের উপায়টা সঠিক ছিল, এটুকুই বক্তব্য। শিখহত্যায় ওর কোন হাত ছিল এমন আমি শুনি নি, তবে শাহ বানু কেসের রায় উল্টে দেবার জন্য আইন করার পরামর্শ ওরই।

মর্মান্তিক ! চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ল রুশ মহাকাশযান লুনা-২৫

মস্কো, ২০ আগস্ট ঃ আর এক ধাপ পেরোলেই চাঁদ ধরে ফেলত নিশ্চিত। তবে চাঁদের একেবারে কাছাকাছি গিয়েও শেষ রক্ষা হল না রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-২৫-এর। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভেঙে পড়ল রুশ মহাকাশযান লুনা-২৫

।বেশি তাড়াহুড়োতে গতি বাড়াতে গিয়েই বাড়ল বিপদ। চাঁদের শেষ কক্ষপথেই থমকে থেমে গেল রুশ চন্দ্রযান লুনা-২৫। রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শেষ মুহূর্তে লুনায় যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। অবশেষে রবিবারই চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ল লুনা-২৫। , সোমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে লুনার নামার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটল এই ঘটনা ।রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আজ।

ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট

নয়াদিল্লি,২০আগষ্টঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিককে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএসআইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি। এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

ত্রিপুরার উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার মহারাজাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ আগস্ট ঃ গত শনিবার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মনের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয় গোটা রাজ্যে। আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম চৌমুহনীতে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মনের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে মহারাজাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে এই সরকার। তাদের অবদান জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে পরিচিত বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী দিনকে আগেই সরকারী ছুটি ঘোষনা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজ এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরে প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছু দিন পূর্বে কামান চৌমুহনী সংলগ্ন এই এলাকাটিতে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়।মহারাজার আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা বিম্বিস্বার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

লাদাখে দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাদাখে সেনা জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। শনিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডল থেকে এ নিয়ে টুইট করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং,কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, প্রমুখ। মৃত জওয়ানদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা শোক প্রকাশ করেছেন তাঁরা।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে প।ছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।
অন্যদিকে লাদাখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ভারতীয় সেনার একটি গাড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার জেরে ৯ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই টুইটে শোকপ্রকাশ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।তিনি টুইটে লিখেছেন, লাদাখে দুর্ঘটনার জেরে ভারতীয় সেনার জওয়ানদের মৃত্যুতে দু ঃখিত। দেশের প্রতি এই জওয়ানদের সেবা কখনও ভুলব না। সাহসীদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আহতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনার একটি ট্রাক পাহা।ি রাস্তায় যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গভীর খাতে প।ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটিতে এক আধিকারিক-সহ মোট ১০ জন জওয়ান ছিলেন। ওই আধিকারিক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লেহ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। কিয়ারি নামের একটি জায়গায়। যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, সেটা আসলে সেনা কনভয়ের অংশ ছিল। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

সংশোধিত পণ্য ও পরিষেবা কর বিল-সহ দু''টি বিলে অনুমোদন রাষ্ট্রপতির, পরিণত হল আইনে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার সংশোধিত কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর বিল, ২০২৩ এবং সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর বিল ২০২৩-এর অনুমোদন দিয়েছেন। সম্প্রতি সংসদে এই দু''টি বিল অনুমোদিত হয়।কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর (সংশোধন) বিল, ২০২৩ আসলে কেন্দ্রীয়. পণ্য ও পরিষেবা কর আইন ২০১৭ সংশোধন করেছে, অন্যদিকে, সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর (সংশোধন) বিল, ২০২৩, সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর আইন ২০১৭-কে সংশোধন করবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর এই দু''টি বিল আইনে পরিণত হয়েছে।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে জঙ্গি হামলায় ১১ শ্রমিক নিহত, খাইবারে দুই সন্ত্রাসবাদী নিহত

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায়. ১১ শ্রমিক নিহত ও দুজন আহত হয়েছে। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, একটি ভ্যানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জেলা প্রশাসক রেহান গুল খট্টকের জানিয়েছেন, ভ্যানটি শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। পথে জঙ্গিরা ভ্যানটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এ হামলায় ১১ জন শ্রমিক প্রাণ হারান। আহত দুই শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই শ্রমিকরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তহসিল মাকিন ও ওয়ানার বাসিন্দা।রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজাউরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের পর এই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ২৩ শিশুসহ কমপক্ষে ৬৩ জন নিহত এবং ২০০ জনের বেশি আহত হয়। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট।

আবগারি দফতরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার, গ্রেফতার ৬

রাঁচি, ২০ আগস্ট ঃ আবগারি দফতর অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করেছে। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, আবগারি দফতরের একটি দল রাঁচির তাতিসিলওয়ে, কাঁকে এবং জগন্নাথপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ উদ্ধার করেছে। মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা বেআইনি মদের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। আবগারি বিভাগ অভিযান চালিয়ে ৬০০ লিটার অবৈধ মদ, ১২০০০ কেজি জাওয়া মহুয়া, ২৪৩ লিটার বিদেশী মদ, বিপুল পরিমাণ কর্ক, ঢাকনা এবং বিদেশী মদের খালি বোতল উদ্ধার করেছে।আবগারি দফতর তাতিসিলওয়ে থানার অন্তর্গত হোরাবেতে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে। কাঁকে থানার আইটিবিপি রিং রোডে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সাহু হোটেল, জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত বস্কো নগর এবং জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত প্রেমনগর সিং মোড়ে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে।আবগারি দফতরের এক কর্মকর্তা ললিত সোরেন রবিবার জানান, পণ্য সহকারী কমিশনারের নির্দেশে শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়।

দখল বিরোধী অভিযান চালিয়ে পুলিশ দিল্লির রানি ঝাঁসী রোডে দুটি উপাসনালয়ের দেওয়াল ভাঙে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ দখল বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে গণপূর্ত দফতর রবিবার পিপলেশ্বর হনুমান মন্দির এবং মামু-ভাঞ্জে মাজারের সামনের দেওয়াল ভাঙে। জাতীয় রাজধানীর ঝান্ডেওয়ালা এলাকার রানী ঝাঁসী রোডে এই দখল বিরোধী অভিযানটি চালানো হয়।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে এই অভিযান চালানো হয়। রাস্তা প্রশস্ত করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযান চালানোর সময় পুলিশ রানি ঝাঁসী মার্গে ঝান্ডেওয়ালা মাতার মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।প্রত্যক্ষদর্শীদের জানিয়েছে, গণপূর্ত দফতরের জেসিবি সহ প্রচুর সংখ্যক পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মী সকাল ৪টে নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে দখল অভিযান শুরু করে।প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলে দখল বিরোধী অভিযান। এই রুট সাধারণত খুব ব্যস্ত। এই দুটি উপাসনালয়ের কাছে অবৈধ নির্মাণের ফলে সন্ধ্যায় এই এলাকায় ট্র্যাফিক পরিচালনা করা দিল্লি পুলিশের কাছে খুবই দুরূহ হয়ে উঠেছিল।

বৃষ্টির ফলে আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠেছে

জয়পুর, ২০ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা। রবিবার সকাল থেকে হালকা বৃষ্টিতে জয়পুরের আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। গত শনিবার থেকে মৌসুমী বায়ু. আবার সক্রিয় হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২০ এবং ২১ আগস্ট পর্যন্ত যোধপুরের বিভিন্ন জায়গায়

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১আগষ্টঃসোমবার, ৩ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্না পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৬৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনি বার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৬মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃচাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।।
বৃষভ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্হ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।।
মিথুন রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জ।য়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার আবেগ নিযন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা
সিংহ রাশিঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। যারা আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তাদের আজ যে
কন্যা রাশিঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয়
তুলা রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় .করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি দু ঃখিত হবেন।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্টট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। সংসারে শান্তি আসবে।
ধনু রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আজ, আপনার এক ভাইবোন আপনার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন।
মকর রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে
কুম্ভ রাশিঃ আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে
মীন রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে-

উত্তরপাড়ায় কিশান কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রয়াত ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মদিন পালন ও পথসভা

বনস্পতি দে, উত্তরপা।। হুগলি, ২০ আগস্ট ঃ রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মদিন পালন করলো উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কিশান কংগ্রেস। রবিবার সকালে উত্তরপাড়ায় কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ফটোতে মাল্যদান করা হয়. এরপর ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর ফটোতে মাল্যদান করা হয় কিষাণ কংগ্রেসের উদ্যোগে পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্তরপাড়ার রাস্তায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় এবং রাজীব গান্ধী দেশের জন্য কি কি উন্নয়ন করেছেন সেইসব নিয়ে কিশান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় উত্তরপাড়ার মাখলা বি।লা মোরে টাউন কিশান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পথসভা হয় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিশান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস রাজ্য কিষান কংগ্রেসের সহ সভাপতি গোপাল দে রাজ্য কিষাণ

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজি দেব উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কিশান কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সৌরভ ঘোষ কংগ্রেস নেতা রনেন্দ্রনাথ দত্ত সুবীর মুখার্জি সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ব। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেশের জন্য কি কি কাজ করেছিলেন সেসব নিয়ে. বক্তারা বক্তব্য রাখেন। রাজ্য কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস বলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মদিন পালন করলাম প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী পালন করলেন রাজীব গান্ধীর জন্মদিন সারা পশ্চিমবঙ্গে পালন করা হচ্ছে রাজীব গান্ধীর ৭৯ তম জন্মদিন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেশের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন ১৮ বছর হলেই এখন ভোট দিতে পারা যাচ্ছে এটা রাজীব গান্ধীর অবদান ২১ বছর বয়সে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া যাচ্ছে এটাও রাজীব গান্ধীর অবদান তিনি পঞ্চায়েতি রাজ গড়ে তুলেছিলেন। এখন মোবাইল ফোনের এত রমরমা ২জি ৪জি ৫জি এইসব যেটা বেরোচ্ছে বা বেরিয়েছে এন্ড্রয়েড় মোবাইল ফোনের জনক প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদান এটা আমাদের সবার মনে থাকবে তিনি সারা ভারতবাসীর অন্তরে আছেন তিনি অমর হয়ে আছেন তিনি বেঁচে থাকলে দেশের মধ্যে এত সমস্যা হতো না তার দেখানো পথেই এখন সেই পথ দিয়ে সবকিছু চলছে।

বনগাঁয় স্ত্রীকে খুন করে আত্মসমর্পণ চিকিৎসকের

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ২০ আগস্ট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চায় স্ত্রীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন চিকিৎসক। রবিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রত্নতমা দে। উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জের বাসিন্দা তিনি। দু বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডবঘটার বাসিন্দা অরিন্দম বালার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। পেশায় চিকিৎসক অরিন্দম। এসএসকেএমে এম.ডি করছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকেই বনিবনা ছিল না অরিন্দম ও রত্নতমার মধ্যে। অশান্তি লেগেই থাকত। একপর্যায়ে বাপের বাড়িতে চলে যান বধূ। শনিবার রাতে অরিন্দম বালা তাঁর স্ত্রী রত্নতমাকে নিয়ে বাড়িতে ফেরে।

হাওড়া শাখায় রবিবার বাতিল ১৪ টি লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্ত, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ রবিবার হাওড়া ডিভিশনে ১৪টি লোকাল ট্রেন বাতিল ছিল। ট্রেন পরিচালনায় ট্র্যাক, সিগন্যাল, ওভারহেড ইলেকট্রিফিকেশন সহ একাধিক ক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার ওই ডিভিশনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির জরুরি মেরামতির কাজ চলে। রেল সূত্রের দাবি, ধারাবাহিক এই সংস্কার কাজ চালানো হলে ট্রেন পরিষেবা আরও মসৃণ হবে। যার জেরে ট্রেন লেট হওয়ার হার কমবে। ট্রেনের সার্বিক সময়ানুবর্তিতার উন্নতি হবে। এই কাজের জন্য লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখতে হয়। যার জেরে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া, খানা-গুমানি সেকশনে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। বাতিল ট্রেনগুলির নম্বর হল - হাওড়া থেকে ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৭৮২৭ ও ৩৭৬১১। বর্ধমান থেকে ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪, ৩৭৮৪২ এবং ০৩৫১৫। ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৫৩৬ ও ৩৭৫৩৮। নৈহাটি থেকে ৩৭৫৩৫ ও ৩৭৫৩৭। পান্ডুয়া থেকে ৩৭৬১২ এবং আসানসোল থেকে ০৩৫১৪।

বকুলতলা থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ভারসাম্য হীন এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা, ২০ আগস্ট ঃ বৃকুলতলা থানার পুলিশের তপরতায় লোকালের হাট থেকে উদ্ধার মানসিক ভারসাম্যহীন উওরপ্রদেশের এক যুবককে রবিবার তুলে দেওয়া হলো পরিবারের হাতে।উওর প্রদেশ রাজ্যের সীতাপুর জেলার রামপুর মথুরা থানার সহেরি গ্রামের গরীব কৃষক বাবুরামের একমাএ ছেলে ওংকার বা।ি থেকে বেরিয়ে লখনউ তে ওষুধ কিনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় আ।।ই বছর আগে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ও খুঁজে না পেয়ে স্থানীয় চাঁদপুর চৌকিতে অভিযোগ জানায় বাবুরাম।এদিকে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে ঘুরে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে মানসিক ভারসাম্য হীন ২৫ বছরের ঐ যুবক ওংকার।এদিকে এত বছর ধরে তাদের একমাত্র ছেলেকে না পেয়ে প্রায় আসা ছেড়ে দিয়েছিলো ঐ যুবকের বাবা বাবুরাম। এদিকে গত শুক্রবার বকুলতলা থানার বাইশহাটার লোকালের হাটে এক যুবককে ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে কথায় অসংলগ্ন থাকায় তাঁরা বকুলতলা থানায় খবর দেয়।আর বকুলতলা থানায় নিয়ে এসে ঐ ভারসাম্য হীন যুবককে ক্রমাগত জিজ্ঞেসাবাদ করে উওরপ্রদেশের রামপুর মথুরা ও সহেরি গ্রামের সন্ধান পেয়ে সেখান কার থানার সাথে যোগাযোগ করেন বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল। আর তাঁর পর ওখানকার থানা মারফত খবর পেয়ে রবিবার বিকালে ঐ মানসিক ভারসাম্য হীন যুবকের বাবা ও দুজন প্রতিবেশী আসে ঐ যুবককে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আর রবিবার বকুলতলা থানায় দাঁড়িয়ে ঐ যুবকের বাবা বাবুরাম তাঁর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়নে।তিনি এদিন তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বকুলতলা থানার ওসি সহ সকল পুলিশ কর্মীকে ধন্যবাদ জানান। আর এদিন তাঁরা তাদের ছেলেকে নিয়ে উওরপ্রদেশের দিকে রওনা দেন।

হাওড়ার দাসনগরে মন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ হাওড়ার দাসনগরে মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটলো। জানা গেছে, ওই মন্দিরের প্রণামী বাক্স থেকে টাকাপয়সা চুরি হয়। হাওড়ার দাশনগরের ছোট মাঠের পাশেই রয়েছে ওই মন্দির। যার পরিচালনা করে স্থানীয় একটি ক্লাব। শনিবার গভীর রাতে দুস্কৃতীরা ওই মন্দিরে ঢুকে প্রণামী বাক্সের সব নগদ টাকা চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মন্দির কমিটির এক সদস্য জানান, রবিবার সকালে বাচ্চারা মন্দিরের বাইরে বসেছিল। আমরা পাম্প চালানোর জন্য মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে দেখি মন্দিরের গেট বন্ধ আছে কিন্তু তালা খোলা। সন্দেহ হতে ভিতরে ঢুকে দেখি প্রণামী বাক্স নেই। তারপর প্রনামী বাক্স খুঁজতে শুরু করি। তারপর কিছুটা দূরে প্রণামী বাক্স খুঁজে পাই। দেখি সেখান থেকে সব টাকাপয়সা চুরি হয়ে গিয়েছে। তখন আমরা মঃদরের সবাইকে পুরো বিষয়টি জানাই। আরেক সদস্য জানান, এদিন সকাল সড়ে ৬টা নাগাদ দেখি মন্দির বন্ধ। কিন্তু গেটে তালা নেই। সন্দেহ হওয়ায় মন্দির খুলতেই দেখা গেল প্রণামীর বাক্স নেই। এরপর সেটা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বাক্সে প্রণামীর টাকাপয়সা চুরি গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রণামী বাক্সের কত টাকা চুরি হয়েছে তা জানা যায়নি। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নরেন্দ্রপুরে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ, হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন

দুরন্ত বার্তা, নরেন্দ্রপুর, ২০ আগস্ট ঃ মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ। রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে উদ্ধার রক্তমাখা হাতুড়িও। ইতিমধ্যে হাতুড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মাথায় হাতুড়ি জাতীয় জিনিস দিয়ে মারার আঘাতের চিহ্ন আছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরে ঃদ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরপুরের বাসিন্দা সুফল নস্কর। শনিবার দুপুরে তিনি জমিতে সার দেওয়ার কাজ করছিলেন। এলাকার অনেক বাসিন্দাই তাকে জমিতে সার দিতে দেখেন। তারপরেই তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।পরিবারের লোকের দাবি জায়গা জমি সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। বিষয়টি পঞ্চায়েতে বসে মিটমাট করারও চেষ্টা করা হয়। তারমধ্যেই এই খুনের ঘটনা। প্রতিবেশী যাদের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা তারাই এই খুনের ঘটনার সাথে যুক্ত বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। ভ্যাপসা গরমে বাড়বে ভোগান্তি। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আপাতত নেই। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী দুই দিন চরমে উঠবে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা বদলের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই। শহর কলকাতার তাপমাত্রা রবিবার থাকতে পারে ৩৩ ডিগ্রি থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি এবং রবিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ রয়েছে সর্বাধিক ৯৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতাংশ। রবিবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এদিন নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকার জন্য আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কম। তবে মঙ্গলবার থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই সময় কলকাতাতেও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। এদিকে একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টিপাতের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছে সেই সময় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৩ থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় থাকবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।২২ থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২২ অগাস্ট ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে।

রামপুরহাট ও চতরার মধ্যে নন-ইন্টারলকিং কাজ পুরোদমে চলছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ সাহিবগঞ্জ লুপ হয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গউত্তর-পূর্ব রাজ্যের পাশাপাশি বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে সংযোগকারী রেলপথের সংযোগে গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য, রামপুরহাট ও চত্রার মধ্যে তৃতীয় লাইন চালু করার ক্ষেত্রে নন ইন্টারলকিং কাজ। পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮.৮.২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে।১৮.৮.২০২৩ তারিখে প্রাক-নন-হন্ট।রলকিং কাজ শুরু হওয়ায় ওই দিনই স্বাধীনপুরের দুটি ক্রসিং পয়েন্ট ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর পাশাপাশি সেখানে ট্র্যাকশন পরিবর্তনের কাজও করা হয়েছে। তদুপরি, এই উন্নয়ন কাজের জন্য ট্রাফিক ব্লকের ছায়ায়, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজ যেমন লাইন ট্যাম্পিং, জয়ে ঃটগুলি স্থাপন এবং ঢালাই, আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা, ড্রেসিং এবং ট্র্যাকের ব্যালাস্টিং সহ বিভিন্ন এলাকায় সম্পাদিত হচ্ছে। রামপুরহাট - চতরা সেকশনে ব্লক পিরিয়ডের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং যাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই ধরনের কাজের জন্য ট্রাফিক ব্লকের দিনের সংখ্যা কমানো। আনুমানিক মোট ৪৯টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং ২৫টি ট্রেন এই কাজের জন্য ডাইভার্ট করা হয়েছে যাতে বাকি অন্যান্য ট্রেনগুলি ব্লকের সময় .সেকশনের মাধ্যমে সহজেই চালানো যায়।এই ধরনের বড় উন্নয়ন কাজের প্রভাব কমাতে পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগের সু-সমন্বিত কার্যক্রম সাইটে অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্বাবধানে মোট ১৫০ জন সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং অপারেটিং বিভাগের ২৫৯ জন অন্যান্য কর্মী এবং অন্যান্য বিভাগের অনুরূপ জনবল এই কাজের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। ডিআরএমহাওড়া ক্ষেত্রটিতে কর্মরত তত্বাবধায়ক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ বজায় রাখছে যাতে কাজটি সঠিক সময়সূচী এবং সময়মতো সম্পাদন করা যায়।

জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০৬৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে

মালিগাঁও, ২০ আগস্ট ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। এই বছরের জুলাই মাসে ১০৬৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এই অর্থবর্ষে ৪৪৪৭টি পণ্যবাহী রেক এন. এফ. রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। জুলাই, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৯৮টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭৩টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, মণিপুরে ৯টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৬টি রেক এবং মিজোরামে ৭টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৬১টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতরত্ন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্মদিবস পালন

মতিযার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২০ আগস্ট ঃ ভারতরত্ন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮০তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পালিত হয় জাতীয় ও দলীয় পতাকাত্তোলন এবং শহীদবেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে। এরপর শুরু হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান। রক্তদান করলেন রাজীব অনুরাগী ৩৫ জন কংগ্রেসী সহযোদ্ধা। একবিংশ শতাব্দীর স্বপ্নদ্রষ্টা ভারতে কম্পিউটার প্রযুক্তির স্থপতি ও ভারতের নবীনতম প্রধানমন্ত্রী শহীদ বীর রাজীব গান্ধীর স্মৃতিতর্পন করলেন আজকের অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গ যথা শুভঙ্কর সরকার, শ্রীমতি কৃষ্ণা দেবনাথ, তপন আগারওয়াল, রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্যগণ, উপপ্রধান টি.কে. ২নং অঞ্চলের ওইদুর মল্লিক, ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাবিনা বেগম, মহিলা কংগ্রেসের সাবিনা পারভিন, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট প্রলয় মন্ডল, কিষাণ কংগ্রেসের জাহিদুল ইসলাম, ৫০ জন মহিলা নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য তাপস কোদালি, শ্রমিক সংগঠনের নেতা বাবলু মোল্লা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটির চেয়ারম্যান আলম দেইয়ান ও প ঃবঃ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য বিশ্বজি মেউর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সবশেষে মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফলবিতরণ করা হয়।অপরদিকে রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র শশাটি তে একটি রক্তদান শিবির ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের জয়ী ও বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। শ্যামপুর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি আতিয়ার খান মহাশয়ের নির্দেশ মতো এবং শশাটি অঞ্চল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায়।

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রেক্ষাগৃহে নদীয়া সাহিত্য উৎসবে বঙ্গরত্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয় চিত্র সাংবাদিক সৌরভ দত্তকে। উপস্থিত ছিলেন মানব মুখার্জি, শিবশঙ্কর বক্সী, সৈয়দ খায়রুল আলম,তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়। নিজস্ব চিত্র।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার

দুরন্তবার্তা, উত্তরপাড়া,২০ আগস্ট ঃ উত্তরপাড়া স্টেশনের উত্তরদিকে মাখলা ও উত্তরপাড়ার মধ্যে সংযোগকারী রেলওয়ে কালভার্টের তলায় বর্ষার জলে পূর্ণ যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে ও যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের দাবি রেলকে বলেও লাভ হচ্ছে না তারা জল সরাবার ব্যবস্থা করছে না যে পাম্প মেশিন আছে তা অকেজো রেল কর্তৃপক্ষ ঠিক করছে না সময .মতো রক্ষণাবেক্ষণ করছে না যার ফলে জল জমে রয়েছে, উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাঝে মাঝে এবং এখন কয়েকদিন পাম্প মেশিন দিয়ে জল সরিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না । স্থানীয় মানুষের অভিযোগ রেল উদাসীন তাদের দাবি যাওয়া আসার জন্য সাবওয়ে করা হোক রেলকে তারা বহুবার জানিয়েছে রেলের কোন উত্তর নেই ।কতদিন আর তারা এইভাবে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করবে রেলওয়ে কেবিন কে জানালেও তারা অতটা গুরুত্ব দেয় না বললেন স্থানীয় মানুষরা। কিছু স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের বক্তব্য রেল ঠিকমতো পাম্প মেশিন চালায .না খবর দিলেও আসে না আমরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করি কতদিন আর এইভাবে চলবে বুঝতে পারছি না অবিলম্বে রেলের আমাদের কথা ভাবা উচিত। একই কথা প্রবীণ ব্যক্তিদের এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন পুরসভা যতটা সম্ভব পাম্প মেশিন চালিয়ে জল বার করে দিচ্ছে।

মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর প্রশিক্ষন বহড়ুতে

অনির্বাণ ব্যানার্জী, বহরু, ২০ আগস্ট ঃ মেয়েদের আত্মরক্ষার দিকে নজর দিতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ হয়ে গেল রবিবার জয়নগর থানার বহড়ু গালর্স হাইস্কুলে।আলোর দিশারী সংস্থার উদ্যোগে এদিন আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয় স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের। আর এই উপলক্ষে এদিন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা, সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিহান সমীর সরদার সহ আরো অনেকে।এদিন জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা এই অনুষ্ঠানে

উপস্থিত হয়ে এই ক্যারাটে প্রশিক্ষনের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরলেন। মেয়েদের আত্মরক্ষা নিজেদের জেনে রাখা দরকার। যাতে রাস্তায় কোনো বিপদে প।লে তাঁরা ক্যারাটের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরা করতে পারেন। এদিন শিহান সমীর সরদার আত্মরক্ষার বিভিন্ন ধরনের কৌশল ছাত্রীদেরকে শেখান। আর এদিনের প্রশিক্ষনে এসে খুশি স্কুল ছাত্রীরা। ইতিমধ্যেই আলোর দিশারীর উদ্যোগে জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস ও মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয়ে আত্মরক্ষার এই প্রশিক্ষণ চলছে।আগামী দিনে দক্ষিন বারাসাত, গোচরন, বারুইপুর সহ একাধিক এলাকায় আত্মরক্ষার উপর ক্যারাটের প্রশিক্ষন করা হবে এদিন জানালেন শিহান সমীর সরদার।

মেট্রো টানেলে এনডিআরএফ-এর সাথে একটি মক ড্রিল পরিচালিত

কলকাতা,২০ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। টানেলের ভিতরে ট্রেন দুর্ঘটনার মতো যে কোনও জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, ১৯.০৮ তারিখে ফুলবাগান এবং শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনের মধ্যে মেট্রো টানেলের ভিতরে জাতীয় বিপর্যয় প্রতিক্রিয়া বাহিনী কর্মীদের সাথে যৌথভাবে একটি যাত্রী সরিয়ে নেওয়ার মক ড্রিল পরিচালিত হয়েছিল। ২০২৩ রাত। মেট্রোম্যানদের NDRF টিম দ্বারা প্রশিক্ষিত এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে কীভাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং বিপর্যয়ের মতো সুড়ঙ্গের ভিতরে ট্রেন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যাত্রীদের উদ্ধার করার পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এই মক ড্রিলের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে মেট্রোমেনের সতর্কতা এবং প্রস্তুতি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরিয়ে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত করা। এই মহড়ায় মেট্রোর বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এলএইচবি কোচে স্যুইচ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় রেল

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ নভেম্বর ২০১৬-এ, রেলওয়ে বোর্ড ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে তার উৎপাদনের ১০০ এর বেশি এলএইচবি কোচে সুইচ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। রেলওয়ে বোর্ডে গৃহীত একটি শক্তি পর্যালোচনা দেখায় যে ২০২১-২২ এ এলএইচবি রেকের পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ডিজেল খরচ ওয়াশিংপিট লাইনে প্রতিদিন প্রায় ১.৮৪ লক্ষ লিটার ছিল যা প্রায় বার্ষিক পুনরাবৃত্ত ব্যয়ের পরিমাণ। টাকা ৬৬৮ কোটি যা ২০ p.a বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছিল। ডিজেলের দাম এবং এলএইচবি ফ্লিট ইনডাকশনের সম্মিলিত কাজ। তুলনামূলকভাবে, গ্রিড বৈদ্যুতিক শক্তি ৭০ থেকে ৮০ সস্তা। এই সমস্যাটি LHB-এর জন্য সাধারণ এবং ICF কোচগুলিতে উদ্ভূত হয় না, এবং সেইজন্য, LHB রেকের পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭৫০ পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করে ওয়াশিংপিট লাইনে অবকাঠামো এবং ক্ষমতা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই লক্ষ্যে, ভারতীয় রেলওয়ে ৪১১টি ওয়াশিংপিট লাইনের জন্য মূলধনী কাজগুলি প্রায় মোট মূলধন খরচে অনুমোদিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে ইতিহাসের ভয়াবহতম গ্রেনেড হামলার ১৯তম বার্ষিকী আজ ভয়াল ২১ আগষ্ট

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,২০ আগষ্ট ঃ আজ বাংলাদেশে রক্তাক্ত বিভীষিকাময় ২১ আগস্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১ আগস্ট একটি নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের ভয়াল দিন।এদিন নারকীয় সন্ত্রাসী হামলার ১৯তম বার্ষিকী।বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের এই দিনে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী শান্তিপূর্ণ সমাবেশে এই নজির বিহীন গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে হিংসার দানবীয় সন্ত্রাস আক্রান্ত করে মানবতাকে। আক্রান্ত হন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় আয়োজিত সমাবেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ওই ঘটনায় দলীয় নেতাকর্মীরা মানববর্ম রচনা করে শেখ হাসিনাকে রক্ষা করলেও গ্রেনেডের আঘাতে আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভি রহমানসহ মোট ২২ জন নেতাকর্মী প্রাণ হারান। পরবর্তী সময়ে গ্রেনেড হামলার বিচারের রায়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি জোট সরকারের মন্ত্রী ও সরকারের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলে যে ওই সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই হামলাটি পরিচালিত হয়েছিল।আজ ইতিহাসের এই জঘন্যতম গ্রেনেড হামলার ১৯তম বার্ষিকীতে বাঙালি জাতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে হামলায় নিহতদের স্মরণ করবে। আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দিনটি পালনে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার। সেদিন সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি বিরোধী' শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছিল তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। সন্ত্রাস বিরোধী শান্তি সমাবেশের আগে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে স্থাপিত অস্থায়ী ট্রাকমঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাশেষ হওয়ার পরপরই তাকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলা শুরু হয়। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হতে থাকে একের পর এক গ্রেনেড। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহুর্মুহু ১৩টিগ্রেনেড বিস্ফোরণের বীভসতায় মুহূর্তেই মানুষের রক্ত-মাংসের স্তূপে পরিণত হয় সমাবেশস্থল। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ পরিণত হয় এক মৃত্যুপুরীতে। স্পিন্টারের আঘাতে মানুষের হাত-পাসহ বিভিন্ন অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। সভামঞ্চ ট্রাকের চারপাশে ছ।য়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায় রক্তাক্ত নিথরদেহ। লাশ আর রক্তে ভেসে যায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউর সামনের

পিচঢালা পথ। নিহত-আহতদের জুতা-স্যান্ডেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকাধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভেসে আসে শত শত মানুষের গগন বিদারী আর্তচিৎকার। বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টারত মুমূর্ষুদের কাতর-আর্তনাদসহ অবর্ণনীয় মর্মান্তিক সেই দৃশ্য।সেদিন রাজধানীর প্রতিটি হাসপাতালে আহতদের তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ভাগ্যগুণে নারকীয় গ্রেনেড হামলায় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যানশেখ হাসিনা। ঘাতকদের প্রধান লক্ষ্যশেখ হাসিনা বেঁচে গেছেন দেখে তার গাড়ি লক্ষ্য করে ১২ রাউন্ড গুলি করা হয়। তবে টার্গেট করা গুলি বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বহনকারী বুলেটপ্রুফ গাড়ি ভেদ করতে পারেনি। লহামলার পরপরইশেখ হাসিনাকে কর্ডন করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর তৎকালীন বাসভবন ধানমন্ডির সুধা সদনে। ২১ আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন ১৬ জন। পরে সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ জনে। রক্তাক্ত-বীভৎস ওই ভয়ালগ্রেনেড হামলায় আইভি রহমান ছাড়াওসেদিন নিহত হন ল্যান্স করপোরাল (অব.)মাহবুবুর হাসিনা মমতাজ রিনা, রিজি বেগম রফিকুল ইসলাম (আদা চাচা),রতন শিকদার, মোহাম্মদ হানিফ ওরফে মুক্তিযোদ্ধা হানিফ মোশতাক আহমেদ,লিটন মুনশি,আবদুল কুদ্দুছ পাটোয়ারী, বিল্লালন হোসেন, আব্বাছ উদ্দিন শিকদার,আতিক সরকার মামুন মৃধা, নাসির উদ্দিন।বুল কাসেম, আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রহিম, আমিনুল ইসলাম, জাহেদ আলী, মোতালেব ও সুফিয়া বেগম।গ্রেনেডের স্পিন্টারের সঙ্গে লড়াই করে ঢাকারমেয়র মোহাম্মদ হানিফসহ আরও কয়েকজন পরাজিত হন।হামলায় আওয়ামী লীগের চার শতাধিক নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়ে শরীরে স্পিন্টার নিয়ে আজও মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আহত হয়েছিলেন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা। এখনও অনেক নেতাকর্মী সেদিনের সেই গ্রেনেডের স্পিন্টারের মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। অনেক নেতাকর্মীকে তাৎক্ষণিক দেশে-বিদেশে চিকিৎসা করালেও তারা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি।এদিকে গ্রেনেড হামলার পর ভয়, শঙ্কা ও ত্রাস গ্রাস করে ফেলে গোটা রাজধানীকে। এই গণহত্যার উত্তেজনা ও শোক আছড়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। হামলার পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নিজে বাঁচতে ও অন্যদের বাঁচাতে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন, ঠিক তখনই পুলিশ বিক্ষোভ মিছিলের ওপর বেধড়ক লাঠি-টিয়ারশেল চার্জ করে। একইসঙ্গে নষ্ট করা হয় সেই রোমহর্ষক ঘটনার যাবতীয় আলামত। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ মদদে ওই ঘটনা ধামাচাপা দিতে জজ মিয়া' নাটক সাজায় বিএনপি-জামায়াতজোট সরকার।কর্মসূচি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নির্মিত শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হবে।এছাড়াও সকাল সাড়ে ১১ টা ১৫ মিনিটে ২১ আগস্টের নারকীয় গ্রেনড হামলার প্রতিবাদ ও নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬১ সংখ্যা, সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩০

বিজেপি বিরোধী জোট 'ইণ্ডিয়া'

সম্পাদকীয়

বিজেপি বিরোধী জোট 'ইণ্ডিয়া' এখন পরস্পরের দিকে কাদা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করতে সর্ব প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি শরদ পাওয়ারের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করার জন্য। তারপরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন নেত্রী। কিন্তু বিজেপির খেলার কাছে পরাস্ত হন। জনজাতির একজনকে মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করে মোদি সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তখন নেত্রী বলতে শুরু করে ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে জনজাতির থেকে একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপতি পদে জন্য পচ্ছন্দ করে রাখছে বিজেপি দলের নেতোরা। তার ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলের পরাস্ত হতে হল। এরপরে উপরাষ্ট্রপতি পদে জন্য বিরোধী দলের নেতারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এগিয়ে এলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। সেখানে শাসক দল বিজেপির কাছে পরাস্ত হতে হলো তৃণমূল কংগ্রেসকে। শাসক দল বিজেপি এমন একজনকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কেউ ভাবতে পারেনি যে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীশ ধনকরকে পচ্ছন্দ করে রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এখন বিজেপি দলের শেষ কথা বলার লোক। তিনি যা বলবেন তাই বিজপি দলের নেতা এবং এনডিএ দলের নেতাদের মেনে চলতে হবে। তার সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ কোনও কথা বলতে পারবে না। উপরাষ্ট্রপতি পদে ধনকরকে বসিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের রাজ্যসভায় অসুবিধার সৃষ্টি করে দিয়েছে। ধনকর যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন তখন তাঁকে বহু হেনস্থা করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ পর্যন্ত করা হয়েছিল। রাজ্যপাল ধনকরকে বিজেপি দলের দাদাল বলে গণ্য করা হতে থাকে। ধনকর যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়ে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। বারবার দিল্লির কাছে দরবার করতে দেখা গিয়েছিল যে ধনকরে রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার খুব ধীরে ধীরে রাজ্যপাল পদ থেকে ধনকরকে সরিয়ে দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে বসিয়ে দিয়েছেন। ধনকরকে যে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করা হচ্ছে তা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়া কারোর জানা ছিল না। কেউই অনুমান করতে পারেনি যে রাজ্যপাল ধনকরকে উপরাষ্ট্রপতি করে নেত্রী মমতাকে দিকে উত্তরটাকে দেবেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে মোদি যে ভালো ধরনের খেলেন সেটা পরিস্কার। পশ্টিমবঙ্গে আগামি দিনে মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। কিন্তু এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বারবার পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বহুবার কংগ্রেসের দিকে তাক করে পরিবারতন্ত্র দল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন. তার ফলে কংগ্রেস সভাপতি পদে নতুন মুখ নিয়ে আসে উপস্থিত হলেন সনিয়া গান্ধি। তিনি কংগ্রেস দলের সভাপতি পদ থেকে সরে গিয়ে মল্লিকার্জ্জুন খড়্গেকে কংগ্রেস দলের সভাপতি করে দিলেন যাতে আগামি দিনে কংগ্রেসকে পরিবারতন্ত্র দল বলে কথা বলতে না পারেন মোদি।

লাদাখ সমস্যা সমধানে ভারত

সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিক দিয়ে যেভাবে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে নাজেহাল অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার এখন খুব শান্ত অবস্থায় নেই। প্রতিদিনই কোনও না কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখন রক্তাক্ত লাদাখ। লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে বেশ ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। চিনও বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে রেহাই পেতে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে লাদাখে সীমান্ত ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় সেনারা চিন সেনাদের ওপরে কোনও সময়ে মস্তানি দেখায় না। কিন্তু চিনা সেনারা বহু বার তারা লাইন অব কন্ট্রোল অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে জোরজুলুম করতে শুরু করে। চিন বহুবার এইভাবে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সেনাদের ওপরে হামলা করেছিল। অরুণাচল প্রদেশের ভারত চিন সীমান্ত এলাকা ডোকলামে চিন বহুবার প্রবেশ করে ভারতীয় সেনাদের নজরদারি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। আবার তারা লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে ছিল ভারতীয় সেনাদের। কেন চিন এই সব করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। চিন আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে কোনওঠাসা বলা যেতে পারে। চিন দেশে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সেখানকার প্রশাসনের কোনও সুসম্পর্ক নেই। সবাই সেখানে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। ফলে চিন এমন কিছু করতে চাইছে যে চিন দেশের সমস্ত জনগণ কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করুক। করেনাভাইরাস নিয়ে চিনের অবস্থা খুবই জটিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো সরাসরি চিনকে দায়ী করেছে। ফলে চিন বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। চিন দেশের পণ্য ইউরোপের কোনও দেশে চলে না। একমাত্র এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া। যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, হংকং, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে থাইল্যান্ড সহ ইন্দোনেশিয়া। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে চিনা পণ্যের বাজার রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের আর কোথাও চিন পণ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইউরোপের দেশগুলোতে চিন প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি একটি মাত্র কারণে, সেটা হচ্ছে চিন দেশের নির্মিত কোনও পণ্যের স্থায়িত্ব নেই। সব পণ্য একেবারে বাজারি পণ্য। শক্তিশালী পণ্য উৎপাদন করার দিকে চিনের কোনও ঝোঁক নেই। শুধু সস্তায় মাল তৈরি করে বাজার দখল করা ছাড়া আর কোনও চিনের ইচছা নেই। চিন পণ্যের স্থায়িত্ব নেই জেনে সাময়িক কালের জন্য চিনা পণ্য ক্রয় করে তাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। তার ফলেই চিন অতি সহজেই বাজার পেয়ে যাচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা তারাপীঠ। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি সব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে তিনি সব সময়ে নিজের তিনটি নেত্রকে সজাগ রাখেন। তারাপীঠের মা জাগ্রত। তিনি সব সময়ে ভক্তদের কৃপা করে থাকেন। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লোকমান্য তিলকের অবদান

রবীন্দ্র কুমার শীল

(বাংলায় বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব এবং 'বিধবা বিবাহ' আইন প্রবর্তন করতে। আর মহারাষ্ট্রে বিদ্যাসাগরের মতো বালগঙ্গাধর তিলক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেখানকার শিক্ষা ববস্থাকে উন্নত করতে। তাঁকে নিয়েই আজকের প্রতিবেদন)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাদর তিলক ছিলেন অন্যতম। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর মতের সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুটি আদর্শ তাঁর মধ্যে জাগতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি হচ্ছে মরাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শক্তিশালী করা। পেশোয়ারের শাসন কালে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু পেশোয়া মাধব রাও এর মৃত্যুর পর মারাঠা জাতি দুর্বল হতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যে 'সিপাহী বিদ্রোহ' হয়েছিল সেখানে মারাঠা জাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পেশোয়ারের নানা সাহেব সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। পেশোয়ারের আদি বাসস্থান ছিল মুম্বই এবং গোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল কোঙ্কন। তারা ছিল চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বালগঙ্গাধর তিলক ওই কোঙ্কন অঞ্চলের রত্নগিরিতে ১৮৫৬ সালে ২৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশোয়ারদের মতো তিনিও ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তাই পেশোয়ারের আদর্শ এবং দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। বালগঙ্গাধরের পিতামহ কেশব রাও ছিলেন পেশোয়ারের দ্বিতীয় রাজী রাওয়ের আমলে একজন মামলতদার (রাজস্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারি) ছিলেন। ১৮১৮ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইংরেজরা পেশোয়া পদটা তুলে দিল। কেশব রাওকে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেশব রাও.রে পৌত্রের নাম গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও। গঙ্গাধর রামচন্দ্র বাল্যকালেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুনায় চলে আসেন এবং সেখানে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন। যখন তাঁর বয়স সতেরো বছর তখন তিনি একটি স্কুলে মাসিক পাঁচ টাকার মাইনের শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। সংস্কৃত, ইতিহাস এবং অঙ্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। পরে তিনি রত্নগিরি স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন এবং পরে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বইগুলি ভালো হওয়ার কারণে শিক্ষা বিভাগ বইগুলি কিনে নিয়েছিল। গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও কেবল শিক্ষকতা এবং পুস্তক রচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি বৈষয়িক বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন। বাংলার বিদ্যাসাগর যেরকম ভাবে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন ঠিক সেই রকম গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাল্যকালেই প্রভাবতী নামে এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের তিনটি কন্যা সন্তান ছিল। পরে পুত্র সন্তানের জন্য তাঁরা আকুল হয়ে উঠলে প্রভাবতীর একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁর নাম হল বলবন্ত রাও। সবাই তঁকে আদর করে ডাকতো 'বাল' বলে। পরে এই 'বাল' নামেই বলবন্ত পুরিচিত হয়েছিলেন, বালগঙ্গাধর তিলক নামেই তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। ভারতবাসীরা তাঁকে লোকমান্য তিলক বলে শ্রদ্ধা করে। আর মারাঠিরা তাঁকে 'তিলক ভগবান' বলে মনে করে। ছোটবেলার বালগঙ্গাধর তিলক পিতার কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে সংস্কৃত, গণিত এবং মারাঠি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর মা পরলোকগমন করেন। সেই বছরেই তাঁকে পুনা সিটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি লেখাপড়ায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান এবং ডাবল প্রমোশন লাভ করেন। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি তাপিবাঈ নামে একজন বালিকাকে বিবাহ করেন। বালগঙ্গাধর শ্বশুর মশাই এর কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে বই চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার অকাল মৃত্যুতে তাঁকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ তাঁর পিতা বালগঙ্গাধর তিলকের শিক্ষার লাভের জন্য যথেষ্ট টাকা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ১৮৭৩ সালে ডেকান কলেজে ভর্তি হলেন। ছোটবেলার তিনি শারীরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিলেন। তিনি শরীরকে শক্ত করতে শরীর চর্চায় মন দিতে শুরু করলেন। তার

ফলে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা হতে থাকে। একবার তিনি এম.ও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তিনি সাঁতারে দক্ষ ছিলেন। ১৯০০ সালে শরীর দুর্বল হলেও তিনি একবার গঙ্গা পার হয়েছিলেন সাঁতার কেটে। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা হাতে রুটি ধরে জলে ভেসে থাকতে পারতেন। তাতে জলে রুটি জল ভিজতো না। তিনি আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। তবে পড়াশুনায় তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে বাইরের বইও তিনি পড়তেন ভালোবাসতেন। পরীক্ষায় পাশ করাটা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, কীভাবে জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি করা যেতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। ১৮৭৬ সালে তিনি অনার্স নিয়ে পাশ করেন গ্রাজুয়েশন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। আইন পাশ করে তিনি ওকালতির করার দিকে মন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। বাল্যকাল থেকেই পিতার আদর্শ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে এমনভাবে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ভারতীয়রা দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। ভারতের উন্নতি করতে গেলে দেশময় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবাই যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি যখন আইন পড়তেন তখন তাঁর বন্ধু ছিলেন জিজি আগারকর। বালগঙ্গাধর এবং আগারকর এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নিজেদের মধ্যে। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুনাতে একটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে বিষ্ণু চিপ্লুংকর, মহাদেভ নামযোশী এবং বামন আপ্তে নামে তিনজন ব্যক্তির সাহায্য লাভ করলেন। এই পাঁচ বন্ধু মিলে একটি স্কুল স্থাপন করলেন তাঁর নাম দেওয়া হল 'দি নিউ ইংলিশ স্কুল'। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা মান ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকলো। তার ফলে সরকার থেকেই প্রশংসা লাভ করতে থাকে। তিলক এবং তাঁর বন্ধুরা এবারে স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা ভারতবাসীদের জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

একটি 'মারাঠা' ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হল। আর একটি 'কেশরী' নামে মারাঠা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ লাভ করলো। তিলক এবং আগারকর এই দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। তাঁর নির্ভীকভাবে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করেন। দেখা গেল এই দুটি পত্রিকা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজরা দেশিয় রাজাদের পদানত করে রাখাটা ঠিক হয়নি বলে তাঁদের পত্রিকায় প্রচার করতে শুরু করেন। এই সব দেশিয় রাজাদের ওপরে যে অত্যাচার করা হতো তার দিকগুলি তুলে ধরতে শুরু করলো দুটি পত্রিকা। কোলাপুরের মহারাজার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে বলে ইংরেজ শাসকেরা প্রচার শুরু করে তাঁর রাজ্যটাকে হস্তগত করার চেষ্টা করলে মহারাষ্ট্রে তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিতে শুরু করে। সকলের সন্দেহ হল যে মহারাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজরা রাজ্যটাকে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকাকে এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করা হল। ফলে মরাহাজার মন্ত্রী মাধব রাও বার্ভে তিলক এবং আগারকরের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। মামলায় চার মাসের কারাগারে সাজা পেয়ে জেলে বন্দি হতে হলো তিলক এবং আগারকরকে। কারাগারে সাধারণ কয়েদির মতো তাঁদেরকে রাখা হয়েছিল। জেলের থাকার সময়ে পাঁচ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল তিলকের। যেদিন কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন তাঁরা সেই দিন দেশবাসী তাঁদেরকে শুভেচ্ছা দিতে থাকলেন। জেলের দরজায় শত শত লোক উপস্থিত হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে অভিনন্দন করার জন্য। পুনার রেল স্টেশন পা রাখার কোনও স্থান ছিল না এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে শুভেচ্ছা জানাতে। ১৮৮৪ সালে অক্টোবর মাসে পুনায় একটি জনসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হবে। সমিতির লক্ষ্য হবে অল্প ব্যয়ে সবার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিস্তার লাভ করানো। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, বিচারপতি তেলাং প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্য হলেন। সমিতি স্থাপন করার দুই মাসের মধ্যে একটি কলেজ স্থাপন করা হল। এই কলেজ পরিচালনা করার জন আশি হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ে মুম্বইয়ের গভর্নর ছিলেন স্যার জেমস ফার্গুসন। তাঁর নামেই ওই কলেজের নাম হল 'ফার্গুসন কলেজ'। ফলে সরকারি শিক্ষা বিভাগ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল। অতি দ্রুত এই কলেজ সুনাম অর্জন করতে থাকে। কলেজ উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিলকের সহকর্মীরা তাঁদের দেওয়ার আদর্শের কথা ভুলতে শুরু করে দিলেন। তাঁদের কাছে তখন শিক্ষা বিস্তার করে অর্থ উপার্জন করাটাই বড় হয়ে দেখা দিল। তাঁরা কলেজের কাজ করার পাশাপাশি অন্য কাজও করতে শুরু করে দিলেন। তিলক তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি'র সদস্যরা অন্য কোনও কাজ করতে পারবে না। এই নিয়ে সমিতির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হতে শুরু করে। আগারকর ছিলেন সমাজ সংস্কারক। তিনি বললেন, আইন করে আমাদের সমাজে যা কিছু কুসংস্কার রয়েছে অবিলম্বে তাকে দূর করতে হবে। তিলক বলেন, আইন করে কুসংস্কার দূর করতে গেলে লোকেদের ওপরে জুলুম করা হবে। আইন করে প্রকৃত সমাজ সংস্কার করা যায় না। শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করে সমাজ সংস্কার করতে হবে। তাহলেই কুসংস্কারগুলি বিদায় গ্রহণ করবে। এই সময়ে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি 'সার্বজনিক সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। কেবল তাই নয়, গোখেল এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পদও গ্রহণ করেন। তিলক এই বিষয়ে ঘোরতর আপত্তির কথা তুললেন। তিনি বললেন যে গোখেল ফার্গুসন কলেজের ইংরেজি সাহিত্যে অধাপক। তিনি যদি বাইরের কাজে মন দেন তাহলে তাতে অধ্যাপনার ক্ষতি হবে। সুতরাং গোখেলের ওই পদ গ্রহণ করা চলবে না। তিলকের এই মতকে গ্রহণ করতে পারলে না গোখেল। তিনি তিলককে তাঁদের শত্রু বলে মনে করতে শুরু করলেন। ফলে তিলক ক্ষেভে এবং দুঃখে পদত্যাগ করলেন। তখন থেকে সমিতির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। (ক্রমশ)

ভাইরাসের অবসানে চাই দূষণমুক্ত গঙ্গা

ভাইসারের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি জলের সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে। গঙ্গা আছে বলে ভারতীয় সভ্যতা এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে। মিশরীয় সভ্যতা বেঁচে রয়েছে নীল নদের জন্য। ঠিক তেমনি ভারতীয় সভ্যতা বেঁচে রয়েছে গঙ্গার জন্য। মহাভারতে গঙ্গাকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। রামায়ণে গঙ্গাকে আমরা পেয়ে থাকি। ভারতবর্ষে দুটি মহাকাব্যে গঙ্গার অবস্থান একেবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আরও একটু বেশি করে গঙ্গাকে আমরা পেয়ে থাকি। গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হস্তিনাপুর রাজসভাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে আজীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন। এতবড় আত্মত্যাগ গঙ্গার পুত্রের মধ্যে দিয়ে দেখত পাবো সেটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। চিরটা কালই গঙ্গা ভারতবাসীর সেবা করে এসেছে। সেই কারণে আমরা গঙ্গাকে মা বলে পুজো করে থাকি। সেই মা গঙ্গা আজকে বিপন্ন। গঙ্গার জল দূষিত হতে শুরু করে দিয়েছে। গঙ্গোত্রী এবং হরিদ্বার থেকে যে দূষণ শুরু হয়েছে সেই জল বিভিন্ন জনপথ ধরে একেবারে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পৌঁছে। গঙ্গাকে দুষণ করছে গঙ্গা পাড়ের অবস্থিত শিল্প কলকারখানাগুলি। বহু মানুষ গোপনে আর্বজনা ফেলার চেষ্টা করে থাকে। এর ফলে গঙ্গা দূষিত হচ্ছে। দূষিত গঙ্গার জল সমুদ্রে মেশে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জল স্বচছ থাকছে না। ভারত সরকার থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে হবে। তার জন্য গঙ্গা মিশন তৈরি হয়। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীরা এ সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা রীতিমতো গঙ্গাকে দূষিত করে চলেছে। অবাক হয়ে যেতে হয় গঙ্গোত্রীতেও গঙ্গা উৎস মুখে পড়ে থাকছে পর্যকটদের বহু আবর্জনা। সচেতন করা হলেও মানুষ তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গঙ্গাকে দূষিত করে চলেছে। ভাইসারের সঙ্গে জলের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। গঙ্গার জলকে আমার প্রতিটা মুহূর্তে ব্যবহার করে থাকি। ভাইরাস যেমন হাওয়াতে থাকে ঠিক তেমনি আবার জলেও অবস্থান করে। এই জলীয় ভাইরাসকে আমরা অজান্তে পান করে বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে সেই কারণে সবাইকে সচেতন করা হচ্ছে গঙ্গাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে। সরকার আইন করে কত গঙ্গার দূষণকে রুখবে। সচেতন নাগরিকেরাই পারে গঙ্গাকে দূষণ মুক্তি করতে। ইংল্যাণ্ডে টেমস নদী এক সময়ে গঙ্গার মতো অবস্থায় পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপরে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজকে টেমস নদীতে কাউকে নোংরা করতে দেখা যায় না। এমনকী পর্যটকেরা সিগারেটের অংশও টেমস নদীতে ফেলে না। আর আমাদের হাওড়ার ব্রিজের ওপর দিয়ে লোকেরা সিগারেট বা বিড়ি খেতে খেতে তার শেষ অংশটা ব্রিজের ওপর দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেয়। এটাই হচ্ছে আমাদের সচেতনার ফসল। আসলে আমরা হচ্ছি জ্ঞান পাপী। আমরা জানি গঙ্গায় একটা ছোট কাগজ ফেললে তা গঙ্গাকে নোংরা হয়। কিন্তু তবুও আমরা ব্রিজের ওপর থেকে কাগজের টুকরো ফেলে দিই। গঙ্গাকে আমরা স্বচ্ছ রাখার কথা চিন্তা করি না যেটা ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি নাগরিক টেমসকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এদের পেছনে সব সময়ে পুলিশ এসে দাঁড়ায় না। সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে এটা করবেন না। এটা করলে সারা ইংল্যাণ্ডের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সেটা ব্রিটেনের কোনও আর দ্বিতীয় বার করে না। আর ভারতে যেটা বলা হয় করবেন না সেটা বেশি করে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। যার ফলে দেবদেবী বিসর্জনের সময় দেখতে পাওয়া যায় বাবুঘাটে বা নিমতলা ঘাটে প্রচুর পুলিশকে মোতায়েন করা হয়েছে গঙ্গাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে।

বুদ্ধ ও নারী আন্দোলন

হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী

যে কোনো আন্দোলনের মুখ্য অবলম্বন হল জনগণ। পৃথিবীর সর্বপ্রথম যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবর্তক বুদ্ধ এই কথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর মত প্রতিষ্ঠার মধ্যে জনগণের বিপুল সহযোগিতা লাভের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য আন্দোলনের রীতির দিক দিয়ে বহুলভাবে বুদ্ধমতকে অনুসরণ করেছে। বুদ্ধের মতবাদ বিশেষভাবে জনশক্তির ওপরে নির্ভর করেছিল বলে প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণ্য মতবাদ পুরোপুরি রাজশক্তির অনুগৃহীত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যমতের মধ্যে বর্ণবিভেদের যে যুক্তিহীন অমানবিক আচরণ দেখা দিয়েছিল বুদ্ধমতকে তার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল কঠোর আন্দোলন করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যসমাজে শুধু যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছিল তা নয়, পুরুষের অধিকার সীমা স্ফীত হয়ে নারীর অধিকার সমস্ত ক্ষেত্রেই লুপ্ত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা' নাটকে বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবি তুলে ধরেছেন। মহারানী লোকেশ্বরী রাজকন্যাদের বলছেন-' শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে। ...রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অর্ভ্যথনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধূলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল, সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে- একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা?' প্রথমে সংর্ঘষের সময় ব্রাহ্মণ্যমত অবলম্বন করেছিলেন বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজাকে, আর বুদ্ধমত জনশক্তিকে। 'ধম্মপদ' গ্রন্থের ব্রাহ্মণবর্গের 'বুদ্ধবচনে ব্রাহ্মণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেসময়ে ব্রাহ্মণদের পক্ষে তা অবশ্যই ভয়াবহ হয়েছিল- ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো যমূহি সচ্চং চ ধম্মং চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো। অর্থাৎ জটার দ্বারা, গোত্রের দ্বারা বা জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য হয় না, যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই সুখী, তিনি ব্রাহ্মণ (প্রবোধচন্দ্র সেন অনূদিত)১ বুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছিলেন। আর অন্য বর্ণের মানুষেরা বুদ্ধ মতের প্রাধান্য পেয়েছিল বলেই তা এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে বুদ্ধমতের এত প্রভাব ব্রাহ্মণ্যমতের পৃষ্ঠপোষকেরা ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। 'নটীর পূজা' নাটকে এরও ইঙ্গিত আছে, রাজকুমার রত্নাবলী ও ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার কথার মধ্যে- ভিক্ষুণী ঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পুজা নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর। রত্নাবলী ঃ বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন শ্রীমতির কথা বলছেন? ভিক্ষুণী ঃ এই যে এই শ্রীমতি। রত্মাবলী ঃ রাজবাড়ির এই নটী? ভিক্ষুণী ঃ হ্যাঁ, এই নটী। রত্মাবলী ঃ স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন? ভিক্ষুণী ঃ তাঁদেরই এই আদেশ। রত্নাবলী ঃ কে তাঁরা, নাম শুনি। ভিক্ষুণী ঃ একজন তো উপালি। রত্নাবলী ঃ উপালি তো নাপিত। ভিক্ষুণী ঃ সুনন্দও বলেছেন। রত্নাবলীঃ তিনি গোয়ালার ছেলে। ভিক্ষুণী ঃ সুনীতেরও এই আদেশ। রত্নাবলী ঃ তিনি নাকি জাতিতে পুরুষ (চণ্ডাল) ভিক্ষুণী ঃ রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।২ বুদ্ধমত যে এদেশের জনচিত্তকে অধিকার করেছিল তার প্রমাণ বুদ্ধযুগের ভারতের ইতিহাস। এমন করে এক সমগ্র জাতির চিত্তকে অধিকার করে তাকে সবদিক থেকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করার পরিচয় ভারতের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। শুধু সমাজ ও ধর্মের উন্নতিই হয়নি, জীবনচর্চার সব বিষয়েই চরম উন্নতি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছেন-'প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়।৩ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারতের নারীরা শুধু বিদ্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন না, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। বুদ্ধমতে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার- এই নীতির জন্য বুদ্ধযুগে আগের তুলনায় নারীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই কারণ এসময়ে নারীরা বিদ্যার অধিকার পেয়েছিলেন।

হেরিটেজ ঃ কলকাতায় ইহুদি ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত করা হচ্ছে

কলকাতায় ইহুদি ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত করা হচ্ছে। শালম আহারন ওবাডায়া কোহেন। কলকাতাবাসী থেকে শুরু করে বাংলার মানুষেরা এই নামটি বলতে গেলে শোনে নি। অথচ এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার ইহুদি সমাজ। কলকাতায় প্রথম পাকাপাকি ভাবে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন শালম কোহেন। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের বাসিন্দাকোহেন প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিলেন গুজরাতের সুরাটে ১৭৯২ সালে। তবে গহনার ব্যবসার উন্নতির জন্য তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। ১৭৯৮ সালে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। ১৮০৬ সালে তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল নারকেলডাঙ্গা মেইন রোডের ওপরে অবস্থিত ইহুদি গোরস্থানে। আজও গেলে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর সমাধিস্থল। ইহুদি কোহেনের পথ ধরে কলকাতায় ইহুদিরা এসে বসবাস করতে শুরু করে। ১৮০০ সালে ইহুদিদের বসবাস কলকাতায় বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। ১০০ বছর ধরে কলকাতায় ইহুদিরা এসে কলকাতায় বসবাস করতে থাকে। নাৎসিদের ভয়ে ইহুদিরা রোমানিয়া থেকে পালিয়ে কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ

করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৪৮ সালে ইজরায়েলন দেশ তৈরি হয়। তার ফলে কলকাতার বহু ইহুদিরা নিজ দেশ চলে যেতে থাকে। লালবজারের পাশে রয়েছে মানাসেহ মায়া ভবন। মানাসেহ মায়ার (১৮৪৬-১৯০০) ছিলেন বাগদাদি ইহুদি। তাঁর নামে অঙ্কিত ভবনটি তৈরি হয়েছিল ১৯১১ সালে। কলকাতা পুলিশ এই ভবনটিকে সংস্কার করে তার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এক সময়ে এই ভবনটিকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন 'গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ' বিল্ডিং এর তকমা লাভ করেছে। কলকাতায় তিনটি সিনাগগ রয়েছে বা ইহুদি গির্জা রয়েছে। চিনা বাজারে অবস্থিত নেভে শালম এবং মাগেনডেভিড সিনাগগ ও পোলক স্ট্রিটে বেথ এল সিনাগগ। মানাসেহ মায়া ভবন থেকে এই সব সিনাগগ এর দূরত্ব বেশি নয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না এক সময়ে পুরানো কলকাতা. ইহুদি সমাজ কেন্দ্র গড়ে উঠে ছিল। (তথ্য সূত্র ঃ কলকাতা পুলিশ)

২ শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২০ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের তেসিমিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্মীয়মাণ বাড়ির সাটারিং খুলতে গিয়ে সেপটিক ট্যাংকে নেমে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। মৃতেরা মহম্মদ শাহিদ (২০) ও আমিনুর ইসলাম (২৬) । রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের বাড়ি তেসিমিলার গোয়াবাড়ি এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। জানা গেছে, এদিন ৬০ নম্বর কলোনি কালীমন্দির লাগোয়া এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের সাটারিং খোলার কাজ চলছিল। সেই সময় সাটারিং খুলতে ট্যাংকের ভেতরে নামেন আমিনুর ইসলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাঁকে উদ্ধার করতে ট্যাংকে নামেন মহম্মদ শাহিদ। অনেক্ষণ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা উঠে না এলে আশপাশের লোকজনের সন্দেহ হয়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মালবাজার দমকলকেন্দ্রে। ঘটনাস্থলে দমকলকর্মীরা এসে দু'জনকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে ঘটনাস্থলে আসে মালবাজার থানার পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে তারা। তারা দু'জনেই পেশায় রাজমিস্ত্রি বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ট্যাঙ্কের ভিতরে অক্সিজেনের অভাবেই মৃত্যু হয়েছে দুজনের। দমকল কর্মীরা মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সম্পর্কে দুজনে খুড়তুতো ভাই। তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে। পাশাপাশি মৃতদেহ উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসেছে পুলিশ। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছে মালবাজার থানার পুলিশ।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ আগস্ট ঃ বিষাক্ত সাপের ছোবলে প্রাণ গেল এক গৃহবধূর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার অন্তর্গত রামপাড়া চেচড়া এলাকায়। জানা গেছে, মৃত ওই গৃহবধুর নাম তপতী রবিদাস(৩০)। তার একটি ১২ বছরের কন্যা রয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবার সাত সকালে বাড়িতে উনুনে ভাত চাপানোর সময় মাটির মেঝের গর্ততে পা ঢুকে যায় তপতী রবিদাসের আর তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল মৃত্যুর ফাঁদ। সেই গর্ত থেকে দুইবার পায়ে ছোবল মারে বিষাক্ত সাপ। পুরো ঘটনাটি ঘটে তপতী রবিদাসের মা অঞ্জলি রবিদাসের সামনে। এরপর তপতী রবিদাস আতঙ্কিত হয়ে পড়লে তার মা অঞ্জলি দেবী তাকে তড়িঘড়ি রামপাড়া চেচড়ায় অবস্থিত স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তপতী রবিদাস। নিজের মেয়েকে এইভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা অঞ্জলি দেবী। ঘটনার খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে রামপাড়া চেচড়া এলাকায়। শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

উপাচার্যহীন রয়েছে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধের মুখে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ আগস্ট ঃ প্রায় দু'মাস থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন অবস্থায় রয়েছে। এজন্য নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বাইরে আগস্ট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে নয়া শিক্ষানীতিতে পঠন-পাঠন চালু হয়েছে। যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপাচার্যের অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় দৈনন্দিন কাজকর্ম বিশেষ করে কোন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার নির্ধারিত সময় থেকে পঠনপাঠন সব ক্ষেত্রেই উপাচার্যের সিদ্ধান্ত জরুরী বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সংঘাতের আবহে উপাচার্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বছরের ১ জুন থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে উপাচার্য পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় নি কাউকে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও ডেপুটি রেজিস্টার তারাই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার রাজীব পুততুন্ডু জানিয়েছেন, ১ জুন থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ভালোভাবেই চলছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে যেসব কাজে উপাচার্যের উপস্থিতি খুবই দরকার, সেইসব কাজগুলি আপাতত করা হচ্ছে না। বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হোস্টেল তৈরি হয়ে থাকলেও তা চালু করা সম্ভব হয় নি। আশা করছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই হোস্টেল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি রয়েছে। যেহেতু এখানে হোস্টেল পরিষেবা এখনও চালু হয়নি সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগিংয়ের কোন বিষয় নেই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। আরও বেশ কিছু জায়গায় সিসিটিভি নেই, তবে উপাচার্য দায়িত্ব নিলে হয়তো সে সব জায়গাতেও সিসিটিভি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসূন রায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই। বিষয়টি রাজ্যপাল জানেন। তিনি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আটকে রেখেছেন। রাজ্যপালকে আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই বলেই আমাদের হোস্টেল পরিষেবাটি চালু হচ্ছে না। বিজেপির দক্ষিণ মালদা যুব মোর্চার সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছে। আমাদের দাবি অবিলম্বে উপাচার্য এবং হোস্টেল পরিষেবা চালু হোক।

নতুন প্রধান পেয়ে রাস্তার উন্নতির আশা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ আগস্ট ঃ বর্ষাকাল এলে তো কথাই নেই, ১২ মাসই জল কাদায় ভরে থাকে রাস্তা। স্থানীয় পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হওয়ায় এবার আশায় বাসিন্দারা। এবার হয়তো দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। জল জমে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে কাদাময় হয়ে থাকে গোটা বছর। সে রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাদের। বারবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। এবার নতুন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়েছে। ভোটের আগে আশ্বাস মিলেছিল রাস্তা মেরামতির। তাই নতুন পঞ্চায়েতের বোর্ড তৈরি হওয়ার পর শীঘ্রই রাস্তা তৈরি হবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। এমন এক ছবি ধরা পড়ল আমাদের ক্যামেরায়। মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর থেকে গোপালপুর সহবোতটোলা এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে এরকমই জল-কাদায় ভরে থাকে। শুকনো মরশুমে তাও চলাফেরা করা যায়, কিন্তু বর্ষার মরশুমে কাদা ও জলের উপর দিয়ে চলাফেরা করা খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। রাস্তার মাঝে মাঝে রয়েছে বড় বড় গর্ত, মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছোট থেকে বড় গাড়ি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন রাস্তা খারাপ জন্য এই এলাকায় পাত্র-পাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধ হয় না। প্রতিদিনই প্রায় এই এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার লোক এই বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। এই গ্রামে খারাপ রাস্তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না। কেউ অসুস্থ হলে তাকে ঘাড়ে করে আনা হয়। আমাদের প্রশ্ন আমাদের সরকার বলে দুয়ারে সরকার কিন্তু আমরা বলছি আমাদের সরকার দিয়েছে দুয়ারে কাদা। তবে রাস্তা যে খারাপ সে কথাটা স্বীকার করেছেন মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এলাকার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে চার কোটি টাকা পাওয়া হয়েছিল তার বেশিরভাগটাই গোপালপুরের রাস্তার কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে। তবে গোপালপুরের রাস্তার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। রাস্তার বিষয় নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি। তিনি জানান সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই তৃণমূল সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করছেন কিন্তু সেই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত সেভাবে হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ গ্রামের রাস্তাগুলি দেখার বিষয়। কিন্তু সেখানে দেখা হচ্ছে না। গ্রামে-গঞ্জের রাস্তাগুলি দুর্বিসহ অবস্থায় রয়েছে। চারিধারে খালি দুর্নীতি হচ্ছে, কাজের কাজ হচ্ছে না।

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following **tender ID NIT No. UDMA/TRK/e_NIT/2023-24/09 & UDMA/TRK/e_NIT/2023-24/10 Date-21.08.2023** for development works of Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2023_MAD_558602_1	21.08.23	08.09.23	11.09.23
2	2023_MAD_558602_2	21.08.23	08.09.23	11.09.23
3	2023_MAD_558624_1	21.08.23	08.09.23	11.09.23
4	2023_MAD_558624_2	21.08.23	08.09.23	11.09.23
5	2023_MAD_558624_3	21.08.23	08.09.23	11.09.23
6	2023_MAD_558624_4	21.08.23	08.09.23	11.09.23
7	2023_MAD_558624_5	21.08.23	08.09.23	11.09.23
8	2023_MAD_558624_6	21.08.23	08.09.23	11.09.23
9	2023_MAD_558624_7	21.08.23	08.09.23	11.09.23
10	2023_MAD_558624_8	21.08.23	08.09.23	11.09.23

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

সুকান্তর দরবারে বরাদ্দ রেল প্রকল্পে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ আগস্ট ঃ কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে উত্তর দিনাজপুরের একাধিক রেল প্রকল্প সম্পন্ন করার বিষয়ে দাবিপত্র জমা দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তারপরেই বালুরঘাট থেকে হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে আরও ১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রেল মন্ত্রক। এর আগে গত ৩১ জুলাই এই প্রকল্পে ৮৪ কোটি টাকা পাঠিয়েছিল কেন্দ্র। ১৫৫ কোটি টাকা জেলা প্রশাসনের দফতরে পাঠানো হয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে। এর জন্য সুকান্ত মজুমদার রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের কাজ থমকে ছিল। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গত নভেম্বর থেকে এই প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য গত নভেম্বর থেকে সমীক্ষার কাজ শুরু করে রেল। সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে গত জুলাই মাসে। তারপর জেলা প্রশাসনের তরফে জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৯৯ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলকে। সেই প্রস্তাবের পরে ৩১ জুলাই ৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রেল। এরপর দ্বিতীয় দফায় ১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। এর আগে ২০১৯ সালে জেলা প্রশাসনকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রেল। ফলে সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য এখনও পর্যন্ত ২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রেল। এই প্রকল্পে এখনও বাকি রয়েছে ৫৫ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রের পরবর্তী পর্যায়ে সেই টাকা জেলা প্রশাসনকে পাঠানো হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টাকা চলে এসেছে। জমির অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে আর কোনও সমস্যা হবে। ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন যত তাড়াতাড়ি জমি পাওয়া যাবে তত তাড়াতাড়ি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। সেখানে তিনি বালুরঘাট থেকে ভেলোরের কাটপাটি স্টেশন পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন। এছাড়াও, বালুরঘাট রেল স্টেশনকে অমৃতভারত প্রকল্পের আওতায় এনে স্টেশনকে আপগ্রেড করার দাবি জানিয়েছেন। সুকান্তের দাবি পত্রের মধ্যে রয়েছে, গাজোল-গুঞ্জরিয়া ভায়া ইটাহার পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করার প্রকল্পটি। ওই প্রকল্প যাতে দ্রুত অনুমোদন করা হয় সেবিষয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি প্রস্তাবিত বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে রেলপথ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বালুরঘাট থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ আগস্ট ঃ রবিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ১২বছরের এক কিশোর। গুরুতরভাবে জখম তার বাবা-মা বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯ নং রাজ্য সড়কের বড়জোড়া থানার হাটআশুড়িয়া মোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় কৃষ্ণনগর গ্রামের অমৃত গৌড় তার স্ত্রী শ্রীপর্ণা ও ছেলে অর্পণকে বাইকে করে হাট আশুড়িয়া এলাকায় একটি মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। দুর্গাপুর দিক থেকে একটি লরি তাদের বাইকটিকে ওভারটেক করার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। ৩ জনই বাইক ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। তাদের উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা অর্পণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত অর্পণের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হলেও চালক ও খালাসী পলাতক। এই ঘটনায় কৃষ্ণনগর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুক্তি চেয়ে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ি এসএফআই অফিস দখল কান্ডে ধৃত ৫ সিপিএমের শীর্ষ নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে রবিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরে বিশাল মিছিল করলেন বাম কর্মীরা। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। এদিন তারা জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে মিছিল করে। মিছিল শেষে চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ঘটনায় সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য সমন পাঠক বলেন সেদিন নোটিশ দিয়ে এসএফআই-এর সদর দপ্তর দখল করতে এসেছিলো তৃণমূল। তারা হামলা চালায়। আমাদের কর্মীরা তা প্রতিরোধ করে। পার্টি অফিস দখল একটি ঘৃণ্য রাজনীতির পরিচয়। তৃণমূল তার ছাত্র সংগঠনকে কি এই জাতীয় শিক্ষা দিচ্ছে। এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর এই ঘটনায় যারা কোনও ভাবেই জড়িত নয় পুলিশ বেছে বেছে তাদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। আগামীকাল আদালতে ফের আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। যদি আগামীকাল এই ৫ নেতার জামিন না হয় তবে ফের বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আজ আমরা থানায় এসে পুলিশকে এই কথা জানিয়ে গেলাম।

তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২০ আগস্ট ঃ কোচবিহারের দিনহাটায় উদয়নের হাত ধরে তৃণমূলে 'ঘরওয়াপসি' দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হকের। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মফিজুল হক। এক মাসের মাথায় ফের তৃণমূলে ফিরলেন ওই নেতা। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। এদিন যোগদানের পর মফিজুল হক বলেন, দলের একাংশ নেতার প্রতি অভিমান করে বিজেপিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বিজেপি আমাদের জন্য নয়। তাই আবার তৃণমূলেই ফিরে এলাম। মন্ত্রী বলেন, ও অভিমান করে বিজেপিতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর মন ছিল তৃণমূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূলের বিপক্ষে কোনও কাজ করেনি। তাই ওকে আবার তৃণমূলে ফিরিয়ে নিলাম।

পাঠদান কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী বর্ষ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২০ আগস্ট ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবিবার পালিত হলো নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন। জানা যায় ১৯৯৯ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে প্রতি বছর গড়ে প্রায় শতাধিকের বেশি ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদান, পুষ্টির দায়িত্ব নিয়ে এসেছে এই প্রকল্প। পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষার পাশাপাশি সময়ের সাথে সাথে যোগব্যায়াম, বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী কারিগরি শিক্ষা সহ সাংস্কৃতিক শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষাও শুরু হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে আরও জানা গেছে, এই পাঠদান কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে বহু ছাত্র-ছাত্রী আজ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বদলে গেছে পিছিয়ে পড়া অনেক এলাকার শিক্ষার মানচিত্র। রবিবার সকালে পতাকা উত্তোলনের পর চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসক, মিশনের বিভিন্ন শাখার সন্ন্যাসীসহ বহু বিশিষ্টজনেরা করলেন নগর পরিক্রমা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ সহ অনেকে। রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার তরফে জানায় এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হবে গৌরবময় ২৫ বছর।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ আগস্ট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা। শনিবার রাতভর হাসপাতালে চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার। রবিবার এ নিয়ে বালুরঘাট থানায় ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃতের নাম উজ্জল মাহাতো (৪৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামজীবনপুরে। তিনি পেশায় জেসিবি মেশিনের চালক ছিলেন। মৃতের পরিবার জানায়, গত তিন-চারদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন উজ্জ্বল। ত্রিমোহিনীতে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। জ্বর না কমায় শনিবার সকালে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে রাতে হঠাৎই চিকিৎসাধীন অবস্থায় উজ্জলের মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় সর্বোচ্চ তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন ডাঃ সুদীপ দাস। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বৃদ্ধের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২০ আগস্ট ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের আর্য্য সমিতি নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নৃপেন সাহা(৬০)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের বটকৃষ্ণপল্লীতে। পেশায় রান্নার ঠাকুর তিনি। এদিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ ওই এলাকার একটি গ্যারেজের সামনে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল দুপুর থেকে ওই বৃদ্ধ পড়ে আছে ওই এলাকায়। তবে কেউ এগিয়ে আসেনি বলেই অভিযোগ। অবশেষে এদিন সকালে স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন ওই বৃদ্ধ মারা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিস্ফোরণে উড়ল আইসিডিএস কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ গোটা রাজ্য যেন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণ আর বোমা উদ্ধারের ঘটনা যেন থামছেই না। মুর্শিদাবাদে ফের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। এবার আইসিডিএস সেন্টারে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে ইচ্ছাখালি গ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে দেখতে পান বন্ধ আইসিডিএস সেন্টারটির একাংশ বিস্ফোরণের অভিঘাতে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান বন্ধ ওই আইসিডিএস সেন্টারের ভেতরে মজুত রাখা কমপক্ষে ১০-১২টি বোমা বিস্ফোরণের ফলে আইসিডিএস সেন্টারটির ছাদ এবং দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনার খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আইসিডিএস কেন্দ্রে বোমা মজুত করে রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ২০১৪ সালে ইচ্ছাখালি গ্রামে ওই আইসিডিএস কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আজ অবধি সেটি চালু করা যায়নি। স্থানীয় কিছু বাসিন্দা নাম গোপন রেখে বলেন, আইসিডিএস কেন্দ্রটি চালু করা না গেলেও স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা সেটি নিজের দখলে রেখে দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের অনুমান এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ওই কেন্দ্রটিতে বিপুল পরিমাণ বোমা মজুত করে রাখা ছিল। কিন্তু নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরও সেই বোমাগুলো নষ্ট করে ফেলার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আজ সকালে বন্ধ ঘরে কোনওভাবে বোমাগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গ্রামবাসীদের অনুমান কমপক্ষে ১০-১২ টি বোমা একসাথে ফেটে যাওয়াতে আইসিডিএস কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নাসিরুল ইসলাম বলেন, আজ সকাল সাতটা নাগাদ আমরা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি কেন্দ্রটির একাংশ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের অনুমান ঘরে রাখা বোমা বিস্ফোরণের ফলেই আইসিডিএস কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে, আইসিডিএস সেন্টারটির মূল ভবনটি বন্ধ থাকলেও বাইরে শিশুদের ক্লাস হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, এদিন বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দেখেন গোটা এলাকাটি ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদটিও উড়ে গিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মজুত করেছিল, সবদিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই এই এলাকায় বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল বলে অনুমান স্থানীয়দের। আর রবিবার সকালে হঠাৎই এই বোমা বিস্ফোরণে ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই রাজ্যের একাদিক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। মেদিনীপুর থেকে শুরু করে ভাঙড়, চোপড়া, মুর্শিদাবাদ কোথাও বাদ যায়নি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিরোধী দলের নেতারা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-III/KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/281 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of bustee lighting system at different bustee areas in Ward no. 71 under Borough-IX**; Estimated Amount : **Rs. 1,48,925.51;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/213
Name of the Work : **Development of street lighting system with energy efficient LED light fittings at Gariahat Road (from Rash Behari Avenue to Golpark Crossing) in Ward no. 86 under Borough-VIII**; Estimate Amount : **Rs. 3,54,115.00;** Earnest Money : **Rs. 7,200.00;** Period of Completion : **15 Days;**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/283
Name of the Work : **Proposed wellness clinic (Health Unit) at 2nd floor adjacent to Northern Park in Ward no. 70 under Borough -VIII (installation work of electrical wiring and other electrical allied works (UHWC)**; Estimate Amount : **Rs. 2,49,611.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **29.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1) & **31.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **29.08.2023 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1) & **31.08.2023 at 2.30 p.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1) & **18.08.2023 at 6 p.m.** (for Sl. no. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/MG-047/2022-23 (1st Call)
Name of the Work : **Development of road and different work at CS-16, GS-15, GS-13, 2/9 etc. Golfgreen in Ward no. 95, Borough-X under Road Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,74,814.27;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **15 Days;** Last date and time of submission of Bid : **29.08.2023 at 3 p.m.**; Bid opening date for Technical Proposal (online) : **31.08.2023 at 3 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **18.08.2023 at 5 p.m** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-03/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of road surface at Phool Bagan from 70A, Phool Bagan to 77, Phool Bagan by lowering and allied works in Ward no. 101, under Borough-XII, Roads Mechanical Department**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,63,938.37;** Earnest Money : **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **12 Days;**

(3) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-13/22-23 (1st Call)
Name of the Work : **Development of road surface from Renukona Park to Dulal Kerosin Shop by Mechanical Means in Ward no. 99, Borough-X under Roads(M) Department**; Estimate Amount (including GST & CESS : **Rs. 4,96,525.82;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **12 Days;**

(4) NIT No.: KMC/ASPH/TRKPALMER-006/2023-24
Name of the Work : **Improvement of road surface at 2 no. Convent Lane in Ward no. 56, Borough-VII under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : **Rs. 4,98,568.04;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **10 Days;**

(5) NIT No.: KMC/ASPH/TRKPALMER-002/2023-24
Name of the Work : **Improvement of road surface at Upendra Chandra Banerjee Road in premises no. 36 in Ward no. 30, Borough-III under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : **Rs. 4,53,866.32;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **10 Days;** Last date and time of submission of Bid : **05.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. no. 2 &3), **02.09.2023 at 1 p.m.** (for Sl. no. 4) & **01.09.2023 at 1 p.m** (for Sl. no. 5); The bid forms and other details are available on and from **25.08.2023 after 5 p.m** (for Sl. no. 2 & 3) & **23.08.2023 at 1 p.m** (for Sl. no. 4 & 5). The websites **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 2 to 5).

The Director General (Roads)/,KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/79 (1st call)
Name of the Work : **Raising pit covers at Southern Avenue from S.P.M Road to Golpark and its lanes and bye lanes (Northern Flank) under Borough-VIII**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,719.47** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/147 (1st call)
Name of the Work : **Repairing of small cuts dugs by W/S, S&D, P.U. agencies at different places of E.M. Byepass Service Road from P.A.S. Connector to R.B. Avenue Connector (Western Flank) in Ward no. 106, 107 under Borough-XII**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,122.74** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/78 (1st call)
Name of the Work : **Raising pit covers at Southern Avenue from Golpark to S.P.M. Road and its lanes and bye lanes (Southern Flank) under Borough-VIII**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,94,887.48** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 9,900.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(4) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/92 (1st call)
Name of the Work : **Lowering, raising and supplying M.H Cover and C.P. Cover to provide smooth riding surface at different places in Ward no. 100, Borough-X**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,93,363.21** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **120 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **09.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2), **05.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 3) & **02.09.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2), **25.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 3) & **23.08.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 4). The websites **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 3) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 4).

The Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC invites tender online quoted/percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-72/23-24
Name of the Work : **Annual maintenance contract for air conditioning system at IUM under KMC**; Estimated Amount : **Open;** Earnest Money : **Rs. 7,500.00;** Period of Completion : **365 Days;**

(2) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-73/23-24
Name of the Work : **Annual maintenance contract for air conditioning system at VIP Guest House under KMC**; Estimated Amount : **Open;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **365 Days;**

(3) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-75/23-24
Name of the Work : **Renovation of lighting arrangement with other allied works at Dhapa Garage under KMC**; Estimated Amount : **Rs. 1,96,835.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **15 Days;** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (E)/LTG(CRM), KMC invites tender online two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-19/23-24
Name of the Work : **Restoration of MS Blower and allied works in the APC system connected with furnace no. 1 & 2 at Old Complex of Nimtala Burning Ghat**; Estimate Amount : **Open Quotation;** Earnest Money : **Rs. 5,400.00;** Period of Completion : **7 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **05.09.2023 at 5 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **23.08.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

605/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

যদি আচমকা মাথা ঘুরে যায়

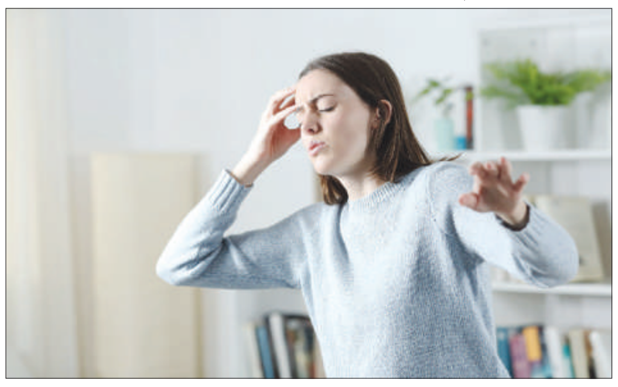

দুরন্ত বার্তা ঃ আপনি বসে আছেন কিংবা হাঁটছেন, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। আবার এমনও হতে পারে, শুয়ে শুয়ে মোবাইল কিংবা ল্যাপটপে কোনো সিনেমা দেখছেন, আচমকাই মাথা ঘুরে উঠল। সেই সঙ্গে চোখে ঝাপসা বা অন্ধকার দেখছেন। স্বাভাবিক ঘটনা মনে করে প্রথমে হয়তো পাত্তাই দিলেন না ব্যাপারটা। কিন্তু বারবার এমন সমস্যা হলে তা কোনোমতেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসকদের মতে, বিভিন্ন কারণে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে এর প্রধান কারণ ভার্টিগো। যদিও এই ভার্টিগো কোনো মেডিকেল অবস্থা নয়। বরং বলা চলে, কোনো রোগের উপসর্গ হতে পারে। কিন্তু রোগ ছাড়া যদি আপনি ক্রমাগত মাথা ঘোরা বা মাথা ঝিমঝিম করার সম্মুখীন হন, তাহলে সচেতন হওয়া জরুরি। অনেক সময় মানসিক চাপের কারণে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে অর্থোস্ট্যাটিক এবং পোস্টুরাল হাইপোটেনশনের কারণে হঠাৎ ভার্টিগো হতে পারে, যা নিম্ন রক্তচাপের একটি লক্ষণ। এ ছাড়া মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে কখনো কখনো ঘুম থেকে ওঠার পরও মাথা ঘুরতে পারে। কানের ভেতরে কোনো সমস্যা হলেও এমন হতে পারে। আবার গরমে ঘেমে হঠাৎ রক্তচাপ কমে গেলে মাথা হালকা হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হতে পারে। চিকিৎসকরা বলেন, হৃদযন্ত্রের পেশি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হওয়ার স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত হলেও এই ধরনের সমস্যা দিতে পারে। এ ছাড়া সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হলেও মাথা ঝিমঝিম করতে পারে।

কী করবেন ঃ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শরীরে জলের ঘাটতি হলে মাথা ঘোরার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই কারণে সমস্যা কমাতে বারবার জল পানের পরামর্শ দেন তারা। এই সমস্যার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন, সব বয়সেই এই রোগ হওয়া সম্ভব। তবে মাথায় রাখতে হবে যে ৬০ ঊর্ধ্বদের মধ্যেই ভার্টিগো বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এখন ছোটদেরও এই রোগ হয়। যদি স্ট্রেস আপনার জন্য ভার্টিগোর কারণ হয়ে থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। মানসিক চাপ কমানোর জন্য আপনি গান শুনতে পারেন, ধ্যান করুন। যোগব্যায়াম করলেও মানসিক চাপ কমতে পারে। এ ছাড়া ক্যাফেইনযুক্ত খাবার ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, ভেস্টিবুলার সিস্টেমের গোলমাল হলেই মূলত ভার্টিগো হয়। মস্তিষ্কের যে অংশ কিংবা ভেস্টিবুলার যেসব স্নায়ু দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে, সেগুলোতে সমস্যা দেখা দিলেই ভার্টিগো হতে পারে।

শিশুরা যখন ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়

দুরন্ত বার্তা ঃ ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী এডিস মশা কামড় দেওয়ার পর সুস্থ শিশুর শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এর চার থেকে দশ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। ডেঙ্গু যেহেতু ভাইরাসজনিত রোগ, তাই এই রোগে জ্বরের তাপমাত্রা সাধারণত ১০১ থেকে ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে পারে। তবে ডেঙ্গু হলেই যে তীব্র জ্বর থাকবে, এমনটা নয়।

ডেঙ্গুর এই জ্বরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ফেব্রাইলফেজ ঃ শিশুর ডেঙ্গুজ্বর দুই থেকে তিন দিন বা এর চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হলে।

২. অ্যাফেব্রাইল ফেজ ঃ এই সময় শিশুর আর জ্বর থাকে না। সাধারণত এর সময়কাল থাকে দুই-তিন দিন।

৩. কনভালসেন্ট ফেজ ঃ যখন শিশুর শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। এর সময়কাল থাকে চার-পাঁচ দিন।

অ্যাফেব্রাইল ফেজে অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এই ক্রিটিক্যাল ফেজে শিশুর জ্বর বা শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পর শিশু সংকটপূর্ণ অবস্থায় চলে যেতে পারে। এই সময়ে শিশুর শরীরে প্লাজমা লিকেজ হয় এবং তা শরীরের বিভিন্ন অংশে জমা হয়ে থাকে। এই কারণে রোগীর পেট ফুলে যায় বা রক্তক্ষরণের মতো সমস্যা দেখা দেয় যার কারণে শিশুর ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হতে পারে। তাই জ্বর সেরে যাওয়ার দুই থেকে তিন দিন শিশুকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা প্রয়োজন। শিশুরা এই সময় স্বাভাবিক চঞ্চলতা ভুলে প্রচুর কান্নাকাটি করে থাকে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়, কিছুই খেতে চায় না, বমি বমি ভাব হয়। ছয় থেকে আট ঘণ্টার মধ্যে শিশুর প্রস্রাব না হওয়া ডেঙ্গুর মারাত্মক লক্ষণগুলোর একটি। শরীরে লালচে র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। এছাড়া মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, পেটে ব্যথা হতে পারে। চোখ লাল হয়ে যাওয়া, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এই লক্ষণগুলো সাধারণত অ্যাফেব্রাইল স্তরে বেশি হয়ে থাকে। পরিস্থিতি গুরুতর হলে, ডেঙ্গুর কারণে শিশুর শকে যাওয়ার অবস্থা হলে তার পেট ফুলে যেতে পারে বা শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে যেমন-রক্তবমি হওয়া, মলের সঙ্গে বা নাক দিয়ে রক্ত পড়া।

মেডিকেল পরীক্ষায় যদি শিশুর ডেঙ্গু ধরা পড়ে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ডেঙ্গু হলেই যে শিশুকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে তা নয়। বাড়িতে রেখে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব। শিশুর মধ্যে গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পেলে চিকিৎসকরাই তাকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেবেন। শিশুর মধ্যে ডেঙ্গুর প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিলে চিকিৎসকরা রক্তের পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। এগুলো হলো-কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি), ডেঙ্গু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন, এসজিপিটি ও এসজিওটি। এসব পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হলে প্রতিদিন একবার সিবিসি পরীক্ষার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি নাকি অবনতি হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

শিশুর শরীরে যদি জ্বর থাকে, তাহলে জল দিয়ে শরীর বারবার স্পঞ্জ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিশুর ডেঙ্গু শনাক্ত হলে বারবার তরল খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। শিশুকে জল ও মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বেশি পরিমাণে তরল খাবার, বিশেষ করে খাওয়ার স্যালাইন, ডাবের জল, ফলের শরবত, সুপ খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। ডেঙ্গুর ধরন ও লক্ষণ বুঝে চিকিৎসকরা শিশুদের প্যারাসিটামল বা অন্যান্য ওষুধ দিয়ে থাকেন। রক্তচাপ অস্বাভাবিক থাকলে স্যালাইন দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। শিশুর শরীরে রক্তক্ষরণ শুরু হলে রক্ত দেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে। শিশুর রক্তে প্লাটিলেট যদি পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজারের নিচে চলে আসে বা রক্তরক্ষণ হয়, তাহলে শিশুকে আইসিইউতে রেখে প্লাটিলেট দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণত চারজন ডোনার থেকে এই প্লাটিলেট সংগ্রহ করা হয়। তাই শিশুর শারীরিক পরিস্থিতি গুরুতর হলে অন্তত রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে কয়েকজন রক্তদাতাকে প্রস্তুত রাখতে হবে। রোগীর পরিস্থিতি গুরুতর হলে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি বুকের এক্সরে, পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি, ইলেকট্রোলাইটের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। এছাড়া প্রস্রাব না হলে ক্রিয়াটিনিনের মাত্রাও দেখা হয়।

শিশুদের ফ্লুয়িড ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো না হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। দেরি হয়ে গেলে রোগীর পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে যায়। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যুর পেছনে এটা একটা বড় কারণ। জ্বর এলে অভিভাবকরা দেরি করে হাসপাতালে আসছেন। শুরু থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না হওয়ায় রোগীর পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। তাই জ্বর হলে শিশুদের অতি দ্রুত হাসপাতালে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডেঙ্গু প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে এডিস মশার উৎস ধ্বংস করতে হবে প্রথমে। এডিস মশা সাধারণত গৃহস্থালির পরিষ্কার জলে জন্মে থাকে যেমন-ফ্রিজে জমে থাকা জল, এসিতে জমে থাকা জল, ফুলের টব, গাড়ির টায়ার বা ডাবের খোলে বৃষ্টির জমে থাকা জল। তাই এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিতে পারে এমন স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শিশুদের দিনে ও রাতে মশারির ভেতরে রাখতে হবে। বিশেষ করে নবজাতক শিশুকে সার্বক্ষণিক মশারির ভেতরে রাখতে হবে। ফুলহাতা জামা ও প্যান্ট পরিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া হাসপাতালে কোনো শিশু যদি অন্য রোগের চিকিৎসাও নিতে আসে, তাহলে তাকেও মশারির ভেতরে রাখতে হবে। কারণ ডেঙ্গু আক্রান্ত কাউকে এডিস মশা কামড়ে পরে আবার অন্য কোনো সুস্থ শিশুকে কামড়ালে তার শরীরেও ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিশুরা যে সময় বাইরে ছুটোছুটি বা খেলাধুলা করে, সে সময়টাতে তাদের শরীরে মসকুইটো রেপেলেন্ট অর্থাৎ মশা নিরোধীকরণ স্প্রে, ক্রিম বা জেল ব্যবহার করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা পরপর এই রেপেলেন্ট প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ প্রথম সন্তান হওয়ার পর পেটে অসংখ্য স্ট্রেচ মার্ক রয়ে গেছে। শাড়ি পরতে লজ্জা লাগে। কিছু ওষুধ ও মলম ব্যবহার করেছি। সেভাবে লাভ হয়নি। কি উপায়ে এই দাগগুলো দূর করা যায়?

উত্তর ঃ হঠাৎ ওজন বেড়ে গেলে বা ওজন কমে গেলেও নারী-পুরুষ সবার শরীরে স্ট্রেচ মার্ক দেখা যায়। বিশেষ করে সন্তানধারণের পর বেশিরভাগ নারীর পেটে ও কোমরে এই স্ট্রেচ মার্ক দেখা যায়। এটি শরীরের সৌন্দর্যই শুধু কমিয়ে দেয় না, এটি শরীরে পুষ্টিহীনতারও লক্ষণ প্রকাশ করে। সাধারণত স্ট্রেচ মার্কের সমস্যা এলে অনেকে প্রথমে তা গুরুত্ব দিতে চান না। কিন্তু এটি ত্বকেরও ক্ষতি করে। স্ট্রেচ মার্ক অল্প থাকলে তা কিছু ঘরোয়া উপায়েই মোকাবিলা করা যায়। ত্বকের যে কোনো সমস্যার জন্য আলুর রস খুব উপযোগী। স্ট্রেচ মার্কের ওপর আলুর রস মাখিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। এ ভাবে কয়েক সপ্তাহ যত্ন নিলেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যায়। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনেরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি যোগ করুন। এবার চিনিসহ লেবুটিকে স্ট্রেচ মার্কের ওপর ঘষতে থাকুন। চিনি গলে গেলে ভালো করে ধুয়ে নিন।

প্রশ্ন ঃ শিশুর দাঁত উঠতে দেরি হওয়া কি খারাপ?

উত্তর ঃ দাঁত ওঠাকে অনেকে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের একটি মাপকাঠি মনে করেন। তাই শিশুর দাঁত দেরিতে উঠলে চিন্তায় পড়ে যান অনেক অভিভাবক যদিও দাঁত ওঠার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার কোনো সম্পর্ক নেই। মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় ছয় সপ্তাহ থেকেই শিশুর দুধদাঁতের কুঁড়ি ওঠা শুরু করে। জন্মের পর ছয় মাস বয়সের কাছাকাছি সময়ে নিচের পাটির মাঝের দিকে প্রথম সেই দাঁত দেখা যায়। এরপর আস্তে আস্তে অন্য দুধদাঁতগুলো উঠতে থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে দাঁত ছয় মাসে না উঠে আরও দেরিতে উঠতে পারে। কখনো দেখা যায়, শিশুর দেড় বছর বা ১৮ মাস হয়ে গেছে, তারপর ও দাঁত উঠছে না। তখন বলা যায় যে শিশুর দাঁত উঠতে দেরি হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার পায়ে একটি বিড়াল আঁচড়ে দিয়েছে। রক্তপাত হয়নি। তবে আঁচড়ের সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে। কয়েকবার ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করেছি। আমার কি টিকা নিতে হবে? বিড়ালটি বাড়ির আশপাশেই থাকে। বিড়ালটি র‍্যাবিশে আক্রান্ত কি না, কীভাবে বুঝব?

উত্তর ঃ বিড়ালের আঁচড় বা কামড়ের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের গভীরতা গুরুত্বপূর্ণ। আঁচড়ের ফলে যদি রক্তপাত হয়, তাহলে রক্তের সঙ্গে জীবাণুর সংস্পর্শ ঘটে। তখন টিকা নেওয়া এবং যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণের দরকার হয়। আপনার যেহেতু রক্তপাত হয়নি এবং আঁচড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করেছেন, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। টিকা নেওয়ারও দরকার আছে বলে আপাতত মনে হচ্ছে না। বিড়াল র‍্যাবিশে আক্রান্ত কি না, বোঝার জন্য কতগুলো লক্ষণ আছে। বিড়ালের আচরণে পরিবর্তন আসবে, আগ্রাসী হয়ে উঠবে। ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া, মুখ দিয়ে লালা ঝরা বা গলার স্বরে পরিবর্তন আসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে বুঝবেন বিড়াল র‍্যাবিশে আক্রান্ত। আর র‍্যাবিশে আক্রান্ত বিড়াল সাধারণত বেশি দিন বাঁচে না। যদি মোটামুটি ৮-১০ দিন সুস্থ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে বিড়াল র‍্যাবিশে আক্রান্ত ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২২ বছর। বিয়ে করেছি ছয় মাস হলো। আমার স্বামীর বয়স একটু বেশি। তাই বিয়ের পর থেকেই বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু গর্ভ ধারণ করতে পারছি না। কী করণীয়?

উত্তর ঃ পুরো এক বছর মাসিকের দশম দিন থেকে ১৮তম দিনের মধ্যে নিয়মমতো স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করার পরও যদি গর্ভে সন্তান না আসে, শুধু তখনই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। কাজেই আপনি আরো ছয় মাস চেষ্টা করে দেখুন। আপনার যে বয়স, তাতে এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

পেসমেকার

পেসমেকার হলো একটি ছোটো যন্ত্র যা বুকে বসানো হয় হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য এটি হৃদপিণ্ডকে খুব ধীরে স্পন্দন থেকে বিরত রাখতে ব্যবহৃত হয়।

পেসমেকারের প্রকারভেদ ঃ

আপনার অবস্থার উপর নির্ভর করে, আপনার নিম্নলিখিত ধরনের পেসমেকার গুলির মধ্যে একটি থাকতে পারে।

একটি চেম্বার পেসমেকার

এই ধরনের সাধারণতঃ পেসমেকার আপনার হৃদয়ের ডান ভেন্ট্রিকেলে বৈদ্যুতিক আবেগ বহন করে।

ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার

এই ধরনের বৈদ্যুতক আবেগগুলি ডান ডেন্ট্রিকেল এবং আপার হৃদয়ের ডান অলিন্দে বহন করে যাতে দুটি চেম্বারের মধ্যে সংকোচনের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

বাইভেন্ট্রিকুলার পেসমেকার

বাইভেন্টিকুলার পেসিং, যাকে কার্ডিয়াক রিসিঙ্কোনাইজেশন থেরাপিও বলা হয়, যাদের হার্ট ফেলিওর এবং হার্টবিটের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য। এই ধরনের পেসমেকার হার্টের স্পন্দনকে আরও দক্ষতার সাথে করার জন্য নিম্ন হৃদপিণ্ডের উভয় প্রকোষ্ঠকে (ডান এবং বাম ভেন্ট্রিকল) উদ্দীপত করে।

কিভাবে আপনার হৃদয় কাজ করে

হৃদপিণ্ড হলো একটি পেশীবহুল, মুষ্টির আকারের পাম্প যার চারটি প্রকোষ্ঠ, দুটি বামদিকে এবং দুটি ডানদিকে।

উপরের চেম্বারগুলি (ডান এবং বাম আস্ট্রিয়া) এবং নীচের চেম্বারগুলি (ডান এবং বাম নিলয়) আপনার পেসমেকার হৃদয়ের স্পন্দন একটি উপযুক্ত হারে রাখতে হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সাথে কাজ করে-সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্রামে ৬০ থেকে ১০০ বাঁটি আপনার হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সিস্টেম আপনার হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে, হৃদপিণ্ডের শীর্ষে (সাইনাস সেল) কোষগুলির একটি গ্রুপ থেকে শুরু করে এবং নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে এটি সংকুচিত হয় এবং রক্ত পাম্প করে। বার্ধক্যে হার্ট অ্যাটাকের কারণে হার্টের পেশীর ক্ষতি, কিছু ওষুধ এবং কিছু জেনেটিক অবস্থার কারণে হৃদপিণ্ডের অনিয়মিত ছন্দ হতে পারে।

পেসমেকার কি করে?

পেসমেকার শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় কাজ করে। যদি আপনার হৃদস্পন্দন খুব ধীর হয় (ব্র্যাডিকার্ডিয়া) পেসমেকার বাঁটি সংশোধন করার জন্য আপনার হৃদয়ে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায়। কিছু নতুন পেসমেকারের সেন্সর রয়েছে যা শরীরের গতি বা শ্বাস-প্রশ্বাসের হার সনাক্ত করে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যায়ামের সময় হৃদস্পন্দন বাড়ানোর জন্য ডিভাইগুলিকে সংকেত দেয়। একটি পেসমেকারের দুটি অংশ আছে ঃ

১) পালস জেনারেটর ঃ এই ছোটো ধাতব বাক্সে একটি ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক স্পন্দনের হার নিযন্ত্রণ করে।

২) তার (ইলেক্ট্রোড) ঃ এক থেকে তিনটি নমনীয় তার হৃদপিণ্ডের এক বা একাধিক চেম্বারে স্থাপন করা হয় এবং হৃদস্পন্দন সামঞ্জস্য করতে বৈদ্যুতিক স্পন্দন সরবরাহ করে।

যাইহোক, কিছু নতুন পেসমেকারের তারেরর প্রয়োজন হয় না। ওয়্যারলেস পেসমেকার নামক এই ডিভাইসগুলি সরাসরি হার্টের পেশীতে বসানো হয়।

বেশিরভাগ পেসমেকার ইমপ্ল্যান্টেশন অপারেশনের এলাকাকে অসাড় করার পর করা হয়। আপনি পুরোপুরি জেগে থাকতে পারেন বা হালকা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন অপারেশন চলাকালীন এক বা একাধিক তারগুলি আপনার কলারবোনের নীচে বা কাছাকাছি একটি শিরায় ঢোকানো হয় এবং এক্স-রে চিত্র ব্যবহার করে আপনার হৃদয়ে লাগানো হয়। প্রতিটি তারের একটি প্রান্ত আপনার হৃদয়ে উপযুক্ত অবস্থানে রাখা হয়, যখন অন্য প্রান্তটি পালস জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা সাধারণতঃ আপনার কলারবোনের নীচে ত্বকের নীচে রাখা হয়। অপারেশনের পর আপনার পেসমেকারকে আপনার হার্টের ছন্দের চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রোগ্রাম করা হবে। পেসমেকার অপারেশনের পরে আপনার প্রায় এক মাসের জন্য জোরালো ব্যায়াম বা ভারী বস্তুতোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে জায়গায় পেসমেকার বসানো হয়েছে সেখানে চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ডাক্তারকে প্রতি ৩ থেকে ৬ মাসে আপনার পেসমেকার পরীক্ষা করা উচিত। আপনার পেসমেকার কীভাবে কাজ করছে এবং কতটা ব্যাটারি লাইফ বাকি আছে তা জানতে। পেসমেকারের ব্যাটারি ৫ থেকে ১৫ বছর স্থায়ী হওয়া উচিত। ব্যাটারি কাজ করা বন্ধ করলে, এটি প্রতিস্থাপন করতে আপনার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। আপনার পেসমেকারের বাটারি পরিবর্তন করার পদ্ধতিটি সহজ এবং কম সময় লাগে।

বিশেষ সতর্কতা সমূহঃ

আপনাকে কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-

সেলফোন, সেলফোনে কথা বলা নিরাপদ, তবে আপনার সেলফোনটিকে আপনার পেসমেকার থেকে কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) দূরে রাখুন। শার্টের পকেটে ফোন রাখবেন না। আপনার ফোনে কথা বলার সময়, আপনার পেসমেকার যেখানে ইমপ্লান্ট করা হয়েছিল তার বিপরীত দিকে কানের কাছে ধরে রাখুন। এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি গেট দিয়ে দ্রুত যাওয়া আপনার পেসমেকারে হস্তক্ষেপ করবে না, যদিও পেসমেকারের ধাতু অ্যালার্ম বাজতে পারে। কিন্তু ধাতুসনাক্তকরণ সিস্টেমের কাছাকাছি থাকা বা ঝুঁকে থাকা এড়িয়ে চলুন। সম্ভাব্য সমস্যা এড়াতে, আপনার একটি পেসমেকার আছে উল্লেখ করে একটি আইডি কার্ড সঙ্গে রাখুন। নিশ্চিত করুন যে আপনার সমস্ত ডাক্তার এবং ডেন্টিস্ট জানেন যে আপনার একটি পেসমেকার আছে। কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি, যেমন এমআরআই, ক্যান্সার বিকিরণ চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের সময় রক্তপাত নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্ট্রোকাউটারি, এবং বড় কিডনিতে পাথর বা পিত্তথলি ভেঙে ফেলার জন্য শক ওয়েভ লিথোট্রিপসি আপনার পেসমেকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি, ওয়েল্ডিং সরঞ্জাম, উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার বা মোটর জেনারেটর সিস্টেম থেকে কমপক্ষে ২ ফুট দুরে দাঁড়ান। আপনি যদি এই জাতীয় সরঞ্জামগুলির আশেপাশে কাজ করেন তবে আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন যে সরঞ্জামগুলি আপনার পেসমেকারকে প্রভাবিত করবে কিনা। আপনার পেসমেকারে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা নেই এমন ডিভাইসগুলির মধ্যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, টেলিভিশন রয়েছে এবং রিমোট কন্ট্রোল, রেডিও, টোস্টার, বৈদ্যুতিক কম্বল, বৈদ্যুতিক শেভার এবং বৈদ্যুতিক ড্রিল মেশিন।

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIIMS), FNB FELLOW UHN (CANADA), Director in Cardiologist Disan Hospital
For Appointment : 9073982409

নতুন হাঁটু নিয়ে পুরনো জীবনে ফিরে আসুন

মধ্য বয়সে হাঁটুর অস্থিসন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে গেলে অস্টিও আর্থ্রারাইটিস হলে হাঁটুর ব্যথায় স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। ফলে মানুষের রুটিন মাফিক কাজের ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত ঘটা জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে প্রয়োজন শুধু সাধারণ একটা অপারেশন। তবে রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সাহায্যে নি-জয়েন্ট রিপ্লেস করে ফিরে আসা যায় পূর্বের স্বাভাবিক জীবনে। জানালেন কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিকের রিপ্লেসমেন্ট বিভাগের ডাইরেক্টর অর্থোপেডিক ও রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ও পনেরো হাজারেরও বেশি হাঁটু প্রতিস্থাপনের রূপকার ডাঃ সন্তোষ কুমার।

প্রশ্ন ঃ কৃত্রিম প্রস্থেসিসের সাহায্যে সত্যিই কি পুরনো জীবনে ফিরে আসা সম্ভব?

সন্তোষ কুমার ঃ হ্যাঁ সম্ভব। কারণ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পরে ঐ কৃত্রিম হাঁটুর সাহায্যেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা, বাজার করা, বাসে যাতায়াত করা বা গাড়ি চালানো থেকে পাহাড় বা সমুদ্রে যাওয়া থেকে সব কাজই খুবই সহজে ও ভালোভাবে করা যায়। হাই ফ্লেক্সি নির মতো বর্তমানে উন্নত ধরণের প্রস্থেসিস ব্যবহার করলে প্রয়োজনে মাটিতেও বসতে পারা যায়। এর পরে যদি সার্জারিটা রোবোটিক সার্জারি হয় তাহলে সকল প্রকার কাজই অনেক বেশি সাবলীল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ আমি কি করে বুঝবো যে আমি অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত?

সন্তোষ কুমার ঃ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধ ঘন্টা বা তারও বেশি হাঁটু ব্যথায় শর্ক হয়ে থাকলে, ব্যথার হাঁটলে বা সিঁড়ি ভাঙলে হাঁটুর ব্যথায় ঘুম না এলে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসক হাঁটু পরীক্ষা করে ও হাঁটুর ধরণ দেখে ও হাঁটু কতটা ভাঁজ করা যায় সেটা দেখে এক্স-রে রিপোর্ট অনুযায়ী নিশ্চিত হয়ে হাঁটুতে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারি থেকে রোবোটিক সার্জারি কেন বেশি সুবিধাজনক?

সন্তোষ কুমার ঃ সম্প্রতি বেলভিউ ক্লিনিকে রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি চালু হয়েছে। রোবোট মিলিটারের কয়েক সহস্রাংশের পর্যন্ত হিসাব করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস একশো শতাংশ সঠিক হয়। আবার একইভাবে হাড় ও সফট টিস্যুও নিখুঁত ভাবে কাটা হয় বলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও অনেক কমে যায়। অপারেশনের পরের দিনই রোগীকে হাঁটানো হয়। কোন জটিলতা না থাকলে সাধারণত তিন দিন পরেই রোগীকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। রোগীও দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। আবার যেহেতু প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্ট সম্পূর্ণ সঠিক হয় সেহেতু প্রস্থেসিসের আয়ুস্কালও বেড়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ঠিক কোন বয়সে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করা যায়?

সন্তোষ কুমার ঃ এখানে বয়সটা কোন বিষয় নয়। যে সময়ে স্বাভাবিক জীবন সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যায়, ঠিক তখনই জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবা হয়। দেরী হলে সার্জারিরও সমস্যা হতে পারে। সারতেও সময় লাগে। আবার সময়ের আগেও সার্জারি করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ হাঁটু প্রতিস্থাপনে কোন ইমপ্ল্যান্ট ভালো?

সন্তোষ কুমার ঃ আমি যে ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করি সেগুলি সবই আন্তর্জাতিক মানের গুণমান সম্পন্ন। এরই সাথে চলে নিয়মিত ফলোআপ ও পরবর্তী সময়ে রোগীর অবস্থার ডেটা রাখা। এখানে সবচেয়ে ভালো ইমপ্ল্যান্ট বলে কিছু নেই। প্রতিস্থাপনের কর্মক্ষমতা ও পরবর্তী সময়ে সেটা কেমন আছে। অবশ্য এটা নির্ভর করে কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ও সার্জনের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর।

প্রশ্ন ঃ রোবোটিক সার্জারি কি খরচ সাপেক্ষ?

সন্তোষ কুমার ঃ না। সকলের সাধ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই রোবোটিক সার্জারি। তবে দুটি হাঁটু একই সাথে রিপ্লেসমেন্ট করলে খরচ আরও কম পড়ে। এছাড়াও আছে মেডিক্লেমের সুবিধা। ভীত না হয়ে সঠিক সময়ে হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে রিপ্লেসমেন্ট করাই শ্রেয়।

ডাঃ সন্তোষ কুমার
Consultant Orthopedic Joint Replacemnt Surgeon, Belle Vue Clinic, Kolkata
For Appointment : 9831266632

মহিলাদের মধ্যে মাইগ্রেনের হার অনেক বেশি

দুরন্ত বার্তা ঃ মাথার ভেতরের রক্ত চলাচলের তারতম্যের কারণে মাইগ্রেন হয়। রক্ত চলাচল কমে গেলে হঠাৎ করে চোখে সব অন্ধকার দেখা যায় এবং পরে রক্ত চলাচল হঠাৎ বেড়ে গিয়ে প্রচণ্ড মাথাব্যথার অনুভূতি তৈরি হয়। চকলেট, পনির, কফি ইত্যাদি বেশি খাওয়া, জন্মবিরতিকরণ ওষুধ, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত ভ্রমণ, ব্যায়াম ইত্যাদির কারণে এই রোগ হতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি পাঁচজন মহিলার একজন এবং প্রতি পনেরো জনে একজন পুরুষের মাইগ্রেন হয়ে থাকে অর্থাৎ মহিলাদের বেলায় এই হার কিন্তু তিনগুণ বেশি। কারণ মহিলাদের হরমোনাল চেঞ্জ বেশি হয়। মাসিক, প্রেগনেন্সি ও মেনোপজ এগুলো মাইগ্রেন পেইনের সঙ্গে রিলেটেড। অনেক সময়ে মেনোপজের পর মাইগ্রেনের সমস্যা কমতে থাকে, আবার পিরিয়ডের আগে এটি বেশি হয়ে থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫-৫০ বয়সীদের মাইগ্রেন পেইন বেশি হয়ে থাকে।

সাধারণ লক্ষণ ঃ মাথাব্যথা, বমি ভাব এই রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে অতিরিক্ত হাই তোলা, কোনো কাজে মনোযোগ নষ্ট হওয়া, বিরক্তি বোধ করা ইত্যাদি উপসর্গ মাথাব্যথা শুরুর আগেও হতে পারে। মাথার যে কোনো অংশ থেকে এই ব্যথা শুরু হয়। পরে পুরো মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চোখের পেছনে ব্যথার অনুভূতি তৈরি হতে পারে। চোখের ওপর হালকা চাপ দিলে আরাম লাগে। মাথার দুই পাশে কানের ওপর চাপ দিলে এবং মাথার চুল টানলেও ভালো লাগে। তখন শব্দ ও আলো ভালো লাগে না। কখনো কখনো অতিরিক্ত শব্দ ও আলোয় মাথাব্যথা বেড়ে যায়।

ক্লাসিক্যাল লক্ষণ ঃ এতে দৃষ্টি সমস্যা, যেমন-চোখে উজ্জ্বল আলোর অনুভূতি, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিসীমানা সরু হয়ে আসা অথবা যে কোনো একপাশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ হতে পারে। ২০ মিনিট স্থায়ী এসব উপসর্গের পর বমির ভাব এবং মাথাব্যথা শুরু হয়, যা সাধারণত এক পাশে হয়। দৃষ্টির সমস্যা এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে ধরে নিতে হবে এটি মাইগ্রেন নয়। মস্তিষ্ক অথবা চোখে অন্য কোনো সমস্যার কারণে দৃষ্টির এই সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। মাথাব্যথা ছাড়া শুধু দৃষ্টির সমস্যাও ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেনের লক্ষণ হতে পারে।

করণীয় ঃ মাইগ্রেন থাকলে প্রতিদিন অন্তত আট ঘণ্টা ঘুম দরকার। যেসব খাবার খেলে ব্যথা শুরু হতে পারে, যেমন-কফি, চকলেট, পনির, আইসক্রিম, মদ ইত্যাদি একদম বাদ দিতে হবে। বেশি সময় না খেয়ে থাকা যাবে না। জন্মবিরতিকরণ ওষুধ যারা খায়, তাদের সেটা সেবন না করাই শ্রেয়। প্রয়োজনে অন্য পদ্ধতি বেছে নেওয়া যেতে পারে। পরিশ্রম, মানসিক চাপ ও দীর্ঘ ভ্রমণ বর্জনের মাধ্যমে মাইগ্রেন অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়।

চিকিৎসা ঃ নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞর কাছে যেতে পারেন মাইগ্রেণ সমস্যা নিয়ে। বারবার মাইগ্রেনের আক্রমণ কমানোর জন্য ডাক্তার সাধারণতঃ পিজোটিফেন, অ্যামিট্রিপটাইলিন, বিটাব্লকার জাতীয় ওষুধ কার্যকর। মাথাব্যথা শুরু হলে প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ওষুধ ভালো। বমির ভাব কমানোর জন্য মেটোক্লোর প্রোমাইড, ডমপেরিডন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব ওষুধে মাথাব্যথা না কমলে সুমাট্রিপটান, আরগোটামাইন জাতীয় ওষুধে অনেক সময় যথেষ্ট স্বস্তি পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই বারবার এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মনে রাখবেন, সব মাথাব্যথাই মাইগ্রেন নয়, দৃষ্টিস্বল্পতা, মস্তিষ্কের টিউমার, মাথায় রক্তক্ষরণ প্রভৃতি কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে চক্ষুবিশেষজ্ঞের পাশাপাশি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

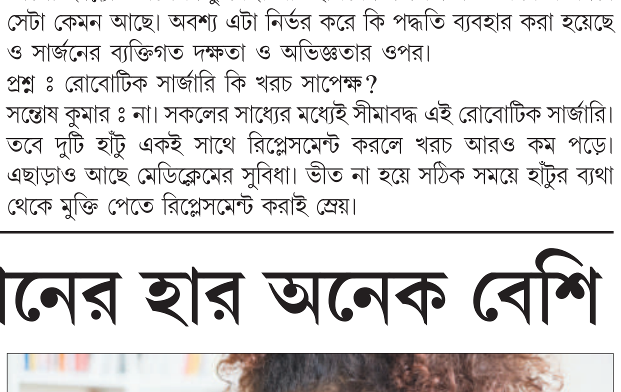

পুজোর শুভ সূচনা

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ২০ আগস্ট ঃ বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি নির্ভশীল হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। সেই প্রযুক্তি সুফল ও কুফল তুলে ধরে মহিষাদল যুব সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের ৪৭ তম বর্ষের থিম করেছে বিজ্ঞান প্রগতি স্রতো, জীবিন ভাসে কি চোরা পথে?। রবিবার খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে মন্ডপ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল বিধানসভার বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, মহিষাদল থানার ওসি প্রলয় চন্দ্র, প্রাক্তন অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, জেলা পরিষদের সদস্য সীমা মাইতি সহ অন্যান্যরা। মহিষাদল যুব সাংস্কৃতিক সংস্থার এবছরে পুজোর বাজেট ৩০ লক্ষ টাকা। মন্ডপের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাবেকি প্রতিমা নির্মান হবে বলে জানান ক্লাবের সভাপতি কমল পট্টনায়ক ও সম্পাদক ছবিলাল মাইতি। বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী জানান, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজোকে আরও সুন্দর করে তুলতে ক্লাব সংস্থার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আর্থিক সাহায্য করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ আগস্ট সমস্ত ক্লাব সংগঠনকে নিয়ে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৈঠক করবেন। বাংলার দুর্গাপূজা ইউনেস্কো স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই এইবছরও যাতে ধুমধাম সহকারে পুজো হয় তার জন্য তৎপর রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধূপগুড়ি জয়ে বিজেপির শঙ্কা থাকলেও আশায় তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই সেই নির্বাচনের জন্য তৃণমূলের তরফে প্রার্থীর নাম শুধু যে ঘোষণাই করে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, তাঁকে নিয়ে রীতিমত জোরকদমে প্রচারের কাজও শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ওই উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন অধ্যাপক ও গবেষক নির্মল চন্দ্র রায়। দলের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী ছাড়াও রাজবংশী নেতা হিসেবে বেশ পরিচিত নির্মলবাবু। তাঁর হয়ে ৩৭জন তারকা প্রচারকের তালিকা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জমা দেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে। যদিও সেখানে উত্তরবঙ্গের তথাকথিত নেতাদের নাম নেই বললেই চলে। যা নাম আছে তার প্রায় সবই দক্ষিণবঙ্গের। তা দেখে ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা দক্ষিণের কাঁধে ভর দিয়েই উত্তরের মাটি দখলের নীতি নিয়েছে তৃণমূল। এদিন তৃণমূলের তরফে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রচারের ক্ষেত্রে যে তারকা তালিকা সামনে আনা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম দুটি নামই হেভিওয়েট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই দুইজনের কেউ আদৌ ধূপগুড়িতে প্রচার করতে যাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এরপরের নামটাই রয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর। এরপর রাজ্যের এক ঝাঁক মন্ত্রীর নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওই তালিকায়। সেই নামের মধ্যে আছেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মলয় ঘটক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, স্নেহাশিষ চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয়, বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মাণ্ডি, গোলাম রব্বানিরা। আছেন দলের হেভিওয়েট মুখ হিসাবে পরিচিত কুণাল ঘোষ, দেবাংশু ভট্টাচার্য, সৌমেন রায়, সুদীপ রাহা, মোশারফ হোসেন, সত্যজিৎ বর্মণ, পার্থ ভৌমিক প্রমুখরা। সাংসদদের মধ্যে আছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, শান্তনু সেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তারকাদের মধ্যে আছেন, দেব, মিমি, অদিতি মুন্সি, সায়নী ঘোষ, সোহম চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা ও জুন মালিয়ারা। উল্লেখ্য, ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটি একুশের ভোটে বিজেপির প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায় ৪০ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী মিতালী রায়কে পরাস্ত করে। কিন্তু সদস্য সদস্য হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধূপগুড়িতে ভাল ফল করতে পারেনি বিজেপি। তাঁদের কাছে এই আসন ধরে রাখা একটা প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। একুশের ভোটে বিজেপি ৭৭টি আসন পেলেও এখন তা কমে ৬৯-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আবার চলতি বছরেই হয়ে যাওয়া সাগরদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল পরাস্ত হয় কংগ্রেস প্রার্থী বায়রণ বিশ্বাসের কাছে। যদিও পরে বায়রণ চলে আসেন তৃণমূলে। তাই ধূপগুড়ি জয় কিছুটা হলেও তৃণমূলের কাছেও প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে গতবার যতটা সহজে জয় এসেছিল ধূপগুড়ির মাটিতে, এবার যে সেই জয় আর ওত সহজে আসবে না সেটা নিয়ে শঙ্কিত বিজেপি নেতাদের একাংশ। কেন বিপর্যয়ের আশঙ্কা? প্রধানত দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতিই চিন্তায় রাখছে নেতৃত্বকে। একুশে ধূপগুড়ির মাটিতে জয় এসেছিল মূলত রাজবংশী ভোট এবং বাম শিবিরের ভোটে ভর দিয়ে। কিন্তু সেই রাজবংশী ভোট এখন ফের তৃণমূলমুখী হয়েছে। বাম ভোটও বাম ঝুলিতেই ফিরতে শুরু করে দিয়েছে। আর সেখানেই বিজেপি ঝুলি খালি হতে শুরু করে দিয়েছে। খালি ঝুলি দিয়ে যে ধূপগুড়ির উপনির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়া যাবে না সেটা বিলক্ষণ মানছেন বঙ্গ বিজেপির নেতাদের একাংশ। এমনকি তাঁরা এটাও মানছেন যে, দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আবেগ আদৌ কতটা কাজ করবে, তা নিয়েও দলের অন্দরেই সংশয় থাকছে। বঙ্গ বিজেপির নেতাদের আরও দাবি, ট্রেন্ড যদি ফলো করা যায়, তাহলে দেখা যাবে একুশের ভোটের পরে রাজ্যের প্রায় কোনও উপনির্বাচনেই বিজেপি জয়লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া ২০২১ সালে ধূপগুড়িতে যা পরিস্থিতি ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। ফলে ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ের মুখ দেখা তো বহু দূরের ভাবনা, জামানতটুকুও রক্ষা পাবে কিনা সেটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে ঘুরছে। যদিও দলের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, প্রচারে কোনওরকম ফাঁক রাখা যাবে না। এমনকি এই উপনির্বাচনের ফল থেকে কোনওরকম রাজনৈতিক সমীকরণ খুঁজতে বারণ করা হয়েছে। বরং আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিকেই পাখির চোখ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বৌমাকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ আগস্ট ঃ ছেলের অবর্তমানে বৌমাকে মাছ কাটার বঁটি দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। তারপর দেহ লোপাট করতে রাখা হল সেপটিক ট্যাঙ্কে! এমনই ঘটনা ঘটলো বাঁকুড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৭ তারিখে থানায় একটি অপহরণের অভিযোগ ওঠে। অপহরণ মামলার তদন্তে নেমে শালতোড়া থানার তদন্তকারি আধিকারিকেরা টেকিয়ার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালাবন্ধ ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই রক্তের দাগ দেখে বুঝতে পারে এটি শুধুমাত্র অপহরণের মামলা নয়। এর পিছনে রয়েছে অন্য রহস্য। বাড়ির গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রীর খোঁজে গঠন করা হয় একটি বিশেষ দল। অনেক চেষ্টার পরে বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় সন্ধান পাওয়া যায় অপহৃতা মোনালিসার শ্বশুর সুজিত ঘটক আর শ্বাশুড়ি ইতু ঘটকের। কিন্তু মোনালিসা কোথায়? পুলিশি তদন্তে দু'জন স্বীকার করে নেয় অপরাধের কথা। তাদের ছেলের অবর্তমানে মাছ কাটার বটি দিয়ে মোনালিসাকে খুন করে সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে দেহ। গ্রামবাসীদের সহায়তায় দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ইতু ঘটক আর সুজিত ঘটককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শহুরে নকশালের চিন্তা বন্ধ হোক। ডাঃ সুভাষ সরকার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ আগস্ট ঃ ছাত্র মৃত্যুর জন্য দায়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও রাজ্য সরকার। কয়েকদশক ধরে এই কালচার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শহুরে নকশালের চিন্তা, যে আদর্শটা রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে উস্কে দেয়। সেটা বন্ধ করুক রাজ্য সরকার। রবিবার দুর্গাপুরে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ক্রীড়ানুষ্ঠানে এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কান্ড প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্যজনকভাবে ছাত্রমৃত্যু নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য। বার বারই অভিযোগ উঠেছে বামপন্থী প্রাক্তন পড়ুয়াদের আনাগোনা ও কলেজ হোস্টেলের সিনিয়ার পড়ুয়াদের অমানবিক আচরণের দিকে। যদিও, ওই ঘটনার তদন্ত এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর বড় প্রশ্ন, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে সিসিটিভি কেন বসানো হয়নি বা বসাতে দেওয়া হয়নি? অভিযোগে জানা গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের সঙ্গে সিনিয়র পড়ুয়াদের নির্মম ব্যবহারের ছবি ধরা পড়তে, তাই হয়তো সিসিটিভি বসাতে দেওয়া হয়নি। সিনিয়রদের উপস্থিতি এবং অনুমতি ছাড়া বাড়িতেও ফোন করতে পারতেন না নতুন পড়ুয়ারা। শৌচালয় থেকে ঘর-সবই পরিষ্কার করতে হত জুনিয়ারদের। রীতিমতো রোস্টার তৈরি করে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো হত। সেই কাজের তালিকায় রয়েছে, শৌচালয় এবং ঘর পরিষ্কার, সিনিয়রদের ভাত বেড়ে দেওয়া, মশারি টাঙিয়ে দেওয়ার মতো কাজ। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রবিবার দুর্গাপুরে এক কেন্দ্রীয় আবাসিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধনে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কান্ডের প্রশ্নে তিনি বলেন, ছাত্র মৃত্যুর জন্য দায়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও রাজ্য সরকার। কয়েক দশক ধরে এই কালচার চলছে। রাজ্য প্রশাসন যদি এটা বন্ধ করতে চাইতো, তাহলে এর আগের ভাইস চান্সেলারের জামানায় হোক কলরব, হোক চুম্বন, মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তনের নামে যা কিছু হচ্ছিল, সেটা রুখতো সিসিটিভি বসতো তিনি বলেন, সঠিক তদন্ত হোক। অপরাধীরা গ্রেফতার হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শহুরে নকশালের চিন্তা, যে আদর্শটা রাষ্ট্রদোহিতাকে উস্কে দেয়। সেটা বন্ধ করুক রাজ্য সরকার। তার কাছে যেন মাথা নত না করে।

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ আগস্ট ঃ ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে গোটা গ্রাম, গ্রামের মানুষের দাবি ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, তাছাড়া গ্রামে প্রচুর মানুষের ডেঙ্গু ধরা পড়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে জ্বর উপসর্গ নিয়ে. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রচুর গ্রামের মানুষজন। এক কথায় চরম ডেঙ্গু আতঙ্কে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বসনছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুক কুন্ডু গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ উদাসীন প্রশাসন, ডেঙ্গু রোগে গ্রামে সেই ধরনের কোনো উদ্যোগই নিচ্ছে না প্রশাসন। জানিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ক্ষোভ। গ্রামবাসীদের দাবি ইতিমধ্যে কয়েকটি পরিবারে তালা বন্ধ, তার কারণ পরিবারের প্রত্যেকেই জ্বরে আক্রান্ত, তাই সকলেই হাসপাতালে ভর্তি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা গ্রামে আসছে না, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সেই ধরনের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না স্বাস্থ্য দপ্তর। এ বিষয়ে চন্দ্রকোনা ১ গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওইচ স্বপ্ননীল মিস্ত্রির দাবি, ইতিমধ্যে কয়েকজনের ডেঙ্গু ধরা পড়েছে ভালুক কুণ্ডু গ্রামে, স্বাস্থ্য দপ্তর কড়া নজরদারি রেখেছে গ্রামে।

সংসার সামলাতে

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২০ আগস্ট ঃ দেখতে দেখতে স্বাধীনতার ৭৬ বছর কাটিয়ে এসেছি আমরা। এখনও স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠলেই দ্বিধাবিভক্ত হয় সমাজ। কিন্তু সমাজের ওপরতলার এই বিতর্ককে সরিয়েই, জীবন সংগ্রাম কিন্তু থেমে থাকে না। যেরকম জীবন সংগ্রামের চিত্র ধরা পরল আমাদের ক্যামেরায়। প্রসাদী সরকারের বাড়ি কমলাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাবাড়ী এলাকায়। আর পাঁচ জন সাধারণ গৃহবধুর মতো সংসারও সামলান, আবার টোটোও চালান। কিডনি সমস্যা জনিত কারণে স্বামী শয্যাশায়ী হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাকে। ঘরে সাত বছরের ছেলেকে রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রায়গঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় টোটো চালিয়ে বেড়ান। দিনে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় হলেও, ব্যাংক লোনের কিস্তি, স্বামীর চিকিৎসার খরচ সামলে সংসার খরচে টান পড়ে। তিনি জানালেন, তিন মাস ধরে সংসার খরচের কথা ভেবে টোটো চালাচ্ছেন। কোনোভাবে তাতে সংসার চলে যাচ্ছে। অসুস্থ স্বামী ও ছোট সন্তানকে নিয়ে এভাবে চলা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। নিজের এই জীবনযুদ্ধে শামিল হয়ে প্রসাদী সরকার আবারও আমাদের বোঝালেন যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে।

পাচারের আগে আটক স্কুলের চাল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ আগস্ট ঃ ছুটির দিনে পরিস্কারের নামে মিড ডে মিলের চাল পাচার! তবে শেষ রক্ষা হয়নি। আশপাশের বাসিন্দাদের তৎপরতায় পাচারের আগেই আটক হল মিড ডে মিলের ৫ বস্তা চাল। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পানাগড় হিন্দিস্কুলে। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে পুনরায় ওই বস্তাভর্তি চাল স্কুলে জমা করে। ঘটনায় জানা গেছে, রবিবার পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুল থেকে টোটোয় করে বস্তাভর্তি চাল পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এদিন সকালে বিষয়টি নজরে পড়তে সরকারি এফসিআই-র ছাপ দেওয়া চাল বোঝাই টোটোটি আটক করে স্থানীয় বাসিন্দারা। জেরা করতেই পগারপার দেয় টোটো চালকের সঙ্গে থাকা স্কুলের এক অস্থায়ীকর্মী। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। টোটোটিতে ৫ বস্তা চাল ছিল। এরপরই চাল বোঝাই টোটোটিকে আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। এবং খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। খবর দেওয়া হয় স্কুলের শিক্ষকদের। জানা গেছে, গত ১৮ আগস্ট পানাগড় হিন্দি হাইস্কুলে ৮০ বস্তা মিড ডে মিলের চাল এসেছে। ওই স্কুলের মিডে ডে মিল তদারকির জন্য একজন অস্থায়ী কর্মী রাখা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত পান্ডা জানান, বিষয়টি জানা ছিল না। খবর নিয়ে জানতে পারি, পরিস্কার করার জন্য ওই চাল নিয়ে যাচ্ছিল। আগাম না জানিয়ে কেন নিয়ে যাচ্ছিল বিষয়টি তদন্ত করা হবে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতীতেও এভাবে চাল পাচার করা হয়েছে। তবে সেবিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্তবাবু জানান, প্রতিমাসে চালের স্টক মেলানো হয়। তাতে অতীতে কোনরকম গরমিল পাওয়া যায়নি। তবে এবারও সিসিটিভির ফুটেজ যাঁচাই করা হবে। এবং চালের স্টক মেলানো হবে। প্রশ্ন, পরিস্কার বা ঝাড়াইয়ের জন্য স্কুলের মধ্যে শ্রমিক লাগিয়ে করা হয়। রবিবার ছুটির দিনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বাইরে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? অন্যদিকে সুর চড়িয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, এই ধরনের ঘটনা আজ প্রথম নয়। অতীতেও এভাবে চাল পাচার হয়েছে। রবিবার ছুটির দিন স্কুল থেকে কিভাবে বস্তাভর্তি চাল বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পড়ুয়াদের খাবারের চাল রাজ্যের শাসকদলে এভাবেই পাচার করে। এটা বড়সড় দুর্নীতি। তাই আমরা ঘটনার তদন্তের দাবী জানাচ্ছি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি কুলদীপ সিং জানান, আমি বাইরে আছি। তবে বিষয়টি শুনেছি। প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, পরিস্কার করার জন্য চালগুলি নিয়ে যাচ্ছিল। তবুও, ঘটনার তদন্ত করা হবে। তার মধ্যে যদি কোনরকম অসঙ্গতি ধরা পড়ে, আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

গোষ্ঠ পাল স্মরণ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পালের আজ ১২৭তম জন্ম দিবস। বাংলার ফুটবলের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রর জন্ম দিবস পালন করা হল শিলিগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে। এদিন সকালে গোষ্ঠ পালের জন্ম দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি কিংবদন্তী ফুটবলারের মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলার এবং এমএমআইসিরা। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল ফুটবল নক্ষত্র গোষ্ঠ পাল। যিনি খালি পায়ে খেলে ব্রিটিশদের হারিয়েছিলেন। মোহনবাগানের ফুটবলের ইতিহাসে যেই নামগুলি প্রথম সারির মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলেন গোষ্ঠ পাল।

Name Change

I RAMEN DEBNATH S/O RUDRA KANTA DEBNATH R/O 41,SARAT CHATTERJEE ROAD,NEW BARRACKPORE, PS-GHOLA, NORTH24PARGANAS -700131, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMEN CHANDRA DEBNATH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/2023.RAMEN DEBNATH AND RAMEN CHANDRA DEBNATH SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Masaud Rahaman s/o Late Sk Rahamat Ali residing at 30 Dr Biresh Guha Street Kolkata-700017, P.O. Circus Avenue.P.S.Karaya.Shall henceforth be known as Sk Masaud Rahaman,do declare that my name mentioned as Sk Masaud Rahaman and Masaud Rahaman is the same person.

Name Change

I, ARUN KUMAR TEWARI, S/O LATE RAM AVTAR TIWARI, R/O 150, S.N.ROY ROAD, P.O. SAHAPUR, P.S. BEHALA, KOLKATA -700038, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR TIWARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/ 2023.ARUN KUMAR TEWARI AND ARUN KUMAR TIWARI SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABHISHEK TEWARI, S/O ARUN KUMAR TIWARI , R/O 60/28A, SN. ROY ROAD, P.O. SAHAPUR, P.S. BEHALA, KOLKATA -700038, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHISHEK TIWARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/ 2023.ABHISHEK TEWARI AND ABHISHEK TIWARI SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK HASINUR BEGAM AND HASINOOR BEGUM AND HASINURA BEGAM, D/O SEKH HAFIJUR RAHAMAN, R/O BANKRA KHAN PARA, P.O. BANKRA, P.S. DOMJUR, HOWRAH -711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASINURA BEGAM SEKH, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/2023.SK HASINUR BEGAM AND HASINOOR BEGUM AND HASINURA BEGAM AND ALSO HASINURA BEGAM SEKH ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABADUL ISLAM S/O NUR ISLAM MONDAL R/O PURBA CHANGDANA,PO- BELPUR,PS-DEGANGA, NORTH24PARGANAS - 743423,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABAYDUL ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/2023.ABADUL ISLAM AND ABAYDUL ISLAM SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOULABI IMAN ALI, S/O NASIMUDDIN, R/O VILL JOYPUL, P.O. JOYPUL, P.S. DUTTAPUKUR, NORTH 24 PARGANAS PIN-743234, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IMAN ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/08/ 2023. MOULABI IMAN ALI AND MD IMAN ALI SAME AND INDENTICAL PERSON.

রাজমিস্ত্রির স্ত্রী পালাল কলমিস্ত্রির সঙ্গে!

সালিশি সভা বসিয়ে প্রেমিকের হাতে স্ত্রীকে তুলে দিলেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ আগস্ট ঃ রাজমিস্ত্রির স্ত্রী পালিয়ে গেল কলমিস্ত্রীর সঙ্গে। অশ্রুভরা নয়নে স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী। জানা গেছে, হিন্দু শাস্ত্রমতে স্বপনা সিংহ ও মতিলাল সিংহ'র চার হাত এক হয়েছিল প্রায় ৮ বছর আগে। ৮ বছর সংসার জীবন কাটানোর পর সেই স্ত্রী ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়েন প্রতিবেশী গ্রামের এক কলমিস্ত্রির সঙ্গে। এরপর তারা একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেমিক তাপস সিংহের হাত ধরে পালিয়ে যান স্বপনা সিংহ। দিল্লিতে এক মাস থাকার পর সপ্তাহ খানেক আগে নিজ এলাকায় তারা ফিরে আসেন। এরপর স্বামী মতিলাল সিংহ সালিশি সভায় দাঁড়িয়ে শনিবার রাতে প্রেমিকের হাতেই স্ত্রী স্বপনাকে তুলে দেন। এমনই ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রামে। স্বামী মতিলাল সিংহ পেশায় রাজমিস্ত্রী। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গৌরিপুর গ্রামে। আজ থেকে প্রায় ৮ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন বিহারের আবাদপুর থানার লক্ষীটোলা গ্রামে স্বপনা সিংহকে। বিয়ের পর তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। যার বর্তমান বয়স ৫ বছর। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওই যুবক লক্ষ্য করেন যে,তার স্ত্রী গোপনে কারো সাথে ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে, এরপর ফোনটি নিয়ে নেন স্বামী। কিন্তু তাতেও তার স্ত্রীর ভালোবাসায় এতোটুকুও ভাটা পড়েনি। নানা বিষয়ে অশান্তি লেগে থাকতো তাদের মধ্যে। পরে স্বামী জানতে পারেন প্রতিবেশী গ্রাম ভাটল দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা কলমিস্ত্রী তাপস সিংহের প্রেমে পড়েছে স্বপনা। মাঝেমধ্যেই দিদির বাড়ি যাওয়ার নাম করে প্রেমিক তাপসের সঙ্গে হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পার্কে আড্ডা দিত। বহুবার চেষ্টা করেও স্ত্রীকে দ্বিতীয় ভালোবাসা থেকে ফিরিয়ে আনাতে পারেননি স্বামী। অবশেষে সংসারের শান্তির কথা ভেবে ৮ বছরের সংসার জীবনের ভালোবাসা ভুলে নিজের স্ত্রীকে সালিশি সভায় তার প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন। স্বামী মতিলাল সিংহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন স্বপনাকে নিয়ে তিনি আর ঘরসংসার করতে চান না। তাদের বিয়েতে মতিলালের কোনো আপত্তি নেই। তবে সরকারিভাবে এখনই মতিলালকে ডিভোর্স দিতে রাজি হননি স্বপনা। আরও জানা গেছে, কলমিস্ত্রি তাপস সিংহ প্রায় ১৯ বছর আগে গ্রামেই ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। তার বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। অভাবের সংসারে দুই স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে চলবেন এখন সেটাই দেখার বাকি রয়েছে।

মহকুমা ঘোষণার দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু ধূপগুড়িবাসীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ একদিকে চলছে ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের রবিবাসরীয় প্রচার। অন্যদিকে ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার দাবিতে জোরদার হচ্ছে আন্দোলন। বিধানসভা উপনির্বাচনে মূল ইস্যু হয়ে উঠে এসেছে ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার বিষয়টি। এই ইসুকেই হাতিয়ার করেছে শাসক বিরোধী সব শিবির। রবিবার সকাল থেকে ধূপগুড়ি শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মহকুমা আদায়ের দাবিতে পোস্টারিং করলো মহকুমা নাগরিক মঞ্চ সহ একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠন। এদিনের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল স্কুল পড়ুয়াড়াও। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ধূপগুড়ি ব্লককে ভেঙে পৃথক বানারহাট ব্লক গঠন করতে হবে এবং ধূপগুড়ি বানাহাট ব্লক মিলে গঠন করতে হবে ধুপগুড়ি মহকুমা। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বানারহাট পৃথক ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও মহকুমা আদায় হয়নি। যদিও বিধানসভার নির্বাচনের প্রচারে ধূপগুড়িতে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করার বিষয়ে সরকারি সমস্ত রকম কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরেও কোন এক অদৃশ্য কারণে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনও ঘোষণা হয়নি ধূপগুড়ি মহকুমা। আর এই কারণেই বিধানসভা উপ নির্বাচনের আগে মহকুমা আদায়ের দাবিতে পথে নেমেছে একাধিক সংগঠন। প্রত্যেক সংগঠন ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সমস্ত ধূপগুড়িবাসীর একটাই কথা আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার চাই মহকুমা।

মুরগি ও মাছের খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২০ আগস্ট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে মুরগি ও মাছের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের উৎপাদন কেন্দ্র চালু হতে চলেছে। খেজুরি ১ ব্লকের হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ইড়িঞ্চির ইকো ন্যাচারাল হাবের জমিতে দু'টি কেন্দ্র ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। একটি মুরগির খাদ্যের জন্য, অন্যটি মাছের। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এটি চালু হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আর্থিক আনুকূল্যে এবং রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে এই কাজকর্ম দেখাশোনার কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ইউনিট। এরকম কেন্দ্র রাজ্যে মাত্র চারটি জায়গায় তৈরি হচ্ছে। এগুলি হল উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি ও পূর্ব মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই দু'টি কেন্দ্র চালু হলে আগামী দিনে এখান থেকে বছরে প্রায় ৫০০ টন মুরগি ও মাছের খাদ্য উৎপাদন করা যাবে বলে জানালেন জেলার সিএডিসি ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডঃ উত্তম লাহা। তিনি আরও জানান এই কেন্দ্র দু'টি তৈরি করতে রাষ্ট্রীয় কৃষি যোজনায় পক্ষ থেকে ২০ লক্ষ করে মোট ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এর মধ্যে ঘর বানানো ও প্রয়োজনীয় মেশিনের খরচ রয়েছে। ইতিমধ্যে ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। মেশিনপত্রও বসে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, মাস দেড়েকের মধ্যে আমরা এর উৎপাদন শুরু করে দিতে পারব। বাণিজ্যিকভাবে পুরোমাত্রায় উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হতে হয়তো পুজো পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রাথমিকভাবে এখানকার উৎপাদিত খাদ্য সিএডিসির নিজস্ব তিনটি কেন্দ্রে মুরগি ও মাছের জন্য ব্যবহার করা হবে। এই তিনটি কেন্দ্রে বছরে প্রায় ২৫০ টন এই খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এর ফলে এই কেন্দ্রগুলিতে মুরগি ও মাছ চাষের উৎপাদন খরচ অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরিপূর্ণভাবে এই দু'টি কেন্দ্র চালু হয়ে গেলে বছরে বাকি ২৫০ টন মুরগি ও মাছের খাদ্য স্থানীয় প্রান্তিক চাষিরা এখান থেকে বাজার দরের চেয়ে সস্তায় সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন। এদিকে জেলার সিএডিসি সংস্থা এবছর দশ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাকে কৃষি, পশুপালন ও মাছ চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। এর ফলে প্রশিক্ষিতরা কম খরচে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, পশুপালন ও মাছ চাষের মাধ্যমে নিজেরা স্বনির্ভর হতে পারবেন। ইতিমধ্যেই তারা প্রায় ৩০০ মহিলাকে প্রথমে তমলুকের সিএডিসি অফিসে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। এখন ইড়িঞ্চিতে তিনদিনের জন্য আরও ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে বলে জানালেন সিএডিসির আধিকারিক আশিসকুমার বেরা।

অবৈধ নির্মানে জল যন্ত্রণায় ভুগছেন শহরবাসী

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২০ আগস্ট ঃ অবৈধ ভাবে নয়ানজুলি ভরাট, সেই সঙ্গে অনিয়মিত ভাবে নিকাশিনালা সংস্কার। প্রাথমিক ভাবে এই দুইয়ের ফলেই জল জমছে রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। কখনও সামান্য বৃষ্টিতেই শহর জলমগ্ন হচ্ছে, আবার কখনও আবর্জনায় ড্রেন ভরে গিয়ে জল উপচে রাস্তায় চলে আসছে। পুরসভার প্রশাসক বোর্ড অবশ্য কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে (কেএমডিএ) দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির জন্য সার্ভে করানোর কথা বলেছেন। নিকাশি এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ শহরের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়কের দু'ধারে অবৈধভাবে নয়ানজুলি ভরাট করে গজিয়ে উঠেছে একের পর এক দোকান, বাড়ি। নয়ানজুলি ভরাটের ফলে বন্ধ হয়েছে ড্রেনের মুখ। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ৩, ৪, ১২, ১৩, ২৩ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তন্ময় সাহা বলেন, অবৈধ ভাবে নয়ানজুলি ভরাট নিয়ে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর যেমন উদাসীন তেমনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফেও কোনও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। শহরের একাংশ ড্রেন জাতীয় সড়ক সংলগ্ন নয়ানজুলিগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। নয়ানজুলি ভরাটের পর শহরের জল আটকে থাকছে। সামান্য বৃষ্টিতেই শহর জলমগ্ন হচ্ছে। রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর, উকিলপাড়া এলাকার জল কলেজের পাশ দিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে থাকা একটি ক্যানেল হয়ে কুলিক নদীতে গিয়ে পড়ে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জঞ্জাল জমে এই ক্যানেলটিও বর্তমানে ভরাট হয়ে গিয়েছে। ক্যানেল বন্ধ থাকায় শহরে জল আটকে থাকছে। বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, পাঁচ বছর ধরে মাস্টার প্ল্যানের কথা শুনে আসছেন শহরবাসী। কিন্তু সেটা আর বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার করা হয় না। শিলিগুড়ি মোড় থেকে কসবা পর্যন্ত ড্রেনটি কবে শেষবার পরিষ্কার হয়েছে কেউ বলতে পারবেন না। বড় ড্রেনগুলি পরিষ্কার না হওয়ায় ছোট ড্রেনগুলিতে জল আটকে যাচ্ছে। সেখানে মশার বংশবৃদ্ধি করছে। গোটা শহর মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক শঙ্কর কুণ্ডু বলেন, নিকাশি ব্যবস্থা ভালো রাখতে গেলে দু'টি বিষয় ঠিক রাখতে হবে। এক ডাস্টবিন, দুই ড্রেন। আমরা এ দু'টির ব্যবহার শিখিনি। আমরা নিকাশি ব্যবস্থাকে ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করছি। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। তিনি কেএমডিএকে দিয়ে এখানে সার্ভে করিয়েছেন। কেএমডিএকে দিয়েই রায়গঞ্জ শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমকে ঠিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে। পুরসভার উদ্যোগে আমরা শহরে কয়েকটি নিকাশি ব্যবস্থার কাজও শুরু করেছি।

চা বাগান থেকে জাতীয় ফুটবল শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ আধপেট খেয়েও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ফুটবল মাঠে, ভয় দেখায় শুধু অর্থ! এরই নাম লড়াই, চা বাগানের আধপেটা খাওয়া কবিতা তিরকি দিল্লি পাড়ি দিল মহিলা ফুটবলের জাতীয় দলের ট্রায়ালে। ছোটো বেলায় চা শ্রমিক বাবা উৎসাহ দিতেন ফুটবল খেলার জন্য, তবে ঈশ্বরের ডাকে কবিতাকে লড়াইয়ের ময়দানে রেখে তিনি পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে। আজও যখন চা বাগানের ফাঁকা জায়গায় কোচ অমিত স্যারের কাছে ফুটবলের তালিম নেয় কবিতা, মনে হয় বাবা সাইড লাইনে দাঁড়িয়ে দেখছে মেয়ের ফুটবল খেলা। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ১০ নম্বর শ্রমিক লাইনের বাসিন্দা কবিতা তিরকি এবার ডাক পেয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে। যদিও এর আগেও এআইএফএফ ডেকেছিলো এই আদিবাসী খুদে ফুটবল খেলোয়াড়কে, তবে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিলো অর্থের অভাবে। এবার কোচ অমিত রায় এবং ফুটবলে হাতেখড়ি দেওয়া নির্মলা কোচিং ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে জোগাড় করছে অর্থ। এই প্রসঙ্গে কোচ অমিত স্যার বলেন, এমন একটি চা বাগান থেকে একজন ইন্ডিয়ান ফুটবলের প্রিমিয়ার লিগে খেলার জন্য ট্রায়াল ক্যাম্পে গেলো এটাই অনেক আনন্দের বিষয়। তবে আর্থিক ভাবে আমরা খুবই দুর্বল সেই কারণে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ রাখছি। বাবার স্বপ্ন পূরণের দৌড়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ফুটবলার কবিতা বলে, বাবা আজ নেই, মা চা বাগানে কাজ করে যে হাজিরা পায় তাই দিয়েই চলে আমাদের, অমিত স্যারের কাছে ফুটবল খেলা শিখছি। এবার দিল্লি যাচ্ছি মহিলা ফুটবল দলের ট্রায়াল ক্যাম্পে। কবিতার এই লড়াইয়ে আরেক সেনাপতি গর্ভধারিনী সিলবিনা ওরাও, চা বাগানের দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরিতে সংসার চালিয়ে মেয়েকে ফুটবলার তৈরীর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

কুয়ালালামপুর, ২০ আগস্ট ঃ আগামী বছর থেকে চালু হতে যাচ্ছে এশিয়ান মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি সংক্রান্ত বিস্তারিত না জানিয়ে রবিবার এই ঘোষনা করেছে এশীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। ২০২৪ সালের আগস্টে শুরু হবে প্রাথমিক পর্ব। ১২টি দল নিয়ে গ্রুপ পর্ব শুরু হবে অক্টোবরে। রবিবার সিডনিতে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনাল শুরুর কয়েকঘন্টা আগে এএফসির মহিলা ফুটবল কমিটির এক বৈঠকের পর ঘোষনা করা হয়েছে। টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের মার্চে এবং একই বছর মে মাসে টুর্নামেন্টের ফাইনাল আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যদিও এই তারিখগুলো একেবারেই চুড়ান্ত নয় বলে জানিয়েছে এএফসি। এএফসির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম চারটি আসরে অংশগ্রহন করবে ১২টি দল। চারটি করে দল তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গ্রুপ পর্বে অংশ নিবে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি করে দল এবং সেরা তৃতীয় স্থানধারী দুই দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। প্রতিটি সদস্য দেশ থেকে একটি করে দল ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৭-২৮ মরসুমে ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সরাসরি গ্রুপ পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। এখনও মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাইজমানি নির্ধারণ করা হয়নি। তবে গত সপ্তাহে এএফসি ঘোষনা করেছে পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাইজমানি তিনগুন বাড়িয়ে ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হবে। এদিকে বিজোড় বছরে এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ আয়োজনের পৃথক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এশীয় ফুটবলের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এর মানে ২০২৬ সালের মহিলা এশিয়ান কাপ আয়োজনের পর পরবর্তী টুর্নামেন্টটি ২০৩০ সালের পরিবর্তে ২০২৯ সালে আয়োজন করা হবে।

কলকাতায় পা

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন বিদেশি ফুটবলার হেক্টর ইয়ুতসি। রবিবার কলকাতা বিমান বন্দরে পা রেখেছেন তিনি। তার আগমনের খবর আগেই জানতে পেরেছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। তারকা খচিত স্কোয়াড গঠন করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। নেওয়া হয়েছে একাধিক নতুন বিদেশি। মূলত আক্রমণভাগে নামীদামী ফুটবলারদের সংখ্যা বেশি। রক্ষণে অভাব পূরণ করতে দলে নেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ হেক্টর ইয়ুতসিকে। তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলা ফুটবলার! গত মরসুমের ইউরোপা লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন এই হেক্টর ইয়ুতসি। স্প্যানিশ এই ফুটবলারের কেরিয়ার দীর্ঘ। একাধিক নাম করা ক্লাবের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বয়স বাড়লেও এখনও ইউরোপের ক্লাব ভরসা দেখিয়েছে তার ওপর। ৩৫ বছর বয়সী এই ফুটবলারের খেলার ধরণ অনেকটা কার্ল ম্যাক হিউ এর মতো। বিগত মরসুমে এটিকে মোহনবাগানের সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারিগর ছিলেন আয়ারল্যান্ডের কার্ল ম্যাক হিউ। চলতি ট্রান্সফার উইন্ডোতে তিনি সবুজ মেরুন ক্লাবকে বিদায় জানিয়েছেন। কার্ল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে রোলের পাশাপাশি প্রয়োজনে সেন্ট্রাল ব্যাক হিসেবেও খেলে দিতে পারতেন। অভিজ্ঞ হেক্টর আদপে রক্ষণ ভাগের ফুটবলার। দলের প্রয়োজনে খেলে দিতে পারেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ভূমিকায়। অর্থাৎ রক্ষণে লোক বাড়াতে হলে বা তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা বদলে ডিফেন্সের ব্র্যান্ডন হামিলের সঙ্গে জুটি বাঁধার মতো ক্ষমতা রাখেন হেক্টর ইয়ুতসি। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে, ফ্লোরেন্তিন পোগবার সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিচ্ছেদ নিশ্চিত হয়েছে।

সার্দান ঝড়ে ডুবল বাগানের নৌকা

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগে বড় ধাক্কা খেল মোহনবাগান। রবিবার সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হারলেন সুহেল বাট, কিয়ান নাসিরিরা। জোড়া গোল করে দলকে ম্যাচ জেতালেন সৌগত হাঁসদা। কলকাতা লিগে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে ড্র ও হার। ফলে টুর্নামেন্টে যথেষ্ট চাপের মুখে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বড় ব্যবধানে জিতে সুপার সিক্সে জায়গা করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোহনবাগানের কোচ বাস্তব রায়ের সেই স্বপ্নে জল ঢেলে দিল সাদার্ন সমিতি। প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করেন সাদার্নের সৌগত। তার পর থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচে বারবার আক্রমণ শানিয়েছে, গোলের সুযোগ তৈরি করেছ মোহনবাগান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর গোল আসেনি। প্রসঙ্গত, চলতি মরশুমের কলকাতা লিগে মোহনবাগান ছিল অপরাজেয়। সাদার্ন সমিতির কাছেই প্রথমবার টুর্নামেন্টে হারের স্বাদ পেলেন কোচ বাস্তব রায় ও তাঁর জুনিয়র ব্রিগেড। ১৬৫৭ দিন পরে ডার্বি হারের পর থেকেই যেন ছন্দহীন হয়ে পড়েছে মোহনবাগান। এএফসি কাপে প্রতিপক্ষ মাচিন্দা এফসিকে হারালেও কলকাতা লিগে পরপর ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছে তারা। ডুরান্ড কাপের নকআউট পর্যায়ে উঠলেও কলকাতা লিগের সুপার সিক্স বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেডের কাছে। পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে বেশ চাপে তারা। তবে প্রতিপক্ষদের তুলনায় কম ম্যাচ খেলেছে মোহনবাগান। এদিন ম্যাচ হেরেও পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানেই রইলেন কিয়ান নাসিরিরা। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবসের দিনে আর্মি দলের বিরুদ্ধে আটকে যাওয়ার পর রবিবার সাদার্ন সমিতির কাছে হার মোহনবাগানের। ঘরের মাঠে মরসুমের সব থেকে হতশ্রী ফুটবল উপহার বাস্তব রায়ের ছেলেদের। খেলার শুরুতেই বাগান ডিফেন্সের ভুল গোল করে যান সৌগত হাঁসদা। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ফের গোল সৌগতর। প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করেন সাদার্নের সৌগত। তার পর থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বারবার চেষ্টা করেও আর গোল করতে পারেনি মোহনবাগান। কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাটরা চেষ্টা করেও একবার সাদার্নের রক্ষণ ভাঙতে পারলেন না। কাশ্মীরি তনয় সুহেলের একটা শট পোস্টে লাগল। এই ম্যাচে নজর ছিল দুই কোচের ট্যাকটিসের দিকেও। যদিও বাগানের ডেরায় এসে উত্তরপাড়ার বাস্তবকে টেক্কা দিয়ে গেলেন বরানগরের রঞ্জন ভট্টাচার্য। ডার্বি হারের পর থেকেই যেন ছন্দহীন হয়ে পড়েছে মোহনবাগান। বেশ কয়েক ম্যাচ আগে ঘরের মাঠে জিতেও মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায় রক্ষণ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে, রক্ষণ ভাগকে আরও উন্নতি করতে হবে। সতর্কবার্তা আগেই ছিল। এ বার নিজেদের মাঠে হতাশার ফল মোহনবাগানের। গোল দুটির ক্ষেত্রে সৌগতর কৃতিত্ব যতটা, তেমনই মোহনবাগান রক্ষণের ব্যর্থতাও। যার ফলে এ বারের লিগে অপরাজিত তকমা ধরে রাখতে পারল না মোহনবাগান। সাদার্ন সমিতির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। ময়দানের অন্যতম ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। বাংলা দলেরও কোচিং করিয়েছেন। মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রবল চাপে ছিলেন। তিনিই জানিয়েছিলেন, চোট এবং কার্ড সমস্যায় দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার নেই। বিশেষ করে রক্ষণ ভাগে। যারা ছিল তাদের দিয়েই 'কাজ চালানোর' পরিকল্পনা ছিল রঞ্জনের। এই দল নিয়েও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এমন দাপট দেখাবে সাদার্ন সমিতি, এমনটা হয়তো প্রত্যাশা করেননি খোদ কোচও। তাঁর প্রত্যাশার চেয়েও ভালো পারফরম্যান্স সাদার্ন সমিতির। ছন্নছাড়া ফুটবলে সমর্থকরা প্রবল হতাশ ছিলেন। তার মধ্যে প্লেয়াররা মেজাজ হারানোয় সমর্থকদের হতাশা আরও বাড়ে। পারফরম্যান্স ভালো হলে সমর্থকরা যেমন মাথায় তুলে রাখবেন, তেমনই উল্টোটাও। মোহনবাগান মাঠে সেটাই হল। ম্যাচের সময় যত কমতে থাকল মেজাজ হারালেন সমর্থকরা। মাঠে বোতল ছুঁড়তে থাকেন মোহনবাগান সমর্থকরা। ম্যাচের মাঝে গ্যালারিতেও আতঙ্ক ছড়ায়। মোহনবাগানের এক প্রবীণ সমর্থক হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মোহনবাগান-সাদার্ন সমিতি ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতে আচমকাই অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই সমর্থক। এরপরই বাংলা ফুটবল সংস্থার উদ্যোগে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রবীণ সেই সমর্থকের নাম অমর বোস।

রোহিতের ডেপুটি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

মুম্বই, ২০ আগস্ট ঃ সোমবার এশিয়া কাপের দল নির্বাচন। ভারতীয় দলের স্কোয়াডে কারা থাকবেন তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। একইসঙ্গে আর্কষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রোহিতের ডেপুটি কে হবেন? এশিয়া কাপের দলই সম্ভবত ধরে রাখা হবে বিশ্বকাপে, দুই একটি হয়ত পরিবর্তন হতে পারে। তবে সোমবারই চূড়ান্ত হয়ে যাবে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক কে হতে চলেছেন। বিগত কয়েকটি সিরিজে হার্দিক পাণ্ডিয়াকেই দেখা গিয়েছিল সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রোহিতের ডেপুটি হিসাবে। জসপ্রীত বুমরাহের প্রত্যাবর্তন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন পাণ্ডিয়াকে। তার উপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের তাঁর নেতৃত্বেই টি টোয়েন্টি সিরিজে হারে ভারত। একটা সময় বিশ্বকাপে সহ অধিনায়ক হিসাবে পাণ্ডিয়া প্রায় নিশ্চিত থাকলেও এখন তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বুমরাহ। বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, যদি নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয়, বুমরাহ হার্দিকের চেয়ে এগিয়ে আছেন কারণ তিনি ২০২২ সালে টেস্ট দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পাণ্ডিয়ার আগে তিনি ওডিআই সহ-অধিনায়কও ছিলেন। একইসঙ্গে সূত্র আরও জানিয়েছেন, যদি দেখা যায় যে বুমরাহকে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপ উভয়ের জন্য রোহিতের ডেপুটি করা হয়েছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রুতুরাজের পরিবর্তে বুমরাহকে আয়ারল্যান্ডে অধিনায়কত্ব দেওয়ার একটি কারণ রয়েছে। তবে পাণ্ডিয়াকে একেবারেই হেলায় হারাতে পারবেন না কারণ অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল জয় করেছেন, সীমিত ওভারে নিজের নেতৃত্বের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। ফলে সোমবারের দল নির্বাচনে অনেকটা সময় ব্যয় হতে হারে রোহিতের ডেপুটি নির্বাচনে। দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দিতে মাঠে নেমেছেন। তবে এর জন্য তাঁকে প্রায় ১০ মাস ২৩ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় দলের তারকা পেসার দেখিয়েছেন যে তিনি আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে খেলতে প্রস্তুত। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন বুমরাহ। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ওভারে ২৪ রানে দুই উইকেট নেওয়ার পরে বুমরাহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টে স্বস্তি দিয়েছে। সোমবার নয়াদিল্লিতে এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করতে চলেছে বিসিসিআই। নির্বাচকদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দল নির্বাচনী বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। এশিয়া কাপের পরেই হতে চলেছে একদিনের বিশ্বকাপ। ফলে যাঁদের এশিয়া কাপের দলে রাখা হবে, তাঁরাই ওডিআই বিশ্বকাপের দলেও থাকবেন। সেই কারণে এই দল নির্বাচনী বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ভারতীয় দলের ব্যাটিং বিভাগ নিয়েও সোমবারের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। ৪ নম্বরে কে ব্যাটিং করবেন, সেটা বড় প্রশ্ন। এই পজিশন নিয়ে সম্প্রতি সমস্যা হচ্ছে।

দিল্লির ক্রিকেটারদের দাদার অনুপ্রেরণা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ ক্রিকেটার জীবনে মন্ত্র বলতে দাদার কাছে ছিল জিতে ফিরে আসা। খাদের কিনারা থেকে বার বার নিজে যেমন ফিরে এসেছেন, যে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকেও ফিরিয়ে এনেছেন। হতাশা কোনও দিনই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রাস করতে পারেনি। আগামী মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসকে সাফল্য এনে দিতে কাজ শুরু করে দিলেন মহারাজ। ক্রিকেটার জীবনে সতীর্থদের মধ্যে উজাড় করে দিতেন নিজের হার না মানা মনোভাব। অধিনায়ক থেকে মেন্টর হয়ে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদে বসেছেন, বয়স বেড়েছে কিন্তু আগ্রাসী মানসিকতা এবং ফিরে আসার সংকল্প বদলাননি মহারাজ। আইপিএলে শেষ মরসুমটা একেবারেই ভালো যায়নি দিল্লি ক্যাপিটালসের। এবার থেকে আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল দাদার ক্লাস। শেষ মরসুমের হতাশা ঝেড়ে ফেলে ২০২৪ সালে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া দাদার দল। আগামী মরসুমে যাতে এমন দুরবস্থা না হয়, সে জন্য এখন থেকেই উদ্যোগী দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দিল্লির পুরুষ এবং মহিলা আইপিএল দলের প্রাক মরসুম শিবির। মাঠের ক্লাস শুরুর আগে ভোকাল টনিক দিলেন ক্রিকেটারদের। দিল্লি দলের ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করার সময় সৌরভ বলেন, আমাদের হাতে এখনও ছ'মাস সময় রয়েছে। তোমাদের সব কিছু দেব আমরা। পরের বছর শক্তিশালী দল হিসাবে ফিরে আসার জন্য সব রকম সাহায্য পাবে তোমরা। আগের বছর আমাদের সব কিছু ঠিক মতো হয়নি। অনেক ভুল হয়েছিল। তার মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। প্রচুর ম্যাচ হারতে হয়েছে। কীভাবে আবার ঘুরে দাঁড়ানো যাবে? সেই উপায়ও ছাত্রদের প্রাক মরসুম শিবিরেই বলে দিলেন দাদা। সৌরভের কথায়, এক মাত্র কঠোর পরিশ্রম তোমাদের পরের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। অনুশীলনের সম্পূর্ণ সময় নিজেদের উন্নত করতে ব্যবহার কর। হাতে যে সময়টা রয়েছে, সেটা আমাদের কাজে লাগাতেই হবে। বলা হয় ব্যর্থতাই সাফল্যের ভিত গড়ে দেয়। সৌরভের কথায় সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে। দাদা বলেন, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদের। পরের আইপিএলে শক্তিশালী দল হিসাবে প্রমাণ করতে হবে। পরাজয়ের মধ্যে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু উন্নতি করতে না পারলে, আরও ভাল খেলতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হবে। ২০২৩ সালের আইপিএলের লিগ পর্বে ১০ দলের মধ্যে নবম স্থানে শেষ করেছিল দিল্লি। গতবার দিল্লি দলে ডাগ আউট ছিল তারকা খচিত। তবে এবারা ডাগ আউটে সংখ্যা কমবে। দাদার হাতেই দলের সম্পূর্ণ চাবিকাঠি থাকবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টেও সোনা জিতল ভারতীয়রা

বাকু, ২০ আগস্ট ঃ আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে ভারতের ঘরে এল সোনার পদক। আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্ট ছিল রবিবার। ভারতীয় দলে ছিলেন মানু ভাকের, রিদম সাংওয়ান এবং এষা সিং। তাঁদের তিনজনের মোট স্কোর ১৭৪৪। চিনা তাইপে টিমকে খুব কম পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে সোনার পদক এসেছে মানু-এষাদের ঝুলিতে। শুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের অনবদ্য পারফরম্যান্স। গতকালই এয়ার রাইফেল টিম ইভেন্টে সোনা জেতে ভারতের মেয়েদের টিম। ওই দলে রয়েছেন মেহুলি ঘোষ, রমিতা এবং তিলোত্তমা সেন। এছাড়া ব্যক্তিগত ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন মেহুলি ঘোষ। বাংলার শুটার ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের কোটা আদায় করে নিয়েছেন। চিনা তাইপে টিমের তিন সদস্য হলেন তিয়েন চিয়া চেন, তু ই জু এবং উ চিয়া ইং। ২৫ মিটার পিস্তল বিভাগের ফাইনালে তাঁদের সম্মিলিত স্কোর ছিল ১৭৪৩। মানুদের মোট স্কোর সেখানে ১৭৪৪। মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে চিনা তাইপে টিমকে পিছনে ঠেলে সোনার পদক জিতে নিয়েছেন ভারতের প্রমিলা বাহিনী। ইভেন্টের তৃতীয়স্থানে শেষ করে ব্রোঞ্জ পেয়েছে চিন। মানু ভাকের, রিদম, এষা সিংদের এই জয়ে চলতি আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার মেডেলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে প্রথম সোনা জেতেন এষা সিং এবং শিবা নারওয়াল। এরপর মেহুলি, তিলোত্তমাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জয়। তাঁদের স্কোর ছিল ১৮৯৫.৯। দেশের চতুর্থ শুটার হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকের কোটা পেয়েছেন মেহুলি। মেহুলির অলিম্পিক কোটা ছাড়া চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল টিম ব্রোঞ্জ জিতেছে। এখনও পর্যন্ত ভারতের পদকের সংখ্যা পাঁচ। এই ফলাফল ভারতীয় দলের কাছে যথেষ্ট আশাপ্রদ।

ফের তিকিতাকার জাদু দেখল ফুটবল বিশ্ব

মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পেন

সিডনি, ২০ আগস্ট ঃ ২০১০ সালের পর ২০২৩, বিশ্ব ফুটবলে আবার তিকিতাকার দেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হল। ১৩ বছর আগে বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জাভি-ইনিয়েস্তারা। এবার চ্যাম্পিয়ন হল মহিলা দল। এই প্রথমবার মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ জয় করল স্পেন। ফাইনালে স্প্যানিশ মহিলা ব্রিগেড ইংল্যান্ডকে। মহিলা ফুটবলে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল বিশ্ব। সিডনিতে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় তুলল স্পেনের প্রমিলা বাহিনী। ২০১০ সালে স্পেনের পুরুষ দলও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে। পুরুষ হোক বা মহিলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ম্যাচে স্কোর লাইন অপরিবর্তিতই থাকল। ২৯ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ওলগা কারমোনা। এরপরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল স্প্যানিশরা। ইংল্যান্ডের তেকাঠির নীচে পারফর্ম করেন গোলরক্ষক ম্যারি ইয়ার্পস। না হলে স্পেনের পক্ষে স্কোর লাইন আরও বেশি হতে পারত। এরপর একবার পেনাল্টি পেয়েও ব্যবধানটাকে দ্বিগুণ করতে পারেনি স্পেন। হেনি হেরমোসোর দুর্বল শট ধরে ফেলেন ইংলিশ গোলরক্ষক মেরি ইয়ার্পস। ব্রিটিশ গোলরক্ষকই পেলেন সোনার গ্লাভস। ম্যাচে প্রায় ১৫ মিনিটের বেশি অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। জর্জ ভিলদার দল মাঠের বাইরে একাধিক সমস্যার মুখে পড়লেও, শেষপর্যন্ত জয়ের হাসিটা তারাই ধরে রাখে। সোনার বল পেলেন স্পেনের এইতানা বোনমাট। যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, জার্মানি ও জাপানের পর পঞ্চম দল হিসেবে বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। এবার রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ইংল্যান্ডকে। ২০০৮ থেকে ২০১২ সালে এর আগে আমরা দেখেছি স্পেনের তিকিতাকা ফুটবল। সেই ফুটবলকে আবারও যেন ফিরিয়ে আনলেন এবারের মহিলা দলের কোচ। তিনি দেখিয়েছেন যে পাস নির্ভর ফুটবল খেললে বিপক্ষ দল বারবার বিব্রত হয়। বারবার সমস্যায় পড়ে, সেটাই ফাইনালে দেখা গিয়েছে। ২০১৫ সালে স্পেনের মহিলা দল গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল। ২০১৯ সালে তারা শেষ ষোলোতে এসেই টুর্নামেন্টের অভিযান শেষ করে। আর ঠিক চার বছর বাদে ২০২৩ সালে তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল। স্প্যানিশ মহিলা ব্রিগেড যে ধারাবাহিকভাবে ফুটবল উন্নতি করেছে, সেটি বোঝা গিয়েছে। তবে স্পেনের এই বিশ্বকাপ জয়ের পথ মসৃণ ছিল না। আভ্যন্তরীন সমস্যা ছিল অনেক। কোচের সঙ্গে এখনও ফুটবলারদের সম্পর্ক ভাল নয়, যে কোচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্বকাপেই খেলেননি প্রায় ১২ জন ফুটবলার, তাঁরাই সব প্রতিকূলতা জয় করে বিশ্বকাপ হাতে তুলে নিলেন। চলতি মহিলা বিশ্বকাপের শিরোপা জিততে না পারলেও ভালো খেলে তৃতীয় স্থানে শেষ করল করেছে সুইডেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে চতুর্থবার মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান পেল তারা। অজিদের বিরুদ্ধে শনিবার তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ২-০ গোলে জেতে সুইডেন।

নিরাপত্তা সমস্যার জেরে ম্যাচের দিন পরিবর্তন করার আর্জি হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ বিশ্বকাপের সূচি নিয়ে জটিলতা যেন কিছুতেই কাটছে না। কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্বকাপের পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি ম্যাচের দিন বদলানো হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ৯ এবং ১০ অক্টোবর পরপর দু'টো ম্যাচ আয়োজিত হওয়ার কথা হায়দরাবাদে। কিন্তু পর পর দুই দিন ম্যাচে নিরাপত্তার সমস্যার কথা জানিয়ে বিসিসিআইকে চিঠি দিয়েছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। উপলের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচটি নিউজিল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস। দ্বিতীয় ম্যাচটি পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে খেলা হবে। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়েছে, পরপর দু'দিন নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোনও একটি ম্যাচের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারবে না। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সূচি বদলানোর অনুরোধ করা হয়েছে। বিশ্বকাপ শুরু হতে মাত্র কিছুদিন বাকি। এর মাঝেই ফের সূচি বদলের আর্জি জানালো হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণার পর এমন আর্জি নিয়ে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে বিসিসিআইকে। পরিবর্তিত এক দিনের বিশ্বকাপের নতুন সূচি অনুযায়ী, হায়দরাবাদে পর পর দুই দিন খেলা রয়েছে। ৯ অক্টোবর রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস। পরের দিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর একই মাঠে মুখোমুখি হওয়ার কথা পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার। নিরাপত্তার কারণেই এই অনুরোধ করেছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ফলে বিষয়টা আরও ভাবাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড ও আইসিসিকে। কিন্তু ফের কী সূচি বদল করা সম্ভব? এরআগে নবরাত্রির কারণে ১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ভারত পাক ম্যাচ একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি কলকাতায় কালীপুজোর জন্য পাকিস্তান ইংল্যান্ড ম্যাচের দিন বদল হয়েছে। এই দুটি ম্যাচের দিন বদল করতে গিয়েছে আরও কিছু ম্যাচকে নতুন করে সাজাতে হয়েছে। পর পর দু'দিন ম্যাচ নিয়ে আপত্তি রয়েছে হায়দরাবাদের পুলিশ কর্তাদের। হায়দরাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, দু'টি ম্যাচের মধ্যে কোনও সময় পাওয়া যাবে না। তাতে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সমস্যা। পরপর দুটি ম্যাচের জন্য নিরাপত্তা দিতে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটির জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে বিসিসিআইকে চিঠি দিয়েছে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ক্রিকেট সংস্থা। আগামী ৫ অক্টোবর গত বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও রানার্সআপ নিউজিল্যান্ডের আহমেদাবাদের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদেই হবে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে মরসুমের প্রথম ট্রফি জয় মায়ামির

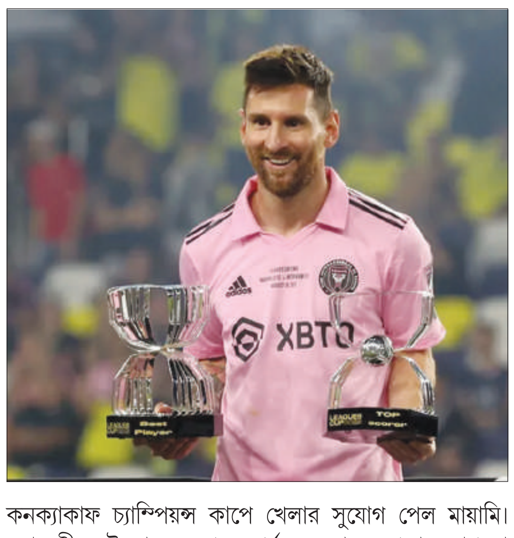

মায়ামি, ২০ আগস্ট ঃ মায়ামিতে মেসি ম্যাজিক। ন্যাশভিল এসসির বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে মরসুমের প্রথম ট্রফি ঘরের তুলল ইন্টার মায়ামি। জাদুকরের ছোঁয়ায় যেন বদলে গিয়েছে মেজর লিগ সকারের দলটি। লিগস কাপের ফাইনাল যেন মহাকাব্যিক এক ম্যাচ। শুরু থেকে শেষ নাটকীয়তা ছিল প্রতি মুহূর্তে। শেষ পর্যনন্ত বাজিমাত করল মেসি বাহিনিই। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র থাকার পর খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। ইন্টার মায়ামি টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতে নেয় ১০-৯ গোলে। ম্যারাথন পেনাল্টি শুট আউট চলে। শেষ পর্যন্ত শট নিতে হয় গোলরক্ষকদেরও। সেখানেই বাজিমাত মায়ামির। ম্যাচে অবশ্য শুরু থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকে ন্যাশভিল। নিজেদের রক্ষণ আগলে রেখে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করতে থাকে দলটি। তাতে বেশ সফলও হচ্ছিলো তারা। কিন্তু প্রতিপক্ষ শিবিরে মেসি নামের এক জাদুকর আছেন। প্রথমার্ধেই গোল করে দলকে লিড দিলেন। যা দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি মায়ামির অন্যতম কর্নধার ডেভিড বেকহ্যাম। গোল খেয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে ন্যাশভিল। কিন্তু মায়ামির পোক্ত রক্ষণের কাছে এসে খেই হারিয়ে ফেলতে থাকে তারা। মায়ামিও কয়েকটি সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধে কোনো দলই আর গোলের দেখা পায়নি। ১-০ গোলের লিড নিয়ে সাজঘরে ফেরে মেসির দল। ম্যাচের ৫৭ মিনিটেই স্কোরলাইন ১-১ সমতা আনেন ন্যাশভিলের ফাপা পিকাল্ট। নির্ধারিত সময়ে কোনও দলই গোল করতে পারেনি, ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে! তবে মেসিকে নিরাশ করেননি তাঁর সতীর্থরা। ম্যারাথন পেনাল্টি শুটআউটে দুই দল ১০টি করে শট নিয়ে ফেলেছে, টাইব্রেকারে তখন ৯-৯ এ সমতায়। শট নিতে এলেন গোলরক্ষকেরা। দারুণ শটে গোল করলেন ইন্টার মায়ামির গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার। এরপর প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের শট আটকে দলকে এনে দেন শিরোপাও। গত ডিসেম্বরে ফুটবলের সবচেয়ে বড় ট্রফি জয়ের পর ইন্টার মায়ামিকে প্রথম বার লিগস কাপ চ্যাম্পিয়ন করার চ্যালেঞ্জ ছিল মেসির সামনে। সেটা করে দেখালেন আর্জেন্টাইন রাজপুত্র। ইউরোপের ক্লাব ফুটবল ছেড়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমানোর পর প্রথম ট্রফি জিতলেন মেসি। কেরিয়ারে এটি তাঁর ৪৪তম খেতাব। ৩টি দেশের ক্লাবের হয়ে খেলেই ট্রফি পেলেন মেসি। ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছেন বার্সিলোনায়। প্যারিস সাঁ জা-র হয়ে খেলার সময়ও ফ্রান্সের লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এবার ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রথম টুর্নামেন্ট খেলেই চ্যাম্পিয়ন হলেন। নতুন ক্লাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। এর মধ্যেই তাঁর ১০ গোল হয়ে গেল এলএমটেনের। পরের মরসুমে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে খেলার সুযোগ পেল মায়ামি। মহাদেশীয় এই আসরে এখনও পর্যন্ত একবারও খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি। মেসি ম্যাজিকে অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখাচ্ছে মায়ামি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615